সাংখ্যদর্শন।

মূল, ভাষ্য ও সরল অনুবাদ সহ

সোমপ্রকাশ সম্পাদক সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর

৺ দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত।

৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৩৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন সোমপ্রকাশ যন্ত্রে,

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩।

বিজ্ঞাপন।

সাংখ্যদর্শন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পরিতাপের বিষয়, যে মহাত্মা এত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি ইহার মুদ্রাকার্য্যের শেষ ও প্রকাশিত হওয়া দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাহা হউক, পরলোক গমনের পূর্ব্বেই তিনি ইহার অনুবাদাদি সমুদায় শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা তাঁহার শেষ জীবনের শ্রমের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থখানি, সংস্কৃত ভাষানুরাগী ব্যক্তিগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। পাঠকগণ পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, এই গ্রন্থে সাংখ্যদর্শনের গূঢ় তত্ত্ব সকল যেরূপ সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে আমাদের অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রণয়নকর্ত্তা বঙ্গ সমাজে অপরিচিত নহেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য সাধারণের বিদিত। এক্ষণে গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে আদৃত হইলে তাঁহারি শ্রম সফল হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া একটী বিষয় স্মরণ রাখিবেন। মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ ৪৮ পৃষ্ঠার পর ৪৯ পৃষ্ঠা না হইয়া ৫৭ পৃষ্ঠা অঙ্কিত হইয়াছে। এই ভ্রম অনুসারে তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সকলেও পত্রাঙ্কের ও ভুল হইয়াছে। ইহা পত্রাঙ্কের ভ্রম মাত্র, মূলে কোন ভ্রম নাই।

সাংখ্যদর্শন।

সূত্র।

মুখবন্ধ।

বেদ ব্যাকরণাদির ন্যায় দর্শনশাস্ত্রগুলিও আর্য্যজাতির গৌরবের ধন। এ দেশের যাঁহারা কিছুমাত্র লেখাপড়া জানেন, তাঁহাদের অনেকেই দর্শন শাস্ত্রের নাম শুনিয়াছেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কি, ইহাতে কি কি বিষয় আছে, কি কারণেই বা দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সকলে অবগত নহেন। দৃশ ধাতু হইতে দর্শন শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে সৃষ্টি ও ঈশ্বর প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হয়।

সংস্কৃত দর্শন সংখ্যায় ছয়খানি। তাহাদিগের নাম সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক। সাংখ্য ও পাতঞ্জলে অল্পমাত্র প্রভেদ। সাংখ্যেরা বলেন, বিচারে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না। (১) পাতঞ্জলেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন। সংখ্যেরা যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন, পাতঞ্জলেরাও তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন।

দর্শনশাস্ত্রগুলি পাঠ করিলে আর্য্যজাতির চিন্তাশীলতা উদ্ভাবনী শক্তি ও তর্কশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি এই জাতির আর্য্য উপাধি লাভের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে।

দর্শনকারদিগের প্রস্থান ভিন্ন ভিন্ন। তাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি উদ্ভাবনী শক্তি ও তর্কশক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিনিয়োজিত হইয়াছে। দুই একটী

(১) ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।

উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই [illegible] সহজে ও সুন্দররূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। বেদান্তীর [illegible] এক ঈশ্বরভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহাদিগের মতে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ঈশ্বরে জগতের ভ্রম জন্মিয়া থাকে। যেমন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি মায়াতে চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম জীব। বেদান্তিদিগের সৃষ্টি প্রকরণ ভিন্ন। একটী শ্রুতি আছে, আত্মা হইতে সূক্ষ্ম আকাশের উৎপত্তি হয় (২) আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী। প্রথমে এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়। ইহাকেই পঞ্চ তন্মাত্র বলে। তাহার পর পঞ্চীকরণ দ্বারা স্থূল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চীকরণ প্রকরণ এই, সূক্ষ্ম আকাশের অর্দ্ধেক অংশ আর বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবীর দুই আনা করিয়া আট আনা লইয়া স্থূল আকাশের উৎপত্তি হয়। ঐরূপ বায়ু জল প্রভৃতির অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশ এবং অপর ভূতগণের দুই আনা করিয়া অংশ লইয়া স্থূল বায়ু ও জলাদি উৎপন্ন হইয়াছে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা ষোড়শ ও সপ্ত পদার্থ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকদিগের ষোড়শ পদার্থের বৈশেষিকদিগের সপ্ত পদার্থে অন্তর্ভাব হয়। অনুমান ইঁহাদিগের প্রধান প্রমাণ। সৃষ্টি দেখিয়া ইঁহারা ঈশ্বরের অনুমান করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মতে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারি প্রমাণ। পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারা সৃষ্টি ও লয় হয়। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু আছে। যখন ঈশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন সেই সকল পরমাণুর সংযোগ হইয়া সেই সেই পদার্থের উৎপত্তি হয়। আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখন সেই সেই পরমাণুর বিশ্লেষ হইয়া সেই সেই পদার্থের লয় হয়। ইহাঁদিগের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয় নিত্য। বৈশেষিকেরা বিশেষ নামে একটী অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করাতে ইহাঁরা বৈশেষিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষই প্রধান। প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী, পুরুষ নির্লেপ। তিনি উদাসীন ভাবে তাহার কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষের অভেদ জ্ঞানের নাম সংসার। উভয়ের ভেদজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। সাংখ্যমতে সুখ-দুঃখ-ভোগ বুদ্ধির হইয়া থাকে। পুরুষে সেই ভোগের আরোপ করা হয়। পুরুষের সেই দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টাই সাংখ্যশা-

(২) তস্মাদেতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।

স্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রের রোগ আরোগ্য রোগ-নিদান ও ঔষধ এই চারিটী প্রতিপাদ্য বিষয়, তেমনি সাংখ্যশাস্ত্রের হেয় হান হেয়হেতু ও হানোপায় এই চারিটী প্রতিপাদ্য বিষয়। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ। এই দুঃখগুলি হেয় শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ পুরুষের ইহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ইহার অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম হান। তাহাই মোক্ষ। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগহেতু যে অবিবেক, তাহাই হেয়হেতু; আর প্রকৃতি পুরুষের যে বিবেকজ্ঞান তাহাই হানোপায়। এইগুলি বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য সাংখ্যশাস্ত্রের সৃষ্টি। সাংখ্য সূত্রগুলির দ্বারা বিস্তারিত ও বিশদরূপে ইহার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

সাংখ্যশাস্ত্র কপিলপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কোন্ সময়ে যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করিবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসাক যে বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ সহিত মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস গ্রন্থ লিখিত আছে যে কাশ্মীরাধিপতি গোনর্দ্দর সময় অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু-পাণ্ডবেরা উৎপন্ন হন। (৩) এক্ষণে কলির ৪৯৬৯ বৎসর অতীত হইয়াছে। এ উভয়ের অন্তর করিলে ৪৩১৬ বৎসর হয়। ইহাই যুধিষ্ঠিরাদির উৎপত্তির সময় অর্থাৎ ৪৩১৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের সভসদ বরাহমিহির বরাহসংহিতা নামে জ্যোতিগ্রন্থে এবং মহাকবি কালিদাস জ্যোতির্বিদাভরণ নামক জ্যোতির্গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে সপ্তর্ষি-মণ্ডল একশত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করে। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল, তদনুসারে জ্যোতির্গণনায় উক্ত বরাহমিহির ও কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভায় যাহা স্থির করেন, তাহার সহিত তৎকালের প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাব্দের কোন বিরোধ ঘটে নাই। সে সময় অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ (৪) রাজতরঙ্গিণীর কালসংখ্যায় ও বরাহমিহিরের গণনায় একশত কয়েক বৎসরের অনৈক্য হইতেছে। কি কারণে এরূপ ইতর বিশেষ হয়,

---

(৩) শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।

(৪) আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ। বরাহসংহিতা, জ্যোতির্বিদাভরণ ও রাজতরঙ্গিণী।

তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। বোধ হয় রাজতরঙ্গিণীর গণনা যুধিষ্ঠিরের জন্ম অবধি ও বরাহমিহিরের গণনা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে আরোহণ অবধি হওয়াতে এরূপ ইতর বিশেষ হইয়া থাকিবে।"

যুধিষ্ঠিরের জন্মকাল এইরূপে যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অপ্রমাণিক বলিয়া বোধ হয় না। যুধিষ্ঠিরের সময়েই ব্যাসদেব ছিলেন। সেই ব্যাস দেবকৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত হইয়াছে, কৃষ্ণ কহিতেছেন "সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ" যাঁহারা জন্মাবধি তত্ত্বার্থ অবগত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে আমি কপিল মুনি। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কপিল ব্যাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সাংখ্যশাস্ত্রের প্রাচীনতার আর একটী প্রমাণ এই, সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা ইহার অত্যন্ত সমাদর করিয়া থাকেন এবং শ্লাঘ্য বোধে স্ব স্ব গ্রন্থে সাংখ্য মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে "কপিলর্ষির্ভগবতঃ সর্ব্বভূতস্য বৈ-দ্বিজ। বিষ্ণোরংশোজগন্মোহনাশায়োর্ব্বীমুপাগতঃ।" ব্রহ্মণ! মহর্ষি কপিল সর্ব্বভূতময় ভগবান বিষ্ণুর অংশ। তিনি জগতের মোহ দূর করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ বিষ্ণুপুরাণের সৃষ্টি প্রকরণে লিখিত হইয়াছে "অব্যক্ত কারণং যৎ তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মং নিত্যং সদসদাত্মকং॥ অক্ষয়ং নান্যদাধারমমেয়ং মজরং ধ্রুবং শব্দস্পর্শবিহীনং তৎ রূপাদিভিরসংহতং। ত্রিগুণং তৎ জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ং। তেনাগ্রে সর্ব্বমেবাসীৎ ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু। ইত্যাদি।

মহর্ষিরা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত কারণ ও প্রধান বলিয়া থাকেন। ইহা সূক্ষ্ম নিত্য ও সদসদাত্মক। অর্থাৎ কার্য্য কারণ শক্তি সম্পন্ন। এই প্রকৃতি অক্ষয় অনন্যাশ্রয়, ইয়ত্তাশূন্য, অজর, নিশ্চল, শব্দ ও স্পর্শপরিশূন্য এবং রূপাদিরহিত। ইহা ত্রিগুণাত্মক। ইহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অনাদি নিত্য প্রলয়কালে সমুদায় সৃষ্ট বস্তু ইহাতে লীন হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীত প্রলয়কালে সমুদায় সৃষ্ট বস্তু এই প্রকৃতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ভাগবতে লিখিত হইয়াছে "পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং। প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ং।" সিদ্ধপুরুষদিগের শ্রেষ্ঠ কপিল মুনি কালক্রমে বিনষ্ট সাংখ্যতত্ত্ব নির্ণয় আসুরিকে বলিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে আছে "সাংখ্যং সংখ্যা প্রকল্পাদ্ধি কপিলাদিভিরুচ্যতে।" সাংখ্যশাস্ত্র

সংখ্যাত্মক, অর্থাৎ ইহাতে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব আছে। কপিলাদি এই সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব গ্রন্থে আছে, দেবগণ তারকাসুরকর্তৃক উপদ্রুত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়া এই বলিয়া স্তব করিতেছেন "ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীং। তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ।" পণ্ডিতেরা তোমাকে পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি বলিয়া মানেন। উদাসীনভাবে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য দর্শন করেন যে পুরুষ, সেই পুরুষ বলিয়াও তোমাকে পণ্ডিতেরা জানেন। মহাকবি মাঘ একটী কবিতাতে লিখিয়াছেন "বিজয়স্ত্বয়ি সেনায়াঃ সাক্ষিমাত্রেঽপদিশ্যতাং। ফলভাজি সমীক্ষ্যোক্তে বুদ্ধের্ভোগইবাত্মনি।" বলরাম কৃষ্ণকে কহিতেছেন, তুমি শিশুপালবধার্থ সৈন্য প্রেরণ কর। সেনাগণ যে জয় করিবে, তাহা তোমাতে আরোপিত অর্থাৎ তুমি তাহার ফলভাগী হইবে। তুমি সাক্ষিমাত্র থাকিবে। যেমন সাংখ্যশাস্ত্রে বুদ্ধির সুখদুঃখাদি-ভোগ হয়, তাহার সাক্ষিমাত্র পুরুষ তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন।

ফলতঃ ঋগ্বেদ যেমন বেদের প্রথম, সাংখ্যদর্শন তেমনি সকল দর্শন শাস্ত্রের প্রথম। সাংখ্য অন্য অন্য দর্শনের কেবল প্রথম নয়, অন্য অন্য দর্শনেরও পথপ্রদর্শক। অন্য অন্য দর্শনকারেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু বোধ হয় সাংখ্য যেন সকলের আদর্শ।

প্রকৃতি মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা আছে বলিয়া কপিলপ্রণীত দর্শন শাস্ত্রের নাম সাংখ্য (৫)।

উপরে বলা হইয়াছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় সাংখ্যশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ। যথা হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায়। হেয় শব্দে দুঃখ, হান দুঃখনিবৃত্তি হেয়হেতু দুঃখের কারণ, হানোপায় দুঃখনিবৃত্তির উপায়। সূত্রকার প্রথমে দুঃখের স্বরূপনিরূপণ করিয়া তন্নিবৃত্তিকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১॥

শিষ্টদিগের আচার আছে, তাঁহারা গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। অথ শব্দ এস্থলে মঙ্গলবাচক (৬)। অথ শব্দ উচ্চারণ করিলেই

(৫) সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যং প্রকীর্ত্তিতং॥ ভারত।

(৬) ওঁকারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ।

মঙ্গল হয়। এখানে অথশব্দের অর্থ অধিকার। এই গ্রন্থের আরম্ভ ও উপসংহার উভয় স্থলেই পুরুষার্থের উল্লেখ আছে, অতএব পুরুষার্থনির্ণয়ে গ্রন্থের অধিকার, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম অত্যন্ত পুরুষার্থ।

অত্যন্ত নিবৃত্তি শব্দের অর্থ এই, স্থূল সূক্ষ্ম সাধারণো নিঃশেষরূপে দুঃখের নিবৃত্তি। পুরুষার্থ অনেক প্রকার আছে, সে সকল না বুঝাইয়া পরম পুরুষার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত পুরুষার্থের অত্যন্ত এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। অত্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। অত্মন্ শব্দে শরীর ও মন উভয় বুঝায়। আধ্যাত্মিক দুঃখ শারীর ও মানস উভয় প্রকার। পীড়াদি হইতে শরীরের যে কষ্ট হয়, সেই শারীর দুঃখ। ভূতশব্দের অর্থ প্রাণী, ব্যাঘ্র চোরাদি হইতে যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিভৌতিক বলে। দেবরূপ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি হইতে জাত দাহশীতাদি দুঃখের নাম আধিদৈবিক।

সাংখ্য মতে পুরুষ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, তাঁহার সুখ দুঃখাদি নাই, বুদ্ধির সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়। স্ফটিকে জবারাগের ন্যায় পুরুষে সুখদুঃখাদির প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্বিত দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

অতীত দুঃখ স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার আর নিবৃত্তিসম্ভাবনা নাই, বর্ত্তমান দুঃখও দ্বিক্ষণস্থায়ী হয় না, সুতরাং তাহারও নিবৃত্তিচেষ্টা অসম্ভাবিত। অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবৃত্তিই দুঃখনিবৃত্তি শব্দের অভিপ্রেত।

প্রথম সূত্রে বলা হইল, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম মুক্তি। সে দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি? তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র উপায়, তদ্ভিন্ন অন্য যে সমস্ত উপায় উপায় বলিয়া আশঙ্কিত হয়, সেগুলি প্রকৃত উপায় নহে। বোধ কর শারীরিক পীড়া হইলে বৈদ্যেরা চিকিৎসা করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে পারেন। মানসিক পীড়া উপস্থিত হইলে মনোজ্ঞ স্ত্রী ও পান ভোজনাদি দ্বারা তাহার শান্তি হয়। রক্ষিপুরুষাদি নিয়োগাদি দ্বারা চোর ও ব্যাঘ্রাদির উপদ্রবের নিবৃত্তি হয় এবং শৈত্যোপচার ও বহ্নিসেবনাদি দ্বারা দাহশীতাদির নিবারণ হইয়া থাকে।

কিন্তু সূত্রকারের মতে এগুলি ঐ ত্রিবিধ দুঃখনিবারণের প্রকৃত উপায় নয়, ওতৎ উপায় দ্বারা দুঃখের চিরনিবৃত্ত হয় না; তাহারই নির্দ্দেশার্থ কপিলদেব দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ। ২ ॥

দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক উপায় ধনাদি হইতে তাহার অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তির সিদ্ধি হয় না। যে হেতু নিবৃত্তি হইলেও সেই দুঃখের অনুবৃত্তি অর্থাৎ পুনরাগমন হইতে দেখা যায়।

লৌকিক উপায় যে ধনসাধ্য চিকিৎসাদি, তাহা হইতে উল্লিখিত ত্রিবিধ দুঃখের চিরনিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, নিবৃত্তি হইলেও সেই দুঃখের অনুবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ কর পীড়া হইল, অর্থব্যয় করিয়া তাহার চিকিৎসা করাইলাম, আপাততঃ তাহার শান্তি হইল বটে, কিন্তু সে পীড়া যে আর হইবে না, তাহার স্থিরতা নাই। সেই পীড়া পুনঃ পুনঃ হইতে পারে। অতএব অর্থ ও অর্থসাধ্য চিকিৎসাদি যে চিরদুঃখনিবৃত্তির উপায় নয়, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

ধন হইতে যদি দুঃখ নিবৃত্তি না হইল, উহা যদি পুরুষার্থ না হইল, তবে লোকের ধনাদির অর্জ্জনে প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং। ৩ ॥

প্রতিদিবসের ক্ষুধাজনিত কষ্টের প্রতীকারের ন্যায় ধনদ্বারা দুঃখের ক্ষণিক প্রতীকার চেষ্টা হয়; অতএব তাহা পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

যেমন প্রতিদিন আহার করা যাইতেছে, প্রতিদিন ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে, এক দিন আহার করিলে চিরকালের মত ক্ষুধার শান্তি হয় না, সেইরূপ ধনাদি দ্বারা দুঃখের যে শান্তি করা যায়, তাহা ক্ষণিকমাত্র। দুঃখের সেই প্রতীকার চেষ্টাকে পুরুষার্থ বলে। যখন উহা পুরুষার্থ হইল, তখন লোকের ধনার্জ্জনে প্রবৃত্তি না জন্মিবে কেন? তবে ধন দ্বারা দুঃখের যে প্রতীকার হয়, তাহা ক্ষণিক বলিয়া সে পুরুষার্থ পরমপুরুষার্থ নহে, তাহা নিকৃষ্ট পুরুষার্থ। ধন দ্বারা দুঃখশান্তি যে কিরূপ ক্ষণিক, ভাষ্যকার তাহার

একটী উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন হস্তির সর্ব্বদা গাত্রদাহ হয়। তাহারা জ্বালায় অস্থির হইয়া জলে গিয়া পতিত হইয়া থাকে। সেই তাপশান্তি ক্ষণকালের জন্য হয় বটে, কিন্তু জল হইতে উত্থিত হইলে যে তাপ সেই তাপই প্রবল হয়; ধনাদি দ্বারা জীবের দুঃখশান্তিও সেইরূপ ক্ষণিক।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট পুরুষার্থকে যে কারণে হেয়জ্ঞান করেন, চতুর্থ সূত্র দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি সত্ত্বাসম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ। ৪॥

সকল দুঃখের ধনাদি দ্বারা প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই, সম্ভব হইলেও ধনার্জ্জনাদিকালে সাত্ত্বিকভাবের অভাব হয়, অর্থাৎ প্রতিগ্রহাদি ঘটিত পাপাদি জনিত দুঃখ জন্মিয়া থাকে। এই হেতু প্রমাণকুশল অর্থাৎ সুখদুঃখবিবেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট পুরুষার্থকে দুঃখ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন।

এ স্থলে প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন, দুঃখপ্রতীকারের যত প্রকার লৌকিক উপায় আছে, সেই সেই উপায় দ্বারা যে সকল বিষয় সাধিত হয়, সে সমুদয়েরই যে দুঃখ সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রমাণ নাই। বোধ কর স্বর্গ লৌকিক উপায় পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা লব্ধ হয়। সে স্বর্গের ফল সুখ, তাহাতে কোন প্রকার দুঃখসম্পর্ক নাই। শাস্ত্রকারেরা স্বর্গের এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন।

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদং॥

যাহাতে দুঃখ সম্পর্ক নাই, উত্তর কালেও যাহাতে দুঃখ সম্পর্ক হইবার সম্ভাবনা নাই, যে বাঞ্ছা কর, তাহা পূর্ণ হয়; সেই সুখময় স্থানের নাম স্বর্গ।

প্রতিবাদী এইরূপ যে আপত্তি করেন, সূত্রকার তাহার খণ্ডনার্থ কহিতেছেন।

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ। ৫॥

স্বর্গাদি অপেক্ষা মোক্ষের উৎকর্ষহেতুক প্রতিবাদীর আপত্তি যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। মোক্ষের সর্ব্বোৎকর্ষ শ্রুতি আছে।

পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা লব্ধ যে স্বর্গ ও রাজ্যাদি তাহার অপেক্ষা মোক্ষই শ্রেষ্ঠ। কারণ, রাজ্যাদিতে দুঃখসম্বন্ধ আছে এবং স্বর্গসুখ ভোগাবসান, নিত্য নয়। পক্ষান্তরে, মোক্ষ নিত্য সুখময়। মোক্ষ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার জ্ঞাপক শ্রুতি আছে।

ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি।
অশরীরং বা বসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ॥

শরীরী ব্যক্তির সতত প্রিয় ও অপ্রিয় পদার্থের সহিত সম্পর্ক হয়, তাহার ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু অশরীরী মুক্ত ব্যক্তিকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না। অতএব মোক্ষই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে সংশয় রহিতেছে না।

যদি বল লৌকিক উপায় দ্বারা চিরদুঃখনিবৃত্তি না হউক, বৈদিক কার্য্য যাগাদির অনুষ্ঠান জন্য সদ্গতি হইয়া চিরদুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে। এ পক্ষেও সূত্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন।

অবিশেষশ্চোভয়োঃ। ৬॥

লৌকিক ও বৈদিক উভয় উপায়েই বিশেষ নাই।

লৌকিক ও বৈদিক উভয় উপায়ের অন্যতর কোন উপায়ই অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির কারণ নয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ আর্য্যাচ্ছন্দে সাংখ্যমত সংগ্রহ করিয়া তত্ত্বকৌমুদী নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে:—

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।

অনুশ্রব শব্দের অর্থ এই, গুরুর নিকট হইতে যাহা শুনা যায়। অনুশ্রব শব্দের অর্থ বেদ। আনুশ্রবিক শব্দের অর্থ বৈদিক। লৌকিক উপায়ের ন্যায় বৈদিক উপায়েও হিংসাদি, ক্ষয় ও ফলাতিশয্য দোষ সম্বন্ধ আছে। যথা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে গেলে পশুহিংসা করিতে হয়। জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠানে যে স্বর্গ হয়, তাহার ক্ষয় আছে, অর্থাৎ তাহা চিরস্থায়ী নয়। বাজপেয়াদি যাগের অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্তিরূপ ফলাধিক্যের বর্ণন আছে

এইরূপ লৌকিক ও বৈদিক উভয় উপায়ে দোষ প্রদর্শন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানকেই চিরদুঃখনিবৃত্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা সূত্রকারের অভিপ্রায়। যদি বল যজ্ঞে যে পশু বধকরা হয়, তাহাতে হিংসা দোষরূপ প্রত্যবায় ঘটে না, সূত্রকার এ কথা স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে হিংসা বৈধই হউক বা অবৈধই হউক তাহাতে প্রত্যবায় জন্মিয়া থাকে। তবে গৌণ মুখ্য ভেদে যে কিছু ইতরবিশেষ

আছে এইমাত্র। বৈধ হিংসায় যে দোষ হয়, তাহা অল্প, আর অবৈধ হিংসায় যে দোষ হয় তাহা অধিক। বৈধ হিংসায় যে দোষ হয়, তাহার একটী উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তিনি সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যে জ্ঞাতিবধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রত্যবায় জন্মিয়াছিল, তাহার পরিহারের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। যখন যুধিষ্ঠির স্বধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াও প্রত্যবায়ভাগী হইলেন, তখন বৈধ হিংসায় যে প্রত্যবায় হয় না তাহা প্রমাণ হইতেছে না। বৈধ হিংসায় প্রত্যবায় ঘটে না যদি একথা বলা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে। যথাঃ—

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরিতি, তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

যাগাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সন্তানোৎপাদন, ও ধনদানাদি দ্বারা কেহ মোক্ষ পায় নাই। তাঁহাকে জানিয়া জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞানভিন্ন তাঁহাকে পাইবার অন্য পথ নাই, তবে যে সোমপানাদি করিলে মোক্ষ লাভ হয় বলিয়া বর্ণন আছে, তাহা গৌণমাত্র।

উপরে প্রমাণ করা হইল, কি লৌকিক কি বৈদিক, ইহার অন্যতর কোন উপায়ই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ সাধনে সমর্থ নহে, তবে পুরুষের তাপত্রয়ের উন্মূলনের উপায় কি? একমাত্র বিবেকই উপায়। সেই বিবেক দুঃখের হেতু যে অবিবেক তাহার উচ্ছেদ না করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সূত্রকার ক্রমে এই বিচার আরম্ভ করেছেন। এই বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই স্থির করা হইতেছে, পুরুষের উল্লিখিত দুঃখত্রয় স্বাভাবিক, নৈমিত্তিক অথবা ঔপাধিক। পুরুষের দুঃখত্রয় যে স্বাভাবিক নয়, তাহা নিম্নলিখিত কটী সূত্র দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

ন স্বভাবতোবদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ। ৭ ॥

এস্থলে বদ্ধ শব্দের অর্থ দুঃখযোগ। স্বভাবতঃ দুঃখান্বিত পুরুষের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সাধনের উপদেশ দেওয়া ঘটে না।

দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম মোক্ষ দুঃখ যোগের নাম বন্ধ। পুরুষের দুঃখবন্ধ স্বাভাবিক, এই সিদ্ধান্ত করিলে সেই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত হয় না। যে দুঃখ স্বাভাবিক হয়, তাহার অপগম বা বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। অগ্নির উষ্ণতা ধর্ম্ম স্বাভাবিক।

অগ্নি বর্ত্তমান থাকিবে, অথচ তাহার উষ্ণতা দূরগত হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। অগ্নি যত দিন থাকিবে, তাহার উষ্ণতাও তত দিন থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক শব্দের অর্থ। পুরুষের দুঃখ যদি স্বাভাবিক হয়, কোন কালে তাহার নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া বিফল হয়। ঈশ্বরগীতায় আছে।

যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছোবিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ।

নহি তস্য ভবেন্মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি॥

আত্মা যদি স্বভাবতঃ মলিন, অবিশুদ্ধ ও বিকারবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে শত শত জন্মেও তাঁহার মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে পুরুষের দুঃখ হইতে বাস্তবিকমুক্তি লাভ হয়, তখন এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, পুরুষের দুঃখ স্বাভাবিক নয়। দুঃখ স্বাভাবিক হইলে পুরুষ কখনই তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতেন না।

সূত্রান্তর দ্বারা উপরিলিখিত অর্থ দৃঢ়ীভূত করা হইতেছে।

স্বভাবস্যানপায়িত্বাদননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যং। ৮॥

স্বভাব অনপায়ী অর্থাৎ তাহার বিনাশ হয় না। অতএব তাহার বিনাশ সাধনের উপদেশের অননুষ্ঠান যে স্বতঃসিদ্ধ, তাহার প্রমাণের অপেক্ষা নাই।

যদি বল শ্রুতি তৎসাধনের অনুষ্ঠানের প্রমাণ, তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ। ৯॥

অশক্য বিষয়ের উপদেশ বিধি ঘটে না, উপদেশ দিলেও তাহা অনুপদেশতুল্য।

ইহার স্পষ্ট অর্থ এই, যে ফল সাধ্যায়ত্ত নয়, তৎসাধনের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত হয় না। উপদেশ দিলেও সে উপদেশ উপদেশের কার্য্যকারী নয়, তাহাতে কোন ফল হয় না।

এস্থলে এই আশঙ্কা করা হইতেছে।

শুক্লপটবৎ বীজবচ্চ। ১০॥

শুক্ল বস্ত্রের ন্যায় ও বীজের ন্যায় পুরুষের স্বাভাবিক দুঃখবন্ধের উচ্ছেদ সম্ভাবনা আছে।

ইহার বিবদ অর্থ এই, শুক্ল বস্ত্রের শুক্লতা স্বাভাবিক হইলেও যদি ঐ বস্ত্রকে নীল পীতাদি বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করা যায়, তাহার যেমন শুক্লতা বিনষ্ট হয় এবং যে বীজের অঙ্কুর জননের শক্তি আছে, অগ্নি দ্বারা তাহাকে ভর্জ্জিত করিলে তাহার সেই শক্তি যেমন বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ পুরুষের দুঃখ-যোগ স্বাভাবিক হইলেও তন্নিবৃত্তি সাধনের উপদেশ দ্বারা তাহার বিনাশের সম্ভাবনা আছে।

এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা ইহার সমাধান করিতেছেন।

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ। ১১ ॥

উক্ত দুটী দৃষ্টান্তে শক্তির উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি হেতুক অশক্য যে স্বাভাবিক বিষয়ের বিনাশ, তন্নিমিত্ত উপদেশ সম্ভবে না।

উপরে শুক্লপট ও বীজের যে দুটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, তাহাতে শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় এই মাত্র, কিন্তু স্বাভাবিক শক্তির বিনাশ হয় না। বোধ কর শুক্ল বস্ত্রে রাঙ্গা রং মাখান হইল, তাহা যদি উঠাইয়া ফেলা যায়, বস্ত্রের সেই স্বাভাবিক শুক্লবর্ণ আবার প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব কারণে দুঃখের এককালে নিবৃত্তি হয় না। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, দুঃখের তিরোভাবকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলা যায় না। অতএব এই স্থির হইতেছে, পুরুষের দুঃখ যদি স্বাভাবিক হয়, কোনক্রমে তাহার উন্মূলন হয় না। যাহার উন্মূলন সাধ্যায়ত্ত নয়, সেই আশক্যবিষয়ের উপদেশ দেওয়া সম্ভবে না। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইল যে, পুরুষের দুঃখ স্বাভাবিক নয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্র দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইল, পুরুষের তাপত্রয় স্বাভাবিক নয়, এক্ষণে কয়েকটী সূত্র দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে ঐ দুঃখত্রয় নৈমিত্তিক নয়।

ন কালযোগতোব্যাপিনোনিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ। ১২ ॥

কালযোগে পুরুষের দুঃখভোগ হয় না। কারণ, কাল ব্যাপী ও নিত্য, সকল পুরুষের সহিত তাহার সমান সম্বন্ধ আছে।

কালিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখভোগ হয়, অর্থাৎ পুরুষের দুঃখ ভোগের প্রতি কাল নিমিত্ত কারণ, এ কথা বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, এই কাল

নিত্য ও ব্যাপক, মুক্তামুক্ত সকল পুরুষেই ইহার সম্বন্ধ আছে। অতএব পুরুষের কালিক সম্বন্ধে দুঃখ ভোগ হয়, এ সিদ্ধান্ত করিতে গেলে অমুক্ত পুরুষের ন্যায় মুক্ত পুরুষেরও দুঃখসম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে; কিন্তু মুক্ত পুরুষের বাস্তবিক দুঃখ ভোগ হয় না।

ভাল, কালিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ যেন না হইল, দৈশিক সম্বন্ধে দুঃখ ভোগ হয় এই কথা বলিব, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রান্তরের আরম্ভ করা হইতেছে।

নদেশযোগতোপ্যস্মাৎ। ১৩ ॥

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত কারণে দৈশিক সম্বন্ধেও পুরুষের দুঃখ ভোগ হয় না।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে কালিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ হয় এ কথা বলিলে যেমন মুক্তামুক্ত উভয় পুরুষেই দুঃখসম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে, তেমনি দৈশিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ হয় বলিলে সেই দোষ ঘটনা হয়, অর্থাৎ মুক্তামুক্ত উভয় পুরুষেই দুঃখসম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে। যথা--কাল নিত্য ও ব্যাপক। কাল যদি নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী হইল, আমি দুঃখবদ্ধ আমার উপরে কালের যেমন প্রভাব আছে, দুঃখমুক্ত ব্যক্তির উপরেও সেইরূপ প্রভাব আছে। দুঃখবদ্ধ ও দুঃখমুক্ত উভয় পুরুষের উপরে কালের যদি তুল্য প্রভাব হইল, তাহা হইলে কাশীস্থ ব্যক্তি দুঃখমুক্ত হইলেও কালসম্বন্ধে তাহারও দুঃখ সম্বন্ধের আপত্তি হইয়া উঠে। দৈশিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ স্বীকার করিলেও ঐরূপ আপত্তি হয়। আমি দুঃখবদ্ধ, আমি যেমন ভারতবাসী, দুঃখমুক্ত কাশীস্থ ব্যক্তিও সেইরূপ ভারতবাসী। দৈশিক সম্বন্ধে দুঃখ ভোগ হয় এ কথা বলিলে কাশীস্থ ব্যক্তি দুঃখমুক্ত হইয়াও দুঃখমুক্ত হইলেন না। এই দুস্তর আপত্তি উপস্থিত হয় বলিয়া দৈশিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখভোগ হয় এ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইতেছে না।

যদি বল কাল বা দেশ নিমিত্ত পুরুষের দুঃখ যেন না হইল, অবস্থানিবন্ধন দুঃখভোগ হয় এই কথা বলিব, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার খণ্ডনার্থ সূত্রান্তরের অবতারণা করা হইতেছে।

নাবস্থতোদেহধর্ম্মত্বাৎ তস্যাঃ। ১৪ ॥

অবস্থা হেতুক পুরুষের দুঃখভোগ হয় না। কারণ, অবস্থা দেহের ধর্ম্ম।

অবস্থা পুরুষের ধর্ম্ম নয় দেহের ধর্ম্ম, দেহ অচেতন, অচেতন যে দেহ তাহার ধর্ম্ম সচেতন পুরুষের দুঃখের কারণ হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে

পারে না। কারণ, একের ধর্ম্ম অন্যের দুঃখবন্ধের কারণ হয়, এ কথা বলিলে দুঃখমুক্ত পুরুষের দুঃখসম্বন্ধ ঘটনারূপ পূর্ব্বোল্লিখিত দুস্তর আপত্তি উপস্থিত হয়।

অবস্থা যে পুরুষের দুঃখের কারণ নয়, তাহার বাধক কি, এক্ষণে সূত্রকার তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

অসঙ্গোঽয়ং পুরুষইতি। ১৫ ॥

ইতি শব্দের অর্থ হেতু। যে হেতু এই পুরুষ অসঙ্গ অর্থাৎ নির্লেপ।

পুরুষ যখন নির্লেপ হইলেন, তখন অবস্থা নিবন্ধন তাঁহার দুঃখ সম্পর্ক ঘটিতে পারে না, অবস্থা দেহের ধর্ম্ম।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইল দেশ, কাল, অবস্থা পুরুষের দুঃখের কারণ নয়। ভাল এগুলি কারণ না হউক, শুভাশুভ কর্ম্ম নিবন্ধন পুরুষের সুখ দুঃখ ভোগ হয় এই কথা বলিব, সূত্রকার প্রতিবাদীর এই আপত্তি নিম্নলিখিত সূত্রদ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন।

ন কর্ম্মণা অনাত্মধর্ম্মত্বাৎ অতিপ্রসক্তেশ্চ। ১৬ ॥

বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারাও পুরুষের দুঃখবন্ধ হয় না। যে হেতুক কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নয়। অতি প্রসক্তি দোষও ঘটিয়া উঠে।

উপরে বলা হইয়াছে পুরুষ নির্লেপ ও নিষ্ক্রিয়, কর্ম্ম তাঁহার ধর্ম্ম নয় একের ধর্ম্ম অন্যের দুঃখবন্ধের কারণ হইতে পারে না। একের ধর্ম্ম অন্যের দুঃখবন্ধের কারণ হয় এ কথা স্বীকার করিলে মুক্ত পুরুষেও দুঃখবন্ধের আপত্তি ঘটিয়া উঠে। যদি বল ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ দুঃখ বন্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিলে অমুক্ত পুরুষের দুঃখ যোগ দ্বারা মুক্ত পুরুষের দুঃখ বন্ধ রূপ আপত্তি হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় আর একটী হেতুর নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সে হেতু অতিপ্রসক্তি প্রলয়াদিতেও দুঃখ যোগরূপ বন্ধের আপত্তি হয়।

যদি বল দুঃখ চিত্তের ধর্ম্ম, চিত্তেরই দুঃখ ভোগ হয়, পুরুষের দুঃখ কল্পনার প্রয়োজন কি, তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে। ১৭ ॥

দুঃখকে অন্য অর্থাৎ চিত্তমাত্রের ধর্ম্ম বলিলে বিচিত্র ভোগের অনুপপত্তি হয়।

দুঃখ কেবল মনের ধর্ম্ম, পুরুষের ধর্ম্ম নয়, যদি এ কথা বল, তাহা হইলে

ইনি সুখভোক্তা, ইনি দুঃখভোক্তা ইত্যাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ভোগের কথা যে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা উপপন্ন হয় না। এই বিচিত্র ভোগের উপপত্তির নিমিত্ত পুরুষের সুখদুঃখাদি ভোগ হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

প্রকৃতি যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগের নিমিত্ত কারণ নয়, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেন্ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যাৎ। ১৮ ॥

প্রকৃতি নিমিত্ত পুরুষের দুঃখ ভোগ হয়, যদি এ কথা বল, তাহা নয়। কারণ প্রকৃতিরও পরাধীনতা আছে।

পুরুষের দুঃখভোগের প্রতি প্রকৃতি নিমিত্ত কারণ নয়। যে হেতুক প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্যকারী হয় না। পুরুষের সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে প্রকৃতি পুরুষের দুঃখের কারণ হইতে পারে না। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে পুরুষের দুঃখ প্রকৃতি-নিমিত্ত বা অন্য-নিমিত্ত নহে। তবেই স্থির হইল পুরুষের দুঃখ নৈমিত্তিক নয়। উহা যে স্বাভাবিক নয় তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উহা ঔপাধিক মাত্র। প্রকৃতির সংযোগই সেই উপাধি। যেমন অগ্নি সংযোগে জলের উষ্ণতা হয়, তেমনি প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তই নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে।১৯॥

নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্তস্বভাব পুরুষের তাহার অর্থাৎ দুঃখের যোগ তাহার অর্থাৎ প্রকৃতির যোগ ব্যতিরেকে হয় না।

পুরুষ সদা পাপপুণ্যশূন্য, চিদ্রূপ ও পারমার্থিক-দুঃখ-সম্পর্ক-রহিত। তাঁহার বাস্তবিক পারমার্থিক দুঃখ ভোগ হয় না। যে দুঃখ ভোগ হয়, তাহা ঔপাধিক মাত্র। সেই ঔপাধিক দুঃখ প্রতিবিম্বস্বরূপ। প্রকৃতির সংযোগ ব্যতিরেকে সেই প্রতিবিম্বরূপ ঔপাধিক দুঃখ ভোগ সম্ভাবিত নহে। যেমন স্ফটিক স্বচ্ছ পদার্থ, জবাপুষ্পের সংযোগ হইলে তাহার বর্ণ রক্ত হয়, আবার সেই জবা অপসারিত হইলে যে স্বচ্ছ স্ফটিক, সেই স্বচ্ছস্ফটিকই থাকে সেইরূপ প্রকৃতি সংযোগ হইলেই পুরুষের সুখ দুঃখের অভিমান জন্মে, আবার প্রকৃতি অপসারিত হইলে যে দুঃখনির্লিপ্ত পুরুষ সেই দুঃখমুক্ত নির্লিপ্ত পুরুষই থাকেন।

নাস্তিকেরা পুরুষের দুঃখযোগের যে সমস্ত হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, সূত্রকার ক্রমে তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। প্রথমে ক্ষণিকবিজ্ঞানাত্মবাদী বৌদ্ধ বিশেষের মত খণ্ডন করা হইতেছে। উহারা বলে প্রকৃত্যাদি অন্য বাহ্য বস্তু নহে, অতএব প্রকৃতিযোগে পুরুষের দুঃখ হওয়া সম্ভাবিত নয়, কেবল অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন দুঃখবন্ধ হইবার সম্ভাবনা। সূত্রকার এই মতের নিম্নলিখিত রূপে খণ্ডন করিতেছেন।

নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ। ২০॥

অপিশব্দে কালাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। কালাদির ন্যায় অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান হইতেও পুরুষের দুঃখরূপ বন্ধ যোগ হয় না। অবিদ্যা বস্তু অর্থাৎ পদার্থ নহে। যাহা পদার্থ নয়। তদ্দ্বারা অপরের বন্ধন হইবার সম্ভাবনা নাই। কে কোথায় স্বপ্নদৃষ্ট রজ্জু দ্বারা অপরকে বদ্ধ হইতে দেখিয়াছেন।

অবিদ্যাকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে যে দোষ ঘটে, তাহা বলা হইতেছে।

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ। ২১॥

অবিদ্যাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তহানি হয়।

অর্থাৎ তুমি স্বয়ং অবিদ্যাকে পদার্থ নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ, এখন আবার পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব তোমার নিজকৃত সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে।

অবিদ্যাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে অপর যে দোষ ঘটে, তাহাও বলা হইতেছে।

বিজাতীয় দ্বৈতের আপত্তি হয়।

বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ। ২২॥

ক্ষণিকবিজ্ঞানাত্মবাদীদিগের মতে ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তু নাই, কিন্তু যদি অবিদ্যাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকাররূপ দ্বৈতাপত্তি দোষ ঘটিয়া উঠে। অর্থাৎ আত্মা একবস্তু আছেন, আবার অবিদ্যারূপ আর একটী বস্তু স্বীকার করা হইল। যাহাদিগের মতে একটি বই বস্তু নাই, দুটি বস্তু স্বীকার তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধ। এই যে দ্বৈতের আপত্তি হইতেছে, ইহা বিজাতীয় দ্বৈত, অর্থাৎ

আত্মা যে জাতীয় বস্তু অবিদ্যা তজ্জাতীয় নহে। এই নিমিত্ত বিজাতীয় বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

এস্থলে এই আশঙ্কা করা হইতেছে।

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ। ২৩ ॥

ভাল এই কথা বলিব অবিদ্যা বস্তু ও অবস্তু উভয় স্বরূপ, অর্থাৎ সদসদাত্মক, তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি দোষ ঘটিবার শঙ্কা নাই। ইহার উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন তাদৃক্পদার্থাপ্রতীতেঃ। ২৪ ॥

এরূপ হইতে পারে না। কারণ, সে প্রকার পদার্থ প্রতীতি হয় না।

এমন কোন পদার্থ নাই যে তাহা বস্তু ও অবস্তু উভয়স্বরূপ, অর্থাৎ সদসদাত্মক এই বিরুদ্ধ-গুণ-বিশিষ্ট হয়।

পুনরায় আশঙ্কা করা হইতেছে।

ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবৎ। ২৫ ॥

বৈশেষিকাদির ন্যায় আমরা ষট্ ষোড়শাদি পদার্থবাদী নহি।

বৈশেষিকাদি আস্তিকদিগের মতে যেমন কতকগুলি পদার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে, আমাদিগের মতে সেরূপ নাই। অতএব সদসদাত্মক পদার্থ থাকা আমাদিগের মতে অসম্ভাবিত নয়; অবিদ্যা সেই পদার্থ।

সূত্রকার প্রতিবাদীর এই আশঙ্কার নিম্নলিখিতরূপে পরিহার করিতেছেন।

অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা বালকোন্মত্তাদিসমত্বং। ২৬ ॥

পদার্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকুক, কিন্তু এমন কোন পদার্থ হইতে পারে না যাহা যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। যুক্তিবিরুদ্ধ পদার্থের স্বীকার বালক ও উন্মত্তাদির বাক্যের তুল্য হইয়া উঠে।

আরো কতকগুলি নাস্তিক আছে তাহারা বলে ক্ষণিক যে সকল বাহ্য বিষয় আছে, তাহার বাসনায় জীবের দুঃখবন্ধ হয়। সূত্রকার সে মতকেও দূষিতেছেন।

নাহনাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোহপ্যস্য। ২৭ ॥

অনাদি বিষয় বাসনা নিবন্ধনও জীবের দুঃখবন্ধ সম্ভাবিত নয়। তাহার কারণ এই:—

ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোপি
দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব। ২৮ ॥

স্রুঘ্নস্থ ও পাটলিপুত্রস্থের ন্যায় ব্যবধান হেতু বাহ্য ও অন্তরস্থ পদার্থের উপরজ্য উপরঞ্জক ভাব হয় না।

উক্ত নাস্তিকদিগের মতে আত্মা দেহের অভ্যন্তরস্থ, তাহার বাহ্য বিষয়ের সহিত উপরজ্য উপরঞ্জক ভাব সম্ভবে না, অর্থাৎ অন্তরস্থ আত্মা বাহ্য বিষয়ের বাসনায় উপরক্ত হয় না। কারণ, উভয়ের মধ্যে স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্রস্থের ন্যায় ব্যবধান আছে। যদি অভ্যন্তরস্থ আত্মার বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযোগ থাকিত, তাহা হইলে বিষয়বাসনা দ্বারা আত্মার উপরক্তভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল, যেমন মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গের যোগে বস্ত্রের কিম্বা জবা পুষ্পের যোগে স্ফটিকের উপরজ্য উপরঞ্জক ভাব হয়। কিন্তু অন্তরস্থ আত্মার বাহ্য বিষয়ের সহিত যোগ হয় না; সুতরাং বাহ্য বিষয়বাসনা দ্বারা অন্তরস্থ আত্মার দুঃখবন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্র দুটি দেশ। ইহারা পরস্পর দূরবর্ত্তী।

উপরে বলা হইল আত্মা অভ্যন্তরস্থ ও বিষয় বহিস্থ, ব্যবহিত এক পদার্থ দ্বারা অপর পদার্থের উপরক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। উভয় পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত না হইলে উপরজ্য উপরঞ্জক ভাব হয় না। ইহার উত্তরে নাস্তিকেরা যদি এরূপ আপত্তি করে যে ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আত্মারও বিষয়-সন্নিকর্ষ হইয়া উপরক্ত ভাব হইয়া থাকে।

সূত্রকার তৎখণ্ডনার্থ উনত্রিংশ সূত্রের আরম্ভ করিতেছেন।

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগান্ন ব্যবস্থা। ২৯ ॥

দুয়ের অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্তের এক বিষয়ে সংযোগ হেতু বন্ধ ও মোক্ষ উভয়বিধ ব্যবস্থা হয় না।

ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আত্মারও বিষয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সংযোগ হয়, যদি এ কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দুঃখমুক্ত আত্মারও দুঃখবন্ধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কারণ, দুঃখমুক্ত ও দুঃখবদ্ধ উভয় আত্মারই এক বিষয়ের সহিত সংযোগ হইয়া থাকে। অতএব উভয় আত্মারই তুল্যরূপে

দুঃখবদ্ধ হইবার কথা; ফলতঃ এক বিষয়যোগে একের বন্ধ ও অপরের মোক্ষ এই উভয়বিধ ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে না।

অদৃষ্টবশাচ্চেৎ। ৩০ ॥

অদৃষ্ট বশে হয় যদি এ কথা বলি।

বদ্ধ ও মুক্ত উভয় আত্মার একবিষয় সংযোগের তুল্যতা থাকিলেও অদৃষ্টবশে একের বন্ধ ও অপরের মোক্ষ হইয়া থাকে, যদি এ কথা বলা যায়, তাহা হইলে কি দোষ হয়?

নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা এই তর্কের খণ্ডন করা হইতেছে।

ন দ্বয়োরেককালাযোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ। ৩১ ॥

দুই অর্থাৎ কর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়ের এককালে যোগ হয় না, অতএব উপকার্য্য উপকারকভাব হইতে পারে না।

তোমরা বিষয়ের ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক। তোমাদিগের মতে একের অদৃষ্টবলে অপরের বিষয়বাসনা জন্মিয়া তাহাতে আসক্তিনিবন্ধন দুঃখবন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি শুভকর্ম্ম করিলেন, তাঁহার যে অদৃষ্ট হইল, তাহা দ্বিক্ষণস্থায়ী হইল না, সুতরাং তাঁহার অদৃষ্টনিবন্ধন ভোক্তার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন কর্ত্তার অদৃষ্টবল স্বতন্ত্র ও ভোক্তার অদৃষ্টবল স্বতন্ত্র হইতেছে, এক সময়ে উভয়ের সদ্ভাব হইতেছে না, তখন তোমরা অদৃষ্টবশে বন্ধ মোক্ষের যে ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছ, তাহা ঘটিতেছে না।

পুত্রকর্ম্মবদিতি চেৎ। ৩২ ॥

পুত্রকর্ম্মের ন্যায় যদি এ কথা বলি।

একের কর্ম্মদ্বারা অপরের যে উপকার হয় তাহার দৃষ্টান্ত আছে। যথা—পিতা পুত্রেষ্টি যাগ করিলেন, পুত্রের উপকার হইল। এখানে যেমন একের কর্ম্ম দ্বারা অপরের ফলভোগ হইতেছে, তেমনি বলিব কর্ত্তার বিষয়বাসনা-জনিত যে সুখদুঃখাদি ভোগ হয়, অদৃষ্টবলে ভোক্তারও সেই ভোগ হইয়া থাকে।

এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন, যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তাহা ফলে ঘটিতেছে না।

নাস্তি হি তত্র স্থিরএক আত্মা যোগর্ভাধানাদিনা সংস্ক্রিয়তে। ৩৩ ॥

গর্ভাধানাদি দ্বারা যাহার সংস্কার করা যায়, এরূপ এক স্থির আত্মা নাই। তোমরা ক্ষণিকতাবাদী। তোমাদিগের মতে প্রথম ক্ষণে যে আত্মা থাকে, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহা থাকে না। গর্ভাধান অবধি জন্ম পর্য্যন্ত যদি স্থায়ী আত্মা না রহিল, পুত্রেষ্টিদ্বারা কাহার সংস্কার হইবে? অতএব উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহার সিদ্ধি হইতেছে না। পক্ষান্তরে সাংখ্যমতে এ দোষ ঘটিতেছে না। কারণ, সাংখ্যকার স্থির আত্মবাদী। তাঁহার মতে গর্ভাধানের সময়ে পুত্রের যে আত্মা ছিল, জন্মের পরও তাহার সেই আত্মা। অতএব পিতৃকৃত পুত্রেষ্টি যাগদ্বারা পুত্রের উপকারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক মতে সে সম্ভাবনা নয়। কারণ, তাহাদিগের মতে আত্মা ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন হয়।

কোন কোন নাস্তিক এই তর্ক করিতেছে, পুরুষের যে, দুঃখভোগ হয় তাহা ক্ষণিক, তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বং। ৩৪ ॥

ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক মতে কোন কার্য্যেরই স্থিরতা সিদ্ধ হয় না। অতএব পুরুষের দুঃখভোগও ক্ষণিক।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক মতে কোন কার্য্যই বরাবর স্থির থাকে না, ক্ষণে হয় ক্ষণে লোপ পায়। সকল কার্য্যই যখন ক্ষণিক হইল, তখন পুরুষের দুঃখভোগও ক্ষণিক।

এই তর্কের নিম্নলিখিতরূপে সমাধান করা হইতেছে।

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ। ৩৫ ॥

কোন কার্য্যই ক্ষণিক নয়, ক্ষণিক বলিলে প্রত্যভিজ্ঞার বাধ জন্মে। পূর্ব্ব দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই স্পর্শ করিতেছি, এই জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। এই জ্ঞান যখন হয়, তখন স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, সমুদায় কার্য্যই স্থির, ক্ষণিক নহে। ক্ষণিক হইলে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান জন্মিত না। কারণ, পূর্ব্বে প্রথম ক্ষণে যে দর্শনজ্ঞান জন্মে, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহার ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং, এক্ষণে আর সে জ্ঞান নাই। সে জ্ঞান যদি না রহিল, তাহা হইলে আমি সেই পূর্ব্ব

দৃষ্ট পদার্থ স্পর্শ করিতেছি, এ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সমুদায় কার্য্যই স্থির। অতএব জীবের দুঃখ যে ক্ষণিক নয়, তাহা সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে প্রমাণান্তরও প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ। ৩৬ ॥

শ্রুতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ হয়, অতএব কোন বস্তুই ক্ষণিক নয়।

"সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ তমএবেদমগ্রআসীৎ কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইত্যাদি।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ বিদ্যমান ছিল, এই জগৎ অন্ধকারময় ছিল। যে পদার্থ ছিল না তাহা হইতে কিরূপে পদার্থ জন্মিবে।

উক্ত শ্রুতি ও শ্রুতিসিদ্ধ যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কোন পদার্থ ক্ষণিক নহে। ক্ষণিক হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে ও সৃষ্টির সময়ে পূর্ব্ব পদার্থের উল্লেখ সম্ভাবনা থাকিত না।

পদার্থ যে ক্ষণিক নয়, তাহার অপর হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ। ৩৭ ॥

দৃষ্টান্তের সিদ্ধি হইতেছে না, অতএব পদার্থ ক্ষণিক নহে।

যে দীপশিখার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাও পদার্থের ক্ষণিকত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না। অর্থাৎ ক্ষণিক অথবা ক্ষণিক নয়, ইহার বিচার স্থলে দীপশিখার দৃষ্টান্তসিদ্ধি হইতেছে না।

ক্ষণিকত্ববাদী নাস্তিকের মত খণ্ডনার্থ নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সূত্রকার স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে অন্য অন্য যুক্তিও প্রদর্শিত হইতেছে। এক্ষণকার প্রথম যুক্তি এই, যদি যাবতীয় পদার্থ ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে কার্য্যকারণভাবের সঙ্গতি থাকে না। কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে এই নিয়ম। কিন্তু কার্য্য ও কারণ উভয়ই যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তিতা থাকে না। যেহেতু কার্য্যের উৎপত্তিকালে কারণধ্বংস হইয়া যায়। যদি বল কার্য্য ও কারণ উভয়ের যুগপৎ উৎপত্তি হয়, সূত্রকার কহিতেছেন তাহা হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণের যে যুগপৎ উৎপত্তি হয় না, তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া অষ্টাত্রিংশ সূত্রের আরম্ভ করা হইতেছে।

যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ। ৩৮ ॥

যে দুই পদার্থ যুগপৎ উৎপন্ন হয়, তাহার কার্য্যকারণভাব থাকে না। তাহার কার্য্যকারণভাব হইবার বিনিগমক প্রমাণ নাই। অর্থাৎ কার্য্যের পূর্ব্বে কারণের সম্ভব হয়, ইহারই প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

প্রতিপক্ষ যদি এ কথা বলে, প্রথমে কারণের তাহার পর কার্য্যের ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি হয়। সূত্রকার ইহার প্রতিবাদ করিয়া কহিতেছেন, পদার্থ-ক্ষণিকতাবাদ মতে তাহাও সম্ভবিতে পারে না। তদর্থ উনচত্বারিংশ সূত্রের অবতারণা।

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ। ৩৯ ॥

পূর্ব্বের অর্থাৎ কারণের অপায় অর্থাৎ বিনাশকালে উত্তর অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তির অযোগ হয়। অতএব ক্ষণিকতাবাদীদিগের মতে ক্রমান্বয়ে কার্য্য কারণভাব সম্ভবিতে পারে না।

ইহার তাৎপর্য্য এই, ক্ষণিকতাবাদ মতে কার্য্যের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বক্ষণে কারণ ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং কার্য্যোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

উপাদান কারণ ধরিয়া আর একটী দোষ প্রদর্শিত হইতেছে।

তদ্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারাদপি ন। ৪০ ॥

যে হেতু তাহার অর্থাৎ উপাদান কারণের সদ্ভাবকালে তাহার অর্থাৎ কার্য্যের অযোগ হয়। অতএব উভয়ের ব্যভিচারহেতু কার্য্যকারণভাব হইতে পারে না।

সচরাচর অন্বয় ব্যতিরেক ভাবেই কার্য্যকারণভাবের জ্ঞান হইয়া থাকে। অন্বয় ব্যতিরেকভাবের অর্থ এই, কারণ থাকিলেই কার্য্য থাকে, কারণ না থাকিলে কার্য্য থাকে না। ক্ষণিকতাবাদ মতে এ অন্বয় ব্যতিরেকভাব দুর্ঘট হয়। কারণ, ক্ষণিকতাবাদ মতে কার্য্য কারণের ক্রমিকভাব সম্ভবে না। যে ক্ষণে উপাদান কারণের সদ্ভাব হইল, পরক্ষণে তাহার ধ্বংস হইয়া গেল; সুতরাং উপাদের কার্য্যের উৎপত্তি দুর্ঘট হইয়া উঠিল।

যদি বল নিমিত্ত কারণ যেমন কার্য্যের পূর্ব্বে থাকিলেই তাহাকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তেমনি উপাদান কারণও কার্য্যের পূর্ব্বে থাকিলেই তাহাকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইবে। উপাদান আর

উপাদেয় উভয়ের ক্রমিক ভাব থাকুক আর না থাকুক তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই তর্কের খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ। ৪১॥

উপাদান কারণের পূর্ব্বভাবমাত্রে নিয়ম নাই। অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ যেমন কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে, উপাদান কারণও সেইরূপ পূর্ব্বে থাকিবে, এ নিয়ম হইলে উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণের বিশেষ থাকে না; উভয়ই এক হইয়া পড়ে। কিন্তু উভয় যে এক নয়, ইহা সকল লোকেই জানে।

অতঃপর সূত্রকার বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মত তুলিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন। বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মত এই, পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ও সংসার কিছুই নয়, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় ইহার ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় মাত্র। দুঃখও ভ্রমাত্মক বিজ্ঞানময় পদার্থ। অতএব তদ্দ্বারা পুরুষের বন্ধ হইবার সম্ভাবনা কি?

নিম্নলিখিত সূত্রে এই মতের খণ্ডন হইতেছে।

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ। ৪২॥

বিজ্ঞানমাত্র তত্ত্ব নয়। কারণ বাহ্য পদার্থের প্রতীতি হইতেছে।

যখন বাহ্য পদার্থের প্রতীতি হইতেছে, তখন এ জগৎপ্রপঞ্চ ও সংসার কিছু নয় কেবল বিজ্ঞান মাত্র; এ মতটি সত্য নহে।

সূত্রকার স্বমতসমর্থনার্থ বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মতে আর একটী দোষারোপ করিতেছেন।

তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি। ৪৩॥

তাহার অর্থাৎ বাহ্যপদার্থের অভাব হইলে তাহার অর্থাৎ বিজ্ঞানেরও অভাব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে একমাত্র শূন্যের প্রসক্তি হয়, বিজ্ঞান বা অন্য পদার্থ থাকে না।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, যদি বাহ্য বিষয়ের অভাব স্বীকার কর, বিজ্ঞানের অভাব হইয়া শূন্য বিনা আর কিছুই থাকে না। ফলতঃ বাহ্য পদার্থসকল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার যদি অপলাপ না হইল, তাহা হইলে জগৎপ্রপঞ্চ ও সংসার কিছুই নয় কেবল বিজ্ঞানময় এ মত উন্মূলিত হইল।

বাহ্য পদার্থ অস্বীকার করিলে শূন্যবাদ প্রসঙ্গ হয়। হয় হউক, যদি সমুদয় শূন্য হয়, দুঃখও শূন্য, শূন্য পদার্থ দ্বারা পুরুষের দুঃখবন্ধ হইবার সম্ভাবনা কি ? এই অভিপ্রায় করিয়া নাস্তিকশিরোমণি কহিতেছেন।

শূন্যং তত্ত্বং ভাবোবিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাৎ বিনাশস্য। ৪১॥

শূন্য তত্ত্ব ; সমুদয় পদার্থই বিনষ্ট হয়। বিনাশ বস্তুমাত্রের ধর্ম্ম।

সমুদয়ই শূন্য এই কথাই ঠিক, যে হেতু সমুদয় পদার্থই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে বিনাশী সে মিথ্যা স্বপ্নের ন্যায়, পদার্থমাত্রেরই বিনাশ স্বভাব। সকল পদার্থ যদি অলীক হইল, দুঃখও অলীক, দুঃখও যদি অলীক হইল, তবে কে কাহা দ্বারা বদ্ধ হইবে।

সূত্রকার পঞ্চচত্বারিংশ সূত্র দ্বারা ইহার সমাধান করিতেছেন।

অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাং। ৪৫ ॥

পদার্থ মাত্রই বিনাশী। এ বাক্যটী অবুদ্ধ অর্থাৎ যাহারা না বুঝে, তাহাদের অপবাদ অর্থাৎ মিথ্যা বাক্যমাত্র।

যাহারা বলে বস্তুমাত্রেই বিনাশশীল, তাহারা মূঢ়। তাহাদের বাক্য প্রামাণিক নহে। যে সকল দ্রব্যের নাশের কারণ নাই, সেই সমস্ত নিরবয়ব দ্রব্যের নাশেরও সম্ভাবনা নাই। আর একটী কথা এই, বস্তু বিনাশশীল হইলেই যে অলীক হয়, তাহাও হয় না। দুঃখ যদি অলীক না হইল, তদ্দ্বারা পুরুষের বন্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

পুনরায় দোষান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি। ৪৬ ॥

উভয়পক্ষ অর্থাৎ ক্ষণিকত্বাবাদ ও বিজ্ঞানবাদ পক্ষের ন্যায় শূন্যবাদ পক্ষও ফলোপধায়ী নয়। কারণ, এই তিনটী পক্ষেরই নিরাস করিবার তুল্য হেতু আছে।

ইহার বিস্তারিত অর্থ এই, পদার্থের ক্ষণিকত্ববাদী নাস্তিকের মত খণ্ডনার্থ যে যুক্তি এবং জগৎ প্রপঞ্চের বিজ্ঞানময়ত্বাবাদী নাস্তিকের মতখণ্ডনার্থ যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই উভয় যুক্তিই শূন্যবাদপক্ষে সমান। অতএব শূন্যবাদ পক্ষও ঐ উভয় পক্ষের ন্যায় নিরস্ত হইতেছে। ক্ষণিকত্ববাদীর মত নিরাসার্থ বলা হইয়াছে, আমি কল্য যে পদার্থ দেখিয়াছি, আজ তাহা স্পর্শ করিতেছি। পদার্থ ক্ষণিক হইলে আমি কল্য যে পদার্থ দেখিয়াছিলাম,

আজ তাহা নাই; সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞার বাধ জন্মে। বিজ্ঞানবাদীর মতনিরাসার্থও ঐরূপ বলা হইয়াছিল, বাহ্য পদার্থ যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন সেই পদার্থজ্ঞান স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থজ্ঞানের ন্যায় ভ্রমাত্মক নয়। ঐ উভয় যুক্তি শূন্যবাদে তুল্যরূপে খাটিতেছে। পদার্থ যদি শূন্য হইল, তাহা হইলে বাহ্য পদার্থের জ্ঞান কিরূপে হয়? আর কল্য যে পদার্থ দর্শন করিয়াছিলাম, আজ তাহা স্পর্শ করিতেছি, এ জ্ঞানই বা কিরূপে হইতে পারে?

শূন্যতাবাদে আর একটী দোষ দেখান হইতেছে।

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা। ৪৭ ॥

উভয়থা অর্থাৎ স্বতঃ পরতঃ শূন্যতা পুরুষার্থ হইতে পারে না।

ইহার নিকৃষ্ট অর্থ এই, সুখ দুঃখাদি যখন পুরুষনিষ্ঠ হয়, তখনই তাহা পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। শূন্যবাদ মতে পুরুষ যদি শূন্য হইল, তাহার সুখ দুঃখাদিও শূন্য হইল। অতএব স্বতঃ পরতঃ উভয়থা শূন্যতা পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইল না।

নাস্তিকমত দূষিত হইল, অধিকাংশ আস্তিকমতও পূর্ব্বে দূষিত হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট আস্তিকমত উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিরাকরণ করা হইতেছে।

ন গতিবিশেষাৎ। ৪৮ ॥

প্রকরণ বশে পুরুষের দুঃখ বন্ধের বিষয় বুঝা যাইতেছে। গতিবিশেষ অর্থাৎ শরীরপ্রবেশাদি হেতু পুরুষের দুঃখবন্ধ হয় না।

তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ। ৪৯ ॥

পুরুষ নিষ্ক্রিয়; তাহার অর্থাৎ গতির সম্ভাবনা নাই।

পুরুষ ক্রিয়াহীন, সুতরাং তাহার শরীরপ্রবেশরূপ গতির সম্ভাবনা নাই। তিনি পরিচ্ছিন্নও নহেন। অতএব পুরুষের শরীরপ্রবেশরূপ বন্ধের যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা বিফল হইতেছে।

প্রতিবাদী এ স্থলে এই আপত্তি করিতেছেন, শ্রুতি স্মৃতিতে দেখা যাইতেছে, পুরুষ ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করেন। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা" অন্তরাত্মা পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইত্যাদি শ্রুতিতে পুরুষের পরি-

মাণ দৃষ্ট হইতেছে। তবে যে পুরুষের গতি নাই ও পরিমাণ নাই, এই কথা বলিতেছ, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা এই আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে।

মূর্ত্তত্বাৎ ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ। ৫০॥

পুরুষকে যদি ঘটাদির ন্যায় মূর্ত্ত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ঘটাদির সমান ধর্ম্মের আপত্তি হয়। এটি অপসিদ্ধান্ত।

সাংখ্যমতে পুরুষের অবয়ব ও বিনাশ নাই, কিন্তু তাহাকে যদি ঘটাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তিনি ঘটাদির ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট ও বিনশ্বর হইয়া পড়েন। এ সিদ্ধান্তটী সাংখ্য মতের একান্ত বিরুদ্ধ।

ভাল পুরুষের যদি গতি নাই তবে ইহলোকে ও পরলোকে পুরুষের গমনাগমনের কথা যে শুনা যাইতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ কি ? সূত্রকার সেই কারণের উপপত্তি করিয়া দিতেছেন।

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ। ৫১॥

পুরুষের গতিশ্রুতিও উপাধিযোগে, আকাশের ন্যায়।

আকাশের পরিমাণ নাই, কিন্তু ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে তাহার পরিমাণ করা হয়। সেই পরিমাণ যেমন ঔপাধিক, তেমনি পুরুষের ইহলোক ও পরলোক গমনাগমন ঔপাধিক, বাস্তবিক নয়। এক স্থলে একটী ঘট রাখিয়া দেও, তাহার মধ্যে আকাশ অর্থাৎ শূন্যভাগ দৃষ্ট হইবে, ঘট তত্রাত আকাশের ক্ষণিক ও ঔপাধিক আবরণ মাত্র হইবে। তাহার পর ঘট সে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া গেলে যেমন আকাশ স্থানান্তরে নীত হয় না, যেমন আকাশ তেমনি থাকে; সেইরূপ পুরুষ যেমনি তেমনি আছেন, তাঁহার দেহরূপ আবরণ ঔপাধিক মাত্র। তাঁহার গমন গমনও ঔপাধিক।

ন কর্ম্মণাপ্যন্যধর্ম্মত্বাৎ। ৫২॥

কর্ম্ম দ্বারও নয়, অর্থাৎ পুরুষের দুঃখবন্ধ হয় না। কারণ, কর্ম্ম অন্যের ধর্ম্ম।

কর্ম্ম দ্বারাও পুরুষের বন্ধ হয় না, যে হেতু কর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্ম নয়। কর্ম্ম দ্বারা বন্ধ হয় না, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনরায় সেই কথা

বলাতে পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটিতেছে। ভাষ্যকার এই দোষের পরিহারার্থ এস্থলে কর্ম্মশব্দে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট এই অর্থ করিয়াছেন।

একের কর্ম্ম দ্বারা অপরের দুঃখ ঘটনা হইতে পারে, যদি কেহ এই তর্ক উপস্থিত করেন, এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে। ৫৩॥

বন্ধ ও তৎ কারণ ভিন্ন-ভিন্ন-বৃত্তি ধর্ম্ম হইলে অতিপ্রসক্তি দোষ ঘটে।

দুঃখবন্ধ ও দুঃখবন্ধের কারণ যদি একবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে দুঃখমুক্ত ব্যক্তিরও দুঃখবন্ধরূপ অতিপ্রসক্তি দোষের আপত্তি উপস্থিত হয়। ফলতঃ যাহার দুঃখ বন্ধ হইবে, দুঃখ বন্ধের কারণ তাহাতেই থাকা আবশ্যক।

পুরুষের দুঃখবন্ধের যত প্রকার আপত্তি হইতে পারে, একৈকক্রমে সেগুলি উল্লিখিত হইল, এক্ষণে উপসংহারার্থ সাধারণতঃ বলা হইতেছে, পুরুষের দুঃখবন্ধের বাস্তবিক কারণ আছে, যদি এ কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহার সহিত বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। সূত্রকার এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিতেছেন।

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি। ৫৪॥

পুরুষ নির্গুণ, ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহার সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়।

সাংখ্য সূত্রকারের মতে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগই পুরুষের দুঃখ বন্ধের কারণ। কিন্তু প্রতিবাদী যদি এস্থলে এ কথা বলেন, অন্যান্য দুঃখ কারণের উল্লেখ করিয়া দুঃখমুক্ত পুরুষের দুঃখবন্ধাপত্তি প্রভৃতি যে যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তোমার মতেও সে দোষ ঘটনা না হয় কেন? এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেন:—

তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বং। ৫৫॥

তাহার যোগও অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতির সহিত সংযোগও অবিবেক হেতুক হইয়া থাকে। অতএব উভয়ের মতের সমানত্ব নাই।

পুরুষের অবিবেক নিবন্ধনই প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইয়া থাকে, মুক্ত পুরুষে সে সংযোগ সম্ভাবিত নয়, অতএব মুক্ত পুরুষের দুঃখবন্ধাপত্তি প্রভৃতি যে দোষের আশঙ্কা করা হইয়াছে, উপস্থিত স্থলে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ প্রতিবাদী নিজ মতের সহিত সূত্রকারের মতের তুল্যতার যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা ঘটিতেছে না।

প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইল। সেই দুঃখ নাশের উপায় কি? এক্ষণে তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইতেছে।

নিয়তকরণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ। ৫৬ ॥

নিয়ত কারণ অর্থাৎ বিবেক হইতে তাহার অর্থাৎ অবিবেকের উচ্ছেদ হয়, অন্ধকারের ন্যায়।

যেমন অন্ধকার-নাশের নির্দ্দিষ্ট কারণ যে আলোক, তাহা হইতে অন্ধকারের বিনাশ হয়, তেমনি অবিবেক নাশের নির্দ্দিষ্ট কারণ যে বিবেক, তাহা হইতে অবিবেকের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। ফলতঃ অবিবেক নিবন্ধনই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হয়, সেই সংযোগ পুরুষের দুঃখবন্ধের কারণ হইয়া উঠে। বিবেক জন্মিলে সেই সংযোগ ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং পুরুষের দুঃখবন্ধের উচ্ছেদ হইয়া যায়।

উপরে বলা হইল, অবিবেকমূলক প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হইয়া থাকে, সেই সংযোগ পুরুষের আধ্যাত্মিকাদি দুঃখভোগের কারণ হয় এবং বিবেক জন্মিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বিবেকই যদি মোক্ষের মূল হইল, তাহা হইলে দেহাদিজ্ঞানসত্ত্বেও মোক্ষ হউক, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেন।

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানং। ৫৭ ॥

প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির অবিবেক হেতু অন্যের অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির অবিবেক জন্মে, প্রধানের অবিবেকের হানি হইলে বুদ্ধ্যাদির অবিবেকের হানি হয়।

পুরুষের অবিবেক নিবন্ধন বুদ্ধ্যাদির যে অবিবেক অর্থাৎ দেহাদিতে যে আত্মজ্ঞান জন্মে, বিবেক জন্মিলে তাহার উচ্ছেদ হইয়া যায়। ফলতঃ শরীর আত্মা নয়, এরূপ বিবেচনা জন্মিলে যেমন শরীরের ধর্ম্ম যে

রূপাদি তাহা আত্মার ধর্ম্ম নয় এ বিবেচনা হয়, তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষ এক নয়, এ বিবেচনা জন্মিলে প্রকৃতির কার্য্য যে বুদ্ধ্যাদি, তাহাতে পুরুষের আত্মধর্ম্ম বলিয়া অভিমান জন্মে না। কারণ, অভিমানের কারণ যে প্রকৃতি পুরুষে অভেদজ্ঞান, তাহার নাশ হইলে তৎকার্য্য যে বুদ্ধ্যাদি তাহারও অভেদজ্ঞানের নাশ হইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুরুষ নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বভাব তাহার বন্ধ মোক্ষ ও বিবেকাবিবেক নাই, কিন্তু এখানে আবার তাহার বন্ধ ও মোক্ষের কথা বলা হইতেছে, অতএব স্ববাক্যেরই পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিতেছে। নিম্ন লিখিত সূত্রদ্বারা এই আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে।

বাঙ্‌মাত্রং নতু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ। ৫৮ ॥

পুরুষে বন্ধাদি বাঙ্মাত্র, বাস্তবিক নয়। কারণ, বন্ধাদি চিত্তেরই হইয়া থাকে।

সাংখ্যমতে দুঃখ ও সুখ ভোগাদি বুদ্ধিরই হইয়া থাকে। চিত্ত শব্দ বুদ্ধির পর্য্যায়ান্তর। বন্ধাদি যদি চিত্তের ধর্ম্ম হইল, পুরুষে যে তাহার জ্ঞান হয়, তাহা স্ফটিকলৌহিত্যের ন্যায় প্রতিবিম্বমাত্র। বাস্তবিক পুরুষের সুখদুঃখাদি নাই, তবে যে পুরুষ সুখী ও দুঃখী ইত্যাদি প্রকার বলা যায়, সে কথা মাত্র। যদি এরূপ হইল, স্ববাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধের যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহা ফলোপধায়িনী হইতেছে না।

যদি বাস্তবিক পুরুষের দুঃখ না হইল, চিত্তের দুঃখাদি পুরুষ প্রতিবিম্বিত হইল, তাহা হইলে সেই কল্পিত দুঃখাদির উন্মূলনার্থ তত্ত্বজ্ঞান মূলক বিবেক সাক্ষাকারের প্রয়োজন কি? শ্রবণ-মননাদি দ্বারা সে দুঃখাদির সহজে বিনাশ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া ঊনষষ্ট সূত্রের আরম্ভ করা হইতেছে।

যুক্তিতোপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে। ৫৯ ॥

এখানে যুক্তি শব্দের অর্থ মনন ও অপি শব্দে শ্রবণ বুঝাইবে। বিবেক সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে কেবল শ্রবণ মনন দ্বারা দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তির ভ্রমের ন্যায় পুরুষের দুঃখবন্ধাদির নিবৃত্তি হয় না।

যাহার দিক্‌ভ্রম জন্মে, তাহার গন্তব্য দিক্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখাইয়া বুঝাইয়া না দিলে যেমন তাহার ভ্রম দূরীভূত হয় না, তেমনি পুরুষের দুঃখাদি

বন্ধ্যত্র হইলেও বিবেক সাক্ষাৎকার বিনা কেবল শ্রবণ মননাদি দ্বারা তাহার অপনয়ন সম্ভাবিত নয়।

এক্ষণে প্রকৃতি ও পুরুষ জ্ঞানের উপায় ও প্রমাণ নির্দ্দেশিত হইতেছে।

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধোধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ। ৬০ ॥

যে সকল পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, অনুমান দ্বারা তাহার বোধ হয়, ধূমাদি দ্বারা বহ্নি জ্ঞানের ন্যায়।

সাংখ্য মতে প্রত্যক্ষের পর অনুমান প্রধান প্রমাণ। দেহাদির ন্যায় যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, অনুমানরূপ প্রমাণ দ্বারা তাহার বোধ হইয়া থাকে। ধূমদর্শন দ্বারা বহ্নির অনুমান হয়, ইহা উহার দৃষ্টান্ত। প্রকৃতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়। অতএব অনুমান দ্বারা তাহাদের জ্ঞান হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বলেন, সাংখ্যমতে অনুমান প্রধান প্রমাণ বটে, কিন্তু যে পদার্থ অনুমানসিদ্ধ না হয়, তাহা আগমবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। আগমকে প্রমাণরূপে গণনা করা সাংখ্যসূত্রকারের অনভিপ্রেত নহে।

সাংখ্যমতে পদার্থ পঞ্চবিংশতি। এক্ষণে সেই সকল পদার্থ নির্ণীত হইতেছে। 27464.

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্, মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। ৬১ ॥

সত্ত্ব রজ তম এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও উভয় ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূলভূত এবং পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিগণ।

প্রকৃতির প্রথম কার্য্য মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কার, অহঙ্কারের কার্য্য দুই প্রকার, পাঁচটী সূক্ষ্ম ভূত এবং জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে একাদশ ইন্দ্রিয়। পাঁচটী সূক্ষ্মভূত হইতে পাঁচটী স্থূলভূত উৎপন্ন হয়, আর পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতিগণ। সাংখ্যমতে এতদতিরিক্ত পদার্থ নাই। এই পঞ্চবিংশতিগণের পরিষ্কৃত গণনা এই,— (১) প্রকৃতি (২) মহত্তত্ত্ব (৩) অহঙ্কার (৪) পাঁচ সূক্ষ্মভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় সমুদায়ে ষোল (৫) পাঁচটী স্থূলভূত (৬) পুরুষ সমুদায়ে পঁচিশ। বৈশেষিকেরা গুণ শব্দ দ্বারা যাহার নির্দ্দেশ করেন,

সাংখ্যমতে গুণ শব্দে তাহা বুঝায় না। সাংখ্যমতে সত্ত্বাদি গুণ দ্রব্যরূপ। কারণ, ইহার সংযোগ বিভাগ আছে। সত্ত্বাদিতে গুণ শব্দ প্রয়োগ করিবার কারণ এই, সত্ত্বাদি পুরুষরূপ পশুর বন্ধ-কারণ গুণ অর্থাৎ রজ্জুর স্বরূপ। কেবল যে সত্ত্বাদি সাংখ্যমতে দ্রব্য, তাহা নয়, পঞ্চবিংশতিগণ সমুদয়ই দ্রব্যরূপ।

উপরে পঞ্চবিংশতি পদার্থের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে সমুদায় পদার্থ প্রত্যক্ষ হয় না। যে সকল পদার্থ চক্ষুর গ্রাহ্য না হয়, সূত্রকার স্বয়ংই কহিয়াছেন, অনুমানরূপ প্রমাণ দ্বারা সেগুলির জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই অপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ পদার্থের মধ্যে কোন্ পদার্থের কোন্ হেতু বলে অনুমান হয়, এক্ষণে তাহা বিস্তারিতরূপে উল্লিখিত হইতেছে।

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য। ৬২ ॥

স্থূলভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের অনুমান হয়।

পঞ্চতন্মাত্র শব্দে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত। এই সূক্ষ্মভূত হইতে স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে কার্য্যভূত স্থূলভূতকে হেতু করিয়া কারণরূপ সূক্ষ্মভূতের অনুমান হইল।

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য। ৬৩ ॥

বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা এবং ঐ পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা অহঙ্কারের অনুমান হয়।

সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারের কার্য্য। এই কার্য্য দ্বারা কারণরূপ যে অহঙ্কার, তাহার অনুমান হইয়া থাকে।

তেনান্তঃ করণস্য। ৬৪ ॥

তাহার দ্বারা অর্থাৎ অহঙ্কাররূপ কার্য্য দ্বারা অন্তঃকরণের অনুমান হয়।

অন্তঃকরণ শব্দের অর্থ মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের অপর পর্য্যায় বুদ্ধি। এই কার্য্যভূত অহঙ্কার দ্বারা কারণভূত মহত্তত্ত্বের অনুমান হইতেছে।

ততঃ প্রকৃতেঃ। ৬৫ ॥

তাহা হইতে অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতির অনুমান হয়।

মহত্তত্ত্ব কার্য্য, তাহা হইতে কারণরূপ প্রকৃতির অনুমান হইয়া থাকে।

প্রকৃতি যদি না থাকিত, মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইত না, এইরূপ তর্কের দ্বারা প্রকৃতির অনুমান যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে।

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য। ৬৬॥

সংহতের অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহত্তত্ত্বাদির পরার্থত্ব অর্থাৎ পরভোগার্থতাকে হেতু করিয়া পুরুষের অনুমান হইতেছে।

সংহত শব্দের অর্থ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহদাদি। এ সকলের নিজের ভোগ বা অপবর্গ নাই। ইহারা শয্যাসনাদির ন্যায় পরের ভোগার্থ হয়। সংহত শব্দের প্রকৃত অর্থ এই মিলিয়া কার্য্যকারী। প্রকৃতি ও মহদাদি পরস্পর সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, পুরুষের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অপরের সাহায্য গ্রহণের অপেক্ষা নাই। পুরুষ চিন্ময় স্বতঃপ্রকাশ। এ স্থলে এই অনুমান হইতেছে, প্রকৃতি মহদাদি অন্যের নিমিত্ত কার্য্য করে, সে অন্য কে না পুরুষ। ফলতঃ প্রকৃতি ও মহদাদির পরার্থ-কার্য্যকারিতাকে হেতু করিয়া পুরুষের অনুমান হইতেছে।

উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রকৃতি মহদহঙ্কারাদি সমুদায়ের মূল। সকলের মূলীভূত সেই প্রকৃতি নিত্য কি অনিত্য, তাহার মূল আছে কি না এক্ষণে তাহার নির্ণয় করা হইতেছে।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলং। ৬৭॥

মূল যে প্রকৃতি তাহার মূলের অভাব। অতএব মূল যে প্রকৃতি সে মূলশূন্য হইল।

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রকৃতির যখন মূল নাই, অর্থাৎ কেহ কর্ত্তা নাই, তখন সে নিত্য।

তুমি বলিলে প্রকৃতির মূল নাই, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে দেখা যাইতেছে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অতএব পুরুষ প্রকৃতির মূল হউক, প্রতিবাদীর এই আশঙ্কিত বাক্যের নিরাসার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রং। ৬৮॥

পরম্পরা সম্বন্ধে মূল কারণের নির্ণয় করিতে গেলে একস্থানে শেষ করিতে হইবে। যে স্থানে শেষ হইবে, সেই নিত্য প্রকৃতি। প্রকৃতি এ শব্দটী মূল কারণের সংজ্ঞামাত্র।

প্রকৃতি পরিণামী। এই দৃশ্যমান পদার্থসকল প্রকৃতির পরিণাম, অর্থাৎ বিকার। পক্ষান্তরে পুরুষ অপরিণামী। অতএব পুরুষ পরম্পরা সম্বন্ধে সকলের মূল হইতে পারেন না। সাংখ্য মতে সৃষ্টি প্রকৃতির বিকারমাত্র যে পুরুষের বিকার নাই, তিনি কিরূপে সৃষ্টির মূল কারণ হইবেন। পুরুষ যদি মূল না হইলেন, পরম্পরা সম্বন্ধে অবিদ্যা হউক আর প্রকৃতি হউক একজনকে মূল বলিতে হইবে, যেখানে গিয়া পরম্পরার শেষ হইবে, আমি তাহাকে নিত্য মূল কারণ বলি, তাহারই নাম প্রকৃতি।

পুরুষের পরিণাম নাই, প্রকৃতি অথবা অবিদ্যা ইহার অন্যতর কে মূল কারণ, এই লইয়া বিচার উপস্থিত করিয়া তাহার সমাধান করা হইতেছে।

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ। ৬৯॥

প্রকৃতির অর্থাৎ মূল কারণের বিচারে দুয়ের অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষ সমান।

প্রকৃতিকে মূল কারণ বল, আর অবিদ্যাকে মূল কারণ বল, উভয়ের পক্ষেই সমান কথা। প্রকৃতির যেমন গৌণ উৎপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, অবিদ্যারও তেমনি উৎপত্তি শুনা গিয়া থাকে।

যেরূপে প্রকৃতি ও পুরুষের অনুমানজন্য জ্ঞান হয়, তাহা বলা হইল, সে জ্ঞান সকলেরই হইতে পারে। তবে আর তত্ত্বজ্ঞানমূলক প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ বিবেক-সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা কি? এই প্রশ্নের নিম্নে উত্তর দেওয়া হইতেছে।

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ। ৭০॥

অধিকারির ত্রৈবিধ্য অর্থাৎ তিন প্রকার অধিকারী আছে। অতএব নিয়ম নয় অর্থাৎ সকলেরই যে বিবেক জ্ঞান জন্মিবে, সে নিয়ম নয়।

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার অধিকারী আছে। বৌদ্ধাদির কুতর্কপূর্ণ বাক্যে মধ্যম ও অধমের বুদ্ধিবিকার জন্মিবার সম্ভাবনা। অতএব সকলেরই যে বিবেক জন্মিবে, এ নিয়ম নহে।

এক্ষণে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। ৭১॥

মহত্তত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম কার্য্য। মহত্তত্ত্ব মননবৃত্তিক। মনন শব্দের

অর্থ নিশ্চয়। এখানে মন শব্দে বুদ্ধি বুঝাইবে। সাংখ্যেরা মহত্তত্ত্বকে বুদ্ধি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত করিয়া থাকেন।

চরমোঽহঙ্কারঃ। ৭২॥

চরম অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পর অহঙ্কার। অহং শব্দ হইতে অহঙ্কার শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। অহঙ্কার অভিমানরূপ।

তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাং। ৭৩॥

উত্তর অর্থাৎ ইহার পরে স্থূল ও সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়াদি যে সকল পদার্থ জন্মিয়াছে, সেগুলি তাহার অর্থাৎ অহঙ্কারের কার্য্য। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় অহঙ্কার হইতে হইয়াছে।

তুমি প্রকৃতিকে সকলের কারণ বলিতেছ, কিন্তু সৃষ্টির যে ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতি অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। তোমার মতেই মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের কারণ, প্রকৃতি অহঙ্কারের কারণ নয়। অতএব তোমার স্ববাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিতেছে, এই আশঙ্কা অপনোদনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ। ৭৪॥

পরম্পরা সম্বন্ধ থাকিলেও তাহার অর্থাৎ মহদাদিদ্বারা প্রকৃতি আদ্যহেতু, যেমন বৈশেষিক মতে পরমাণু দ্ব্যণুকাদি দ্বারা ঘটাদির আদ্যহেতু।

যেমন বৈশেষিক মতে পরমাণু দ্ব্যণুকাদিদ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে ঘটাদির কারণ হয়, অর্থাৎ পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু ইত্যাদি ক্রমে ঘটাদির উৎপত্তি হয়, তেমনি প্রকৃতি মহদাদিদ্বারা অহঙ্কারাদির কারণ হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হওয়াতে প্রকৃতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক পরম্পরা সম্বন্ধে অহঙ্কারাদি সকলের কারণ।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য। পুরুষ কারণ না হইয়া প্রকৃতি জগতের কারণ হইল, ইহার কারণ কি? সূত্রকার এই আপত্তির নিম্নলিখিতরূপে খণ্ডন করিতেছেন।

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানে অন্যতরযোগঃ। ৭৫॥

দুয়ের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের পূর্ব্বভাবিতা অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিতা

হইলেও একতরের অর্থাৎ পুরুষের হানি অর্থাৎ কারণতার হানি হওয়াতে অন্যতরের অর্থাৎ প্রকৃতির কারণতা-যোগ উচিত।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় নিত্য হইলেও পুরুষের পরিণাম অর্থাৎ বিকার নাই। বিকারের নামই সৃষ্টি। অতএব পুরুষ কারণ হইতে পারেন না। পুরুষ যদি কারণ না হইলেন, তাঁহার যদি কারণতার হানি হইল, তাহা হইলে প্রকৃতির কারণতা সুতরাং ঘটিয়া উঠিল। কারণ, প্রকৃতির পরিণাম আছে। পরিণামের নামই সৃষ্টি।

সম্প্রতি প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপকতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানং। ৭৬॥

সর্ব্বোপাদান অর্থাৎ সকলের উপাদান কারণ যে প্রকৃতি, সে পরিচ্ছিন্ন নয়, অর্থাৎ ব্যাপক।

সকলের কারণ যে প্রকৃতি সে পরিচ্ছিন্ন নয়, অর্থাৎ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অব্যাপক হয়, সে সকলের কারণ হইতে পারে না। প্রকৃতি অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্যাপক, অতএব সে সকলের কারণ। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য পদার্থ ব্যাপ্য। সেগুলি ব্যাপক-প্রকৃতির কার্য্য।

প্রকৃতি যে ব্যাপক, তাহার আরও প্রমাণ আছে।

তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ। ৭৭॥

তাহাদিগের অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পদার্থগুলির উৎপত্তির শ্রুতি আছে।

যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং ইত্যাদি শ্রুতিতে অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পদার্থের মৃত্যু হয় ইহা জানিতে পারা যায়। অতএব পরিচ্ছিন্ন যে উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। পক্ষান্তরে, প্রকৃতির বিনাশ বা উৎপত্তির শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের কারণ, এই মতের সমর্থনার্থ সূত্রকার অন্য অন্য মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন।

নাবস্তুনোবস্তুসিদ্ধিঃ। ৭৮॥

অবস্তু অর্থাৎ অভাব হইতে বস্তু সদ্ধি অর্থাৎ ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয় না।

যেমন শশশৃঙ্গ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়া পুরুষের মোক্ষাদি সম্ভবে না

তেমনি অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। অভাব-বাদীদিগের মতে অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। ভাববাদী সূত্রকার বলেন, ভাবপদার্থ জগৎ সে অভাব হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইবে?

যদি বল জগৎ স্বপ্নের ন্যায় অভাব পদার্থ, সূত্রকার তদুত্তরে কহিতেছেন।

আবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বং। ৭৯॥

অবাধ অর্থাৎ শ্রুত্যাদি প্রমাণে জগতের স্বপ্নপদার্থের ন্যায় বাধ দেখিতে পাওয়া যায় না। জগৎ কোন দুষ্টকারণ হইতেও জন্মে নাই। অতএব উহা স্বপ্নের ন্যায় অবস্তু নয়।

জগৎ প্রপঞ্চ স্বপ্নপদার্থের ন্যায় মিথ্যা, শ্রুতিতে এমন কোন কথা বলে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দোষ ঘটিলে শঙ্খকে পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সেই পীতজ্ঞান যেমন দুষ্ট-ইন্দ্রিয়-জন্য, জগৎ তেমন কোন দুষ্ট-কারণ হইতে জন্মে নাই। অতএব শঙ্খের পীতজ্ঞানের ন্যায় জগৎ অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক পদার্থ নহে।

এ স্থলে বৈদান্তিকের সহিত সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের মহান্ বিরোধ দেখা যাইতেছে। বৈদান্তিকেরা বলেন, পরমব্রহ্ম একমাত্র বস্তু জগৎ অবস্তু, পরব্রহ্মে তাহার আরোপ করা হয়। জগৎ ভ্রমাত্মক পদার্থ, প্রকৃত পদার্থ নয়। কিন্তু সাংখ্যেরা ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন। ইহাঁরা জগৎকে সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অবস্তু হইতে বস্তুসিদ্ধি হয় না, তাহার হেতু প্রদর্শন করিয়া সূত্রকার নিম্নলিখিত সূত্রে বেদান্ত মত ও অভাববাদীর মত, উভয়ের খণ্ডন করিতেছেন।

ভাবে তদ্যোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ। ৮০॥

ভাব অর্থাৎ কারণ যদি সৎস্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাহার যোগে অর্থাৎ সেই সতের যোগে তাহার অর্থাৎ কার্য্যের সিদ্ধি হয়, কারণ অসৎ স্বরূপ হইলে তাহা হইতে সৎস্বরূপ কার্য্যের কিরূপে সিদ্ধি হইবে?

কারণ যেরূপ, কার্য্যের সেইরূপ হওয়া উচিত। কারণ যদি ভাবস্বরূপ হয়, তাহা হইতে ভাবরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হওয়াই সঙ্গত। কারণ যদি অভাবরূপ হয়, তাহা হইতে কিরূপে ভাবরূপ কার্য্যের উৎপত্তি ঘটিতে

পারে। এইরূপে অভাবাদীর মতের খণ্ডন হওয়াতে বেদান্ত মতেরও খণ্ডন হইতেছে। কারণ, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, তাহা হইতে অসৎস্বরূপ জগৎ হইতে পারে না।

কর্ম্মবাদির মতের উল্লেখ করিয়া তাহারও খণ্ডন করা হইতেছে। তাহারা বলে কর্ম্মই জগতের কারণ, প্রকৃতি-কল্পনার প্রয়োজন কি? ইহার খণ্ডন র্থ সূত্রান্তরের আরম্ভ করা হইতেছে।

ন কর্ম্মণ উপাদানত্বাযোগাৎ। ৮১ ॥

কর্ম্ম হইতেও জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্ম উপাদান কারণ নয়।

প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ, অতএব কর্ম্ম উপাদান কারণ হইতে পারে না। কর্ম্ম নিমিত্ত কারণ। যে নিমিত্ত কারণ, সে কিরূপে মূল কারণ হইবে? বিশেষতঃ সাংখ্যমতে কর্ম্মশব্দ গুণমধ্যে পরিগণিত। গুণ কখন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না। ভাষ্যকার বলেন, এখানে কর্ম্ম শব্দে লক্ষণাদ্বারা অবিদ্যাদি বুঝাইবে। সাংখ্যমতে অবিদ্যাদি গুণ বিশেষ। অতএব অবিদ্যাদি জগতের কারণ হইতে পারে না।

অবিবেকনাশদ্বারা বিবেকজ্ঞানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষের হেতু, বেদোক্তকর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষের হেতু নহে, ইহা সূত্রকার নিম্নলিখিত পাঁচটী সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদ-পুরুষার্থত্বং। ৮২॥

অনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্ম হইতেও তাহার অর্থাৎ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না। যে হেতু কর্ম্মসাধ্য লোক হইতে পুনরাবৃত্ত হয়। অতএব তাহা পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না।

গুরুর নিকট হইতে শুনা যায় বলিয়া অনুশ্রব শব্দে বেদ বুঝাইতেছে। অনুশ্রবিক শব্দের অর্থ বেদবিহিত কর্ম্ম যাগযজ্ঞাদি। যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে যে লোক প্রাপ্তি হয়, তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভোগাবসানে সেই সেই লোক হইতে পুনরায় জন্ম হইয়া পুরুষ ত্রিতাপে তাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু মোক্ষের এ ধর্ম্ম নয়। মোক্ষ হইলে আর জন্ম হয় না, ত্রিবিধ দুঃখের এককালে নিবৃত্তি হইয়া যায়। অপি শব্দে

লৌকিক উপায় হইতে যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করাও গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। কর্ম্মসাধ্য লোকপ্রাপ্তি যে নিত্য নয়, তদ্বোধক শ্রুতি আছে। যথাঃ—"তদ্যথেহ কর্ম্ম-চিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতোলোকঃ ক্ষীয়তইতি।" কর্ম্ম-দ্বারা লব্ধ যে লোক, তাহার ক্ষয় হয় এবং পুণ্য দ্বারা লব্ধ যে লোক, তাহারও ক্ষয় হইয়া যায়। ইত্যাদি।

এ স্থলে প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন এরূপ শ্রুতি আছে যে ব্যক্তির তীর্থে মরণ হয়, তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। এ শ্রুতির কি গতি হইবে? ইহার উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ। ৮৩॥

তীর্থ মরণাদি দ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই অনা-বৃত্তিবোধক শ্রুতি আছে।

তীর্থ মরণাদি দ্বারা ব্রহ্মলোকগত সমুদায় ব্যক্তিরই যে মোক্ষ হয়, তাহা হয় না। উহার মধ্যে যাহাদিগের বিবেকজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাদেরই মুক্তি হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। এ সিদ্ধান্ত না করিলে ব্রহ্মলোকগত ব্যক্তির সংসারে পুনরাগমন প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি বাক্য আছে, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মলোকগত বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই মুক্তি হয়, এ মীমাংসায় সে দোষ ঘটে না।

কর্ম্মদ্বারা যে ফল লাভ হয় এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে।

দুঃখাৎ দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ। ৮৪॥

দুঃখ হইতে দুঃখ অর্থাৎ দুঃখধারাই কর্ম্মের ফল। যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির জলাভিষেক হেতু শীত-বিমোচন হয় না, তেমনি কর্ম্ম হইতে দুঃখনিবৃত্তি হয় না।

বেদোক্ত কর্ম্ম যে যাগাদি, তাহাতে হিংসাদি দোষ ঘটে, তাহার ফল দুঃখ ভোগ। সেই দুঃখ ভোগ হইতে দুঃখান্তর উপস্থিত হয়, শীতার্ত্ত ব্যক্তির জলসেকের ন্যায় তাহা হইতে দুঃখনিবৃত্তি হয় না। যে ব্যক্তি শীতে আর্ত্ত হয়, তাহার গায়ে জলসেক করিলে কি তাহার শীতের নিবৃত্তি হয়? বরং শীতের অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্ম হইতে দুঃখনিবৃত্তি না হইয়া দুঃখের অধিকতর বৃদ্ধি হয়।

কাম্য কর্ম্মের ফল যেন দুঃখ হইল কিন্তু যাহারা নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করে, তাহাদের মোক্ষ হয় এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতিবাদির এই বাক্যের খণ্ডনার্থ বলা হইতেছে।

কাম্যেঽকাম্যেপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ। ৮৫ ॥

কর্ম্ম কাম্য হউক আর অকাম্য হউক উভয়ই সাধ্য, সাধ্যত্বের ইতর বিশেষ নাই।

কাম্য অকাম্য উভয় কর্ম্মেই দুঃখধারার সমান প্রাদুর্ভাব আছে। কারণ, উভয় কর্ম্মই অনুষ্ঠানসাধ্য। অনুষ্ঠান না করিলে কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হয় না। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে কর্ম্ম হইতে যে মুক্তি হয় না, তৎপ্রতিপাদক শ্রুতি আছে। যথা—ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্ত্বমানশুরিত্যাদি।

কর্ম্মদ্বারা সন্তান দ্বারা অথবা ধন দ্বারা কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে না, কোন কোন ব্যক্তি অভিমান ত্যাগ দ্বারা মোক্ষ লাভ করিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে অভিমান ত্যাগ হয় না।

প্রতিবাদী সাংখ্যকারের প্রতি এই প্রশ্ন করিতেছেন, তুমি সিদ্ধান্ত করিলে কর্ম্ম কাম্য হউক আর অকাম্য হউক উভয়ই অনুষ্ঠানসাধ্য বলিয়া দুঃখদায়ক হয়। তোমার মতে যাহা জ্ঞানসাধ্য, তাহা দুঃখদায়ক না হয় কেন? কারণ, জ্ঞানসাধ্য ও কর্ম্মসাধ্য, উভয়ের সাধ্যত্বের ইতর বিশেষ নাই। ইহার উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানত্বং। ৮৬ ॥

নিজমুক্ত অর্থাৎ স্বভাবমুক্ত ব্যক্তির বন্ধধ্বংসমাত্র (দুঃখনিবৃত্তিমাত্র) পর (প্রধান) অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের ফল। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের তুল্যতা নাই।

যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানজন্য যে সুখাদি হইয়া থাকে, তাহার বিনাশ আছে। সুতরাং তাহাতে দুঃখ জন্মে; কিন্তু বিবেকজ্ঞান অক্ষয়। বিবেক জন্মিলে পুনরায় সংসারে আগমন হয় না। বিবেকজন্য জ্ঞানের যদি বিনাশ না হয়, তবে দুঃখ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? অতএব জ্ঞানসাধ্য দুঃখদায়ক না হয় কেন, বলিয়া প্রতিবাদী যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইল। জ্ঞানসাধ্য ও কর্ম্মসাধ্য উভয় সমান নয়, সে সিদ্ধান্তও হইল।

এক্ষণে বিবেকজ্ঞানের উপায় ও প্রমাণের পরীক্ষা করা হইতেছে।

দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ

প্রমা তৎসাধকতমং যৎ তৎ ত্রিবিধং প্রমাণং। ৮৭॥

অসন্নিকৃষ্ট (অনধিগত) অর্থের (বস্তুর) পরিচ্ছিত্তির (অবধারণার) নাম প্রমা, উহা বুদ্ধি ও পুরুষ উভয়ের অথবা অন্যতর একের ধর্ম্ম। তাহার সাধকতম কারণের নাম প্রমাণ। প্রমাণ তিন প্রকার।

বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানের নাম প্রমা। যেরূপে বস্তুর জ্ঞান জন্মে, তাহার প্রক্রিয়া এই, ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থের সহিত বুদ্ধির সন্নিকর্ষ হয়। তাহার পর বুদ্ধি পদার্থের আকারে আকারিত হইয়া থাকে। সেই বুদ্ধিব পুরুষে প্রতিবিম্ব পড়ে। এইরূপে পুরুষের পদার্থ জ্ঞান জন্মে। পাতঞ্জলভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন, পুরুষনিষ্ঠ বোধের নাম প্রমা।

সাংখ্যমতে প্রমাণ ত্রিবিধ, তদতিরিক্ত প্রমাণ নাই, নিম্নে তাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ। ৮৮॥

তাহার অর্থাৎ সেই ত্রিবিধ প্রমাণের সিদ্ধ হইলেই সকল বিষয়ের সিদ্ধি হইল। অতএব অধিক প্রমাণ সিদ্ধি হইতেছে না।

অন্য অন্য দর্শনকারেরা চারি অথবা অধিকসংখ্যক প্রমাণ স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্যকার প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটীমাত্র প্রমাণ স্বীকার করিতেছেন। সূত্রকারের মতে তিনটী প্রমাণের অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিলে গৌরব হয়। ইহাঁর মতে তিনটী প্রমাণ স্বীকার করিলে সমুদায় কার্য্যসিদ্ধি হয়, অধিক প্রমাণ স্বীকারে প্রয়োজন হয় না। মনুও এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথাঃ—

> প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং।
> ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র অর্থাৎ শব্দ এই তিনটী প্রমাণ।

উপমান ও ঐতিহ্যপ্রভৃতি অনুমান ও শব্দ প্রমাণের এবং অনুপলব্ধি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত।

প্রথমে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করা হইতেছে।

যৎসম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষং। ৮৯॥

বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি পদার্থসম্বদ্ধ হইয়া যে সেই সম্বদ্ধ পদার্থের আকারধারী হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, আত্মার মনের সহিত, মনের ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সংযোগ হয়, তাহার পর পদার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে। সাংখ্যকারের মতে পদার্থ জ্ঞানের এ প্রণালী নয়। তিনি বলেন, বুদ্ধি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থের আকার প্রাপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধ পদার্থের আকারাকারিত বুদ্ধির পুরুষে প্রতিবিম্ব পড়ে। তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলে।

সাংখ্যমতে এই সিদ্ধান্ত হইল বুদ্ধির ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থ সন্নিকর্ষ হইয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। বুদ্ধির পদার্থ-সন্নিকর্ষ না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না। এ স্থলে প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন, যোগিদিগের অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের সহিত বুদ্ধির সন্নিকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নয়, তবে কিরূপে যোগিদিগের ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সূত্রকার এই আশঙ্কার পরিহারার্থ কহিতেছেন।

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ। ৯০ ॥

যোগিদিগের ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়, অতএব দোষ হইতেছে না।

ইহার অভিপ্রায় এই, সাংখ্যকার ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ করিয়াছেন। এ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সন্নিকর্ষ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যোগিদিগের বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হইলেও যোগ বলে ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব প্রতিবাদী যে দোষের আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা ঘটিতেছে না।

অন্য পক্ষ আশ্রয় করিয়াও উক্ত আশঙ্কার পরিহার করা হইতেছে।

লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বাঽদোষঃ। ৯১ ॥

লীনবস্তু অর্থাৎ অসন্নিকৃষ্ট পদার্থে লব্ধাতিশয় অর্থাৎ যোগজন্য যোগিচিত্তের ব্যাপকতা গুণ হেতু সম্বন্ধ হওয়াতে অদোষ অর্থাৎ উক্ত দোষ ঘটিতেছে না।

যোগবলে যোগিচিত্তের ব্যপকতাগুণ জন্মে। সেই গুণে সন্নিকৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অসন্নিকৃষ্ট পদার্থেও তাহাদিগের বুদ্ধিসন্নিকর্ষ ঘটিয়া থকে। অতএব ভূত ভবিষ্যৎ ও দূরবর্তী পদার্থে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ-জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান

জন্মিবার বাধা হইতেছে না। সূত্রে যে লীন শব্দ আছে, তাহার অর্থ ইন্দ্রিয়ের অসন্নিকৃষ্ট পদার্থ। অতিশয় শব্দের অর্থ ব্যাপকত্ব।

প্রতিবাদী এ স্থলে আর একটী আপত্তি করিতেছেন, ঈশ্বর যোগিদিগের প্রত্যক্ষ হন, কিন্তু তুমি প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ করিলে তাহা ঈশ্বরে সমন্বিত হইতে পারে না। তুমি প্রত্যক্ষের এই লক্ষণ করিয়াছ, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থসম্বদ্ধ হইয়া যে তদাকারধারিণী হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। ঈশ্বর নিরাকার। বুদ্ধির তদাকারধারিণী হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে কিরূপে লক্ষণসমন্বয় হইল? সূত্রকার এই আপত্তির খণ্ডনার্থ কহিতেছেন।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। ৯২॥

ঈশ্বরের অসিদ্ধি হেতু উক্ত দোষ ঘটিতেছে না।

ঈশ্বর যে আছেন, তাহা প্রমাণ হয় না। যদি প্রমাণ না হইল, তাহা হইলে ঈশ্বরের অসিদ্ধি হইল। ঈশ্বরের যদি অসিদ্ধি হইল, প্রতিবাদী যোগিদিগের ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের বাধার যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইল।

ঈশ্বরসিদ্ধি কেন হয় না, তাহার কারণ বলা হইতেছে।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ৯৩॥

ঈশ্বর মুক্ত অথবা বদ্ধ ইহার অন্যতর কিছুই নন, অতএব তৎসিদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরসিদ্ধি হইতেছে না।

সূত্রে যে মুক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ ক্লেশাদিমুক্ত, বদ্ধ শব্দের অর্থ ক্লেশাদিবদ্ধ। ঈশ্বরে ক্লেশাদিমুক্তি অথবা ক্লেশাদিবন্ধন, ইহার অন্যতর কিছুই সম্ভবে না, অতএব ঈশ্বর সিদ্ধি হইতেছে না।

ক্লেশাদিমুক্তি বা ক্লেশাদিবন্ধন যে কেন সম্ভবে না, তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

উভয়থাপ্যসৎকরত্বং। ৯৪॥

উভয়থা অর্থাৎ ঈশ্বরকে ক্লেশাদিমুক্ত অথবা ক্লেশাদিবদ্ধ ইহার অন্যতর বল, উভয় পক্ষেই অসৎকরত্ব অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির অকর্তৃত্ব ঘটিয়া উঠে।

আমি সৃষ্টি করিব, এরূপ অভিমান না জন্মিলে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে

না। অভিমান ক্লেশের কারণ। ঈশ্বরকে যদি অভিমানাদি-ক্লেশ-মুক্ত বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব ঘটিয়া উঠে না। আর যদি তাঁহার অভিমানাদি আছে, এ কথা বলা যায়, তাহা হইলে তিনি মূঢ় হইয়া পড়িলেন। মূঢ়েরও সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভবে না। অতএব উভয় পক্ষেই ঈশ্বরসিদ্ধি হইতেছে না।

যদি ঈশ্বরসিদ্ধি না হইল, ঈশ্বরপ্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি আছে, তাহার গতি কি হইবে? এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। ৯৫ ॥

ঐ শ্রুতিগুলি কেবল আত্মপ্রশংসার্থ অথবা সিদ্ধ যে হরিহরাদি দেবগণ তাঁহাদের উপাসনার্থ।

তুমি যে শ্রুতিগুলিকে ঈশ্বরপ্রতিপাদক বলিয়া নির্দেশ করিতেছ, সেগুলি ঈশ্বরপ্রতিপাদক নহে। উহার মধ্যে কতকগুলি আত্মা অর্থাৎ পুরুষ যে আছেন, প্রশংসামুখে তাহার বোধক, আর কতকগুলি হরিহরাদি যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উপাসনাবোধক। বাস্তবিক কোন শ্রুতিই ঈশ্বরপ্রতিপাদক নহে।

ভাল, ঈশ্বর নাই, এই সিদ্ধান্ত যেন হইল, কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম যে সৃষ্টি, তাহার ত একজন অধিষ্ঠাতা আছেন, পূর্ব্ব সঙ্কল্প বিনা কোন কার্য্যেরই অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভবে না। যিনি সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রকৃতির পরিণামরূপ সৃষ্টির অধিষ্ঠাতা, তিনিই ঈশ্বর, এই কথা বলিব। এই আশঙ্কায় সূত্রকার সাংখ্য মতে যেরূপে সৃষ্টি হয়, তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। ৯৬ ॥

তাহার অর্থাৎ পুরুষের সন্নিধানহেতু অধিষ্ঠাতৃত্ব হইয়া থাকে; মণির ন্যায়।

সঙ্কল্প অর্থাৎ অভিপ্রায় পূর্ব্বক একজন সৃষ্টির অধিষ্ঠাতৃত্ব করেন, এ কথা বলিলেই দোষ হয়। কিন্তু আমাদের (সাংখ্যকারদিগের) মতে সৃষ্টির এ প্রক্রিয়া নয়। যেমন অয়স্কান্ত মণির অর্থাৎ চুম্বকের সন্নিকর্ষ হইলে লৌহ আকৃষ্ট হয়, তেমনি পুরুষের সন্নিধানহেতু প্রকৃতির পরিণামরূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। অয়স্কান্ত মণি যেমন অভিপ্রায়পূর্ব্বক লৌহের আকর্ষণ করে না, তেমনি পুরুষও সঙ্কল্পপূর্ব্বক সৃষ্টির অধিষ্ঠাতৃত্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহার

সন্নিধিমাত্রে প্রকৃতির মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণাম হয়। ভাষ্যকার এ স্থলে যে দুটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে এ ভাবটী সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবেন তথেবেয়ং জগজ্জনিঃ ॥
অতআত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ সংস্থিতং।
নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ ॥

যেমন ইচ্ছাশূন্য রত্ন (চুম্বক) নিকটস্থ হইলে লৌহ আকৃষ্ট হয়, তেমনি সঙ্কল্পশূন্য পুরুষের সন্নিধিমাত্রে জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব আত্মা অর্থাৎ পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই আছে। সৃষ্টিকার্য্যে ইনি ইচ্ছাশূন্য বলিয়া ইহাঁকে কর্ত্তা নন বলা যায়, আবার সৃষ্টিকার্য্যে সন্নিধান আছে বলিয়া ইহাঁকে কর্ত্তা বলা হইয়া থাকে।

কেবল যে আদি পুরুষের সন্নিধিমাত্রে আদি সৃষ্টি হয়, তাহা নয়, বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিও জীবের সন্নিধানমাত্রে হইয়া থাকে। ইহার নির্দ্দেশার্থ নিম্ন লিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

বিশেষকার্য্যেষ্বপি জীবানাং। ৯৬ ॥

বিশেষকার্য্যেও জীবের অর্থাৎ জীবের সন্নিধানমাত্রে অধিষ্ঠাতৃত্ব।

অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চেতনের নাম জীব। (ষষ্ঠাধ্যায়ে জীবের এই লক্ষণ করা হইবে) অবান্তর সৃষ্টিসকলও জীবের সন্নিধানমাত্রে হইয়া থাকে।

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নাই যদি স্থির হইল, তবে বেদান্তবাক্যাদির উপদেশ ত বিফল হইল। এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাৎ বাক্যার্থোপদেশঃ। ৯৮ ॥

সিদ্ধ যে হরিহর ব্রহ্মাদি, তাঁহাদিগের রূপের বোধ হইবে বলিয়া অর্থাৎ তাঁহাদিগের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে বলিয়া বেদান্তাদি বাক্যার্থের উপদেশ।

বেদান্তাদি বাক্যে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অন্ধপরম্পরার উপদেশের ন্যায় বিফল নয়। তাহার উদ্দেশ্য এই, সেই উপদেশ বাক্য পাঠ করিয়া লোকপ্রসিদ্ধ যে হরিহর ব্রহ্মাদি, তাঁহাদের স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। সেই বেদান্তাদি বাক্যগুলি ইহারই প্রতিপাদক, ঈশ্বরপ্রতিপাদক নহে।

তুমি বলিলে সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের সন্নিধানমাত্রে অধিষ্ঠাতৃত্ব. সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতৃত্ব নাই, তবে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতৃত্ব কাহার? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাৎ লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বং। ৯৯ ॥

অন্তঃকরণ অর্থাৎ বুদ্ধি তৎকর্তৃক অর্থাৎ চেতন পুরুষ কর্তৃক লৌহের ন্যায় উজ্জ্বলিত হয়, সৃষ্টিকার্য্যে তাহারই মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব।

অগ্নি সংযোগে লৌহ যেমন উজ্জ্বলিত হয়, অন্তঃকরণ তেমনি চেতন পুরুষের সংযোগে উজ্জ্বলিত হইয়া চেতন-বিশিষ্টের ন্যায় আচরণ করে। তাহারই প্রকৃতির পরিণামরূপ সৃষ্টিকার্য্যে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। পুরুষের ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্তি হয় না, অন্তঃকরণের তাহা হয়। ফলতঃ সন্নিধানমাত্রে পুরুষের সৃষ্টিকার্য্যে যেমন গৌণ অধিষ্ঠাতৃত্ব, অন্তঃকরণের সেরূপ নয়। অন্তঃকরণের মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে।

এতক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় বলা হইল, এক্ষণে অনুমান প্রমাণের লক্ষণ করা হইতেছে।

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানানুমানং। ১০০ ॥

প্রতিবন্ধ দর্শন অর্থাৎ ব্যাপ্তি দর্শন-হেতুক প্রতিবদ্ধের অর্থাৎ ব্যাপকের জ্ঞানের নাম অনুমান।

প্রতিবন্ধ শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি, আর প্রতিবদ্ধ শব্দের অর্থ ব্যাপক। ধূম দর্শন করিয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান হয়। ধূম হেতু, বহ্নি সাধ্য ও পর্ব্বত পক্ষ। ধূম ব্যাপ্য ও বহ্নি ব্যাপক। উভয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপকতা-জ্ঞানের নাম ব্যাপ্তি। যেস্থলে পদার্থ প্রত্যক্ষ না হয়, সেইখানে অনুমান প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পর্ব্বতে যে অগ্নি আছে, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে না। পর্ব্বত হইতে যে ধূম উত্থিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া সেই অগ্নির অনুমান করিতে হইবে। কারণ, যেখানে যেখানে অগ্নি আছে, সেখানে সেখানে ধূম আছে, মহানসাদিতে তাহা দেখা গিয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে মহত্তত্ত্বাদি কার্য্য ও অপরার্থতাদিকে হেতু করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের অনুমান করিতে হইবে।

অতঃপর শব্দ প্রমাণের লক্ষণ করা হইতেছে।

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ। ১০১ ॥

আপ্তের অর্থাৎ বিশ্বাস-যোগ্যের যে উপদেশ, তাহা শব্দ, অর্থাৎ শব্দ প্রমাণ।

বিশ্বাস-যোগ্যের উপদেশকে আপ্ত বাক্য বলে। সেই আপ্ত বাক্যই শব্দ প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ, এই তিনটী প্রমাণের কথা বলা হইল। এ ত্রিবিধ-প্রমাণ-স্বীকারের ফল কি, গ্রন্থকার স্বয়ং তাহা বলিতেছেন।

উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ তদুপদেশঃ। ১০২ ॥

প্রমাণ-হেতুক, উভয়ের অর্থাৎ আত্মার ও অনাত্মার সিদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত তাহার অর্থাৎ প্রমাণের উপদেশ করা হইয়াছে।

উপরে যে তিনটী প্রমাণের কথা বলা হইল, তদ্দ্বারা আত্মার স্বরূপ ও আত্মভিন্ন পদার্থের স্বরূপ নিরূপিত হইবে। উহাই প্রমাণত্রয়-স্বীকারের ফল।

যে অনুমান-প্রমাণ-বলে প্রকৃতি ও পুরুষের অনুমান হয়, তাহার বর্ণন করা হইতেছে।

সামান্যতোদৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ। ১০৩ ॥

সামান্যতোদৃষ্ট নামে যে অনুমান প্রকারভেদ আছে, তাহা হইতে উভয়ের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সিদ্ধি অর্থাৎ অনুমান হইতেছে।

অনুমান তিন প্রকার। পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ আর সামান্যতোদৃষ্ট। পূর্ব্ববৎ শব্দের অর্থ এই, পূর্ব্বে যে বিষয় দৃষ্ট হইয়াছে, তজ্জাতীয়ের অনুমান। যথা পূর্ব্বে মহানসে বহ্নি দৃষ্ট হইয়াছিল, পর্ব্বতে ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান। পূর্ব্বে মহানসে দৃষ্ট তজ্জাতীয় অনুমান হইতেছে। শেষবৎ শব্দের অর্থ এই, শেষ অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বিষয় ছিল না, সেই অপ্রসিদ্ধ বিষয়ের অনুমান পূর্ব্ববৎ ও শেষবৎ এ উভয়ভিন্ন অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট বলা যায়। এই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান প্রকারভেদ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের অনুমান হইয়া থাকে। সাংখ্যসূত্রের টীকাকার পূর্ব্ববৎ শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন যে, কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান। যেমন মেঘে মতি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। আর শেষবৎ শব্দের

অর্থ এই কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান। যেমন নদীবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। সামান্যতোদৃষ্ট এ উভয় ভিন্ন। সামান্যতোদৃষ্ট শব্দের স্পষ্ট অর্থ এই, সামান্যতঃ অর্থাৎ সাধারণতঃ যেটা দেখা যায়। যেমন আম্র মুকুল দেখিয়া আম্র ফল হইবে, এই অনুমান করা হয়। তেমনি অন্য অন্য পুষ্প দেখিয়া অন্য অন্য ফল হইবে, এইরূপ অনুমান করা যায়। এ অনুমান কারণ হইতে কার্য্যের এবং কার্য্য হইতে কারণের উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। উপস্থিত স্থলে ঘটদর্শনে কুম্ভকারের ন্যায় মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে জাত জগদ্দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষের অনুমান হয়।

উপরে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণের কথা যে বলা হইল, তজ্জন্য যে ফল হয়, তাহার ভোগ কাহার হইয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

চিদবসানোভোগঃ। ১০৪॥

ভোগ চিদবসান অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষে তাহার পর্য্যবসান হয়।

পুরুষ অপরিণামী। তাহার বিষয়-ভোগ প্রতিবিম্ব গ্রহণমাত্র। বাস্তবিক ভোগ বুদ্ধিরই হইয়া থাকে। সেই ভোগ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। রাজার পরিচারকবর্গ যেমন ভোগ্য বস্তু রাজাকে দেয়, তেমনি বুদ্ধি নিজের সুখ দুঃখাদি-জ্ঞান প্রতিবিম্বরূপে পুরুষকে সমর্পণ করে। মাঘ কবিও লিখিয়াছেন "বুদ্ধের্ভোগইবাত্মনি।" বুদ্ধি নিজকৃত ভোগ আত্মাতে অর্পণ করে।

একজন কর্ত্তা হইল, আর এক জনের ফল ভোগ হইল, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

অকর্ত্তুরপি ফলভোগোঽন্নাদ্যবৎ। ১০৫॥

কর্ত্তা না হইলেও ফল ভোগ হয়, অন্ন ভোজনের ন্যায়।

একজন অন্ন প্রস্তুত করিল, তাহার পাকের কর্ত্তা সে হইল, কিন্তু অন্ন আর একজন ভোজন করিল, অর্থাৎ যে অন্ন ভোজন করিল, সে পাকের কর্ত্তা না হইয়াও পাকের ফলভোগী হইল। সেইরূপ বুদ্ধি সুখদুঃখাদির অর্জ্জনকর্ত্রী হইলেও প্রতিবিম্বরূপে পুরুষের তাহার ভোগ হইয়া থাকে।

উপরে বলা হইল, বুদ্ধির সুখদুঃখাদি ভোগের পুরুষে আরোপ হয়; কিন্তু এটী সাংখ্যমতের মুখ্য সিদ্ধান্ত নয়, মুখ্য সিদ্ধান্ত এই, বুদ্ধির কার্য্য হয়, তদ্দ্বারা ফল পুরুষে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই মুখ্য সিদ্ধান্তটীর বর্ণন করা হইতেছে।

অবিবেকাদ্বা তৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ। ১০৬ ॥

বা অর্থ অথবা অবিবেক হেতু তাহার অর্থাৎ অকর্ত্তৃনিষ্ঠ ভোগের কর্ত্তাতে সিদ্ধি হয়, তাহাতেই কর্ত্তা ফলভোগী এই জ্ঞান হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে আছে ভোক্তার ফল হয়, লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যাইতেছে "আমি করিতেছি, আমি ভোজন করিতেছি, আমি সুখী হইতেছি" ইত্যাদি প্রকার বলিলে ভোক্তারই ফলভোগ হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে, পুরুষেরই সুখদুঃখাদি-ফলভোগ হয়, বুদ্ধির কার্য্য তাহার দ্বারস্বরূপ হয় এই মাত্র। তবে যে বুদ্ধির ভোগ হয়, এই কথা বলা যায় সেটী অবিবেক হেতু, অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান না থাকাতে বলা হইয়া থাকে। ফলতঃ বুদ্ধি-কার্য্য করে, পুরুষ ফলভোগী হয়।

উপরে প্রত্যক্ষাদি ত্রিবিধ প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফল প্রমাজ্ঞান, প্রমা জ্ঞান দ্বারা প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়। এক্ষণে প্রমেয়সিদ্ধির ফল বলা হইতেছে।

নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে। ১০৭ ॥

তত্ত্বাখ্যান অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে উভয় অর্থাৎ সুখ দুঃখ থাকে না।

উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণ জ্ঞানের ফল এই, তদ্দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে সুখ দুঃখ আদি থাকে না। শ্রুতি আছে "বিদ্বান্ হর্ষশোকৌ জহাতি" যে ব্যক্তি বিবেকের দ্বারা বুঝিতে পারে, সে হর্ষশোক পরিত্যাগ করে। যুক্তিতেও ইহা বুঝা যাইতেছে, [illegible] জ্ঞান হইলে হর্ষশোকে অভিভূত হইতে হয় না।

প্রকৃতি ও পুরুষের অনুমান বিষয়ে যে [illegible] আছে, [illegible] তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমে প্রত্যক্ষাদি [illegible] হইতেছে।

বিষয়োঽবিষয়োঽপ্যতিদূরাদের্হানোপাদানাভ্যা-মিন্দ্রিয়স্য। ১০৮॥

বিদ্যমান পদার্থও অতি দূরত্বাদি দোষে পরিত্যাগ ও গ্রহণ হেতু কখন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় আর কখন অবিষয় হয়।

দেখিতে না পাইলেই পদার্থ নাই, এ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না। কারণ, অতি দূরে থাকিলে অথবা সমকালে না থাকিলে ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই বিষয়ের জ্ঞান হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ নাই সিদ্ধান্ত করা অতিশয় অসঙ্গত। অতি দূরাদি দোষগুলি বৈদিক কারিকাদ্বারা বিশেষরূপে তাহার গণনা করা হইয়াছে। যথাঃ—

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥

অতি দূর, সামীপ্য, ইন্দ্রিয়প্রতিবন্ধ, মনের অস্থিরতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, জ্ঞানের অভিভব এবং সমান বস্তুর সংমিলন, যথা মাহিষ দুগ্ধে গব্য মিশাইলে জানিতে পারা যায় না।

ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রাহিতার প্রতিবন্ধক অতি দূরাদি অনেকগুলি দোষের কীর্ত্তন করা হইল, উহার মধ্যে যে দোষটী প্রকৃতি ও পুরুষের উপলব্ধির প্রতিবন্ধক, অতঃপর তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধিঃ। ১০৯॥

সূক্ষ্মতা হেতু তাহার অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের উপলব্ধি হয় না।

প্রকৃতি ও পুরুষ সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এস্থলে সূক্ষ্মশব্দের অর্থ অণুপরিমাণ নহে। কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বব্যাপী। অণুপরিমাণের বিশ্বব্যাপী হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এখানে সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ অবয়বশূন্য। প্রকৃতি ও পুরুষ কাহারই যে প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা নয়, যোগিদিগের যোগবলে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

প্রকৃতি ও পুরুষ নাই, এই কথা বলিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়, তাহার সূক্ষ্মতা কল্পনার প্রয়োজন কি? শশশৃঙ্গের শৃঙ্গ নাই। তুমি কি বলিবে, শশের শৃঙ্গ আছে, সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন।

কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেঃ। ১১০ ॥

কার্য্যদর্শন হেতু প্রকৃতি ও পুরুষের উপলব্ধি হইতেছে।

প্রকৃতি ও পুরুষের সূক্ষ্মতা কল্পনা অপেক্ষা প্রকৃতি পুরুষ নাই, এই কথা বলাই উত্তম, তুমি এ কথা বলিতে পার না। কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কার্য্যকে হেতু করিয়া তাহার সত্তার অনুমান করা সুসঙ্গত হয়।

সাংখ্য মতে কার্য্য নিত্য, কিন্তু প্রতিবাদী নিত্য বলে না। নিম্নলিখিত সূত্রে সেই আশঙ্কা করা হইতেছে।

বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তদসিদ্ধিরিতি চেৎ। ১১১ ॥

প্রতিবাদির আপত্তি হেতু তাহার অর্থাৎ নিত্যকার্য্যের সিদ্ধি হয় না যদি এ কথা বল।

সূত্রকার নিম্নলিখিতরূপে ইহার সমাধান করিতেছেন।

তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যা একতরসিদ্ধের্নাপলাপঃ। ১১২ ॥

তথাপি অর্থাৎ কার্য্য নিত্য না হইলেও একতরের অর্থাৎ কার্য্যের দর্শন হেতু একতরের অর্থাৎ কারণের সিদ্ধির অপলাপ হইতে পারে না।

সূত্রকার বিচারমুখে কহিতেছেন, ভাল কার্য্য নিত্য না হউক, কিন্তু যখন কার্য্য দেখা যাইতেছে, তখন তাহার কারণ অবশ্য আছে, তাহার অপলাপ হইতে পারে না। অতএব কার্য্যের যে একটী নিত্য কারণ আছে তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

কার্য্য যে নিত্য, তাহার বিশেষ প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ। ১১৩ ॥

কার্য্য যে ত্রিবিধ তাহার বিরোধ ঘটিয়া উঠে।

সকল কার্য্যের ত্রিবিধ অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সকলেই এ কথা বলিয়া থাকেন। কার্য্য যদি নিত্য হয়, তাহা হইলেই তাহার তিনটী অবস্থা বেশ বুঝা যায়, কারণ ঘট অতীত ঘট ভবিষ্যৎ ও ঘট বর্ত্তমান এ কথা বলিলে ঘট যে অতীত ভবিষ্যৎ [illegible] [illegible] যাইতে পারে। কিন্তু কার্য্য অনিত্য হইলে এই ত্রিবিধ [illegible] বিরোধ উপস্থিত হয়। কার্য্যের অনিত্যতাপক্ষে ঘট অতীত বলিলে [illegible] [illegible]

বুঝিয়া যায়, কিন্তু ঘটরূপ কার্য্যের যে অতীত অবস্থা তাহা বুঝায় না।

কার্য্য যে নিত্য, তাহার আরও প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ। ১১৪ ॥

অসতের অর্থাৎ যাহা নাই তাহার উৎপত্তি হয় না, মনুষ্য শৃঙ্গের ন্যায়।

মনুষ্যের শৃঙ্গ নাই, তাহার উৎপত্তিও হয় নাই। এইরূপ যে পদার্থের সত্তাই নাই, তাহার উৎপত্তি সম্ভাবিত নয়। কার্য্য যে নিত্য, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ফলতঃ কার্য্য নিত্য আছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানভেদে তাহার অবস্থা প্রকাশ হয়, এইমাত্র।

যাহা নাই তাহার যে উৎপত্তি হয় না, তাহার কারণের নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

উপাদাননিয়মাৎ। ১১৫ ॥

উপাদান কারণের নিয়ম আছে বলিয়া যাহা নাই তাহার উৎপত্তি হয় না।

মৃত্তিকাতেই ঘট হয়, সূত্রই বস্ত্র হয়, কার্য্যের প্রতি এইরূপ উপাদান কারণের নিয়ম আছে। মৃত্তিকা ও সূত্র ঘট ও বস্ত্রের উপাদান কারণ। যখন সকল পদার্থের উপাদান কারণের নিয়ম আছে, তখন যে পদার্থ নাই তাহার উপাদান কারণেরও নিয়ম নাই, তাহার উৎপত্তিও হইতে পারে না। অসতের উৎপত্তি হয় না বলিয়া পূর্ব্বে যে সূত্র কথা হইয়াছে, এই হেতু নির্দ্দেশ দ্বারা তাহা দৃঢ়ীকৃত হইল। ফলতঃ কার্য্য যে নিত্য এই সিদ্ধান্ত বলবৎ হইল।

উপরে উপাদান নিয়মের যে কথা বলা হইল, এক্ষণে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ। ১১৬ ॥

উপাদান নিয়ম থাকাতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল বিষয়ের সম্ভব হয় না।

তন্তু পটের ও মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ, এইরূপ নিয়ম যদি না থাকে তাহা হইলে সকল স্থানে সর্ব্বদা সকল পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে; [illegible] পদার্থের উপাদান কারণ নিয়মিত থাকাতে তাহা হয় না, [illegible] নিত্য এই সিদ্ধান্ত হইতেছে। কারণ, কার্য্য নিত্য ব্যবস্থিত না হইলে তাহার উপাদান কারণের নিয়ম থাকিতে পারে না।

যাহা নাই তাহার উৎপত্তি হয় না পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, তাহার অন্য অন্য প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

শক্তস্য শক্যকরণাৎ। ১১৭ ॥

শক্ত অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্ট যে হয় সে শক্য অর্থাৎ সেই শক্তির যোগ্য যে কার্য্য তাহা করিয়া দেয়।

যে কার্য্য করিবার যাহার যে শক্তি আছে, সে সেই শক্তির যোগ্য কার্য্য উৎপন্ন করিতে পারে। উপাদান কারণই কার্য্য করিবার শক্তিসম্পন্ন। যে কার্য্য নিত্য নয়, তাহার উৎপাদনকারিণী শক্তি সম্পন্ন উপাদান কারণও নাই। এতদ্দ্বারা এই স্থির হইতেছে, অসতের উৎপত্তি হয় না।

অসতের যে উৎপত্তি হয় না তাহার অপর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কারণভাবাচ্চ। ১১৮ ॥

কারণভাব অর্থাৎ কারণের সহিত অভেদভাব হেতুকও কার্য্যের নিত্যতা সিদ্ধি হইতেছে। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সহিত কার্য্যের অভেদের কথা ও শুনিতে পাওয়া যায়।

কার্য্য যদি নিত্য না হয়, তাহার উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সহিত তাহার অভেদের শ্রুতি থাকা সম্ভবিত নয়। শ্রুতি যথা—তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। আপ এবেদমগ্র আসুরিত্যাদি। অগ্রে এই জগৎ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান ছিল, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যাহা ছিল না তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্য যে সৎ অর্থাৎ নিত্য এতদ্দ্বারা তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

এস্থলে প্রতিবাদির নিম্নলিখিত প্রকার তর্কের আশঙ্কা করা হইতেছে।

ন ভাবে ভাবযোগশ্চেৎ। ১১৯ ॥ [illegible]

কার্য্য ভাবরূপ অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমান হইলে [illegible] ভাবযোগ অর্থাৎ উৎপত্তিযোগ সম্ভবে না। যদি এ কথা বল [illegible]

কার্য্য যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে কার্য্য [illegible] বিদ্যমান হইল। যে নিত্য বিদ্যমান [illegible]

অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থেরই উৎপত্তি [illegible]

যায় যদি এ কথা বল। [illegible]

সূত্রকার প্রতিবাদির এই আশঙ্কার নিম্নলিখিত পরিহার করিতেছেন।

নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ ॥ ১২০ ॥

ন অর্থাৎ তুমি যে বিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তির আশঙ্কা করিয়েছ, তাহা নয়, অভিব্যক্তি নিবন্ধন উৎপত্তির ব্যবহার ও অব্যবহার।

কার্য্যের উৎপত্তির ব্যবহার আর অব্যবহারে কার্য্যের অভিব্যক্তি-নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ কার্য্যের অবস্থান্তর পরিণাম মাত্র, যাহা ছিল না অথবা নাই তাহার উৎপত্তি, অভিব্যক্তি শব্দের এ অর্থ নয়। তিল হইতে তৈল হয়। তিলেতে তৈল আছে, নিষ্পীড়ন দ্বারা তাহার অবস্থান্তররূপ অভিব্যক্তি হয় মাত্র। তিলে যদি তৈল না থাকিত, নিষ্পীড়ন দ্বারা তৈলরূপ নূতন পদার্থ যদি নির্গত হইত, তাহা হইলে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হইল, এ কথা বলা যাইত। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহার অর্থ এই, কারণ ব্যাপার কার্য্যের অবস্থান্তর পরিণাম জন্মাইয়া দেয় এই মাত্র। যেখানে সেই পরিণাম জন্মে, সেখানে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইল; এই ব্যবহার হয়, আর যেখানে সে পরিণাম না জন্মে, কার্য্যের উৎপত্তি হইল না এই ব্যবহার হয়। বাস্তবিক নূতন উৎপত্তি হয় না। অতএব তুমি যাহা ছিল না তাহার নূতন উৎপত্তি হয় বলিয়া যে আশঙ্কা করিয়াছিলে তাহা অকিঞ্চিৎকর হইল।

ভাল কার্য্য যেন নিত্য হইল, তাহার উৎপত্তিশব্দে অবস্থান্তরপ্রকাশ বুঝায় এই অর্থ করিলে, কিন্তু আমরা কার্য্যের নাশ দেখিতে পাইতেছি, নিত্য কার্য্যের নাশ কিরূপে হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥ ১২১ ॥

কারণে কার্য্যের যে লয় হয়, তাহাকে কার্য্যের নাশ বলা যায়।

লী ধাতুর অর্থ সংলগ্ন হওয়া। লী ধাতু হইতে লয় শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। কারণে কার্য্যের লয় হয়। ইহার অর্থ এই, কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ঘট বিনষ্ট হইল বলিলে এই বুঝিতে হইবে, ঘটরূপ কার্য্য কারণ [illegible] সূক্ষ্মরূপে লীন হইল। অতএব কার্য্যের নিত্যতা [illegible] প্রতিবাদী যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইল। ঘটকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া

আপাততঃ বোধ হয় বটে যে ঘটরূপ কার্য্যের বিনাশ হইল, বাস্তবিক তাহা হয় না, কারণে তাহার লয় হয় মাত্র। লয়ও কার্য্যের অবস্থাবিশেষ।

ভাল কার্য্য যেন নিত্য হইল, তাহার উৎপত্তিকালে যেন তাহার অবস্থান্তর পরিণামরূপ অভিব্যক্তি বুঝাইল. কিন্তু অভিব্যক্তির আবার অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবে। যেমন স্বর্ণ হইতে কুণ্ডল হইল, তাহা হইতে আবার বলায় হইল। এরূপ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকারে অনবস্থা দোষ ঘটিতে পারে। এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

পারম্পর্য্যতোঽন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ। ১২২ ॥

বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরম্পরারূপে অন্বেষণা অর্থাৎ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবে।

অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকারে অনবস্থা দোষ ঘটে বটে, কিন্তু অন্য অন্য স্থলের ন্যায় সূত্রকারের মতে এখানে এ অনবস্থা দোষাবহ নহে। এখানকার এ অনবস্থার প্রামাণিকতা প্রতিপাদন নিমিত্ত বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। বীজাঙ্কুর ঘটিত অনবস্থা অপরিহার্য্য। যথাঃ বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিল। সেই অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল। তাহাতে ফল হইয়া বীজ জন্মিল। সেই বীজ হইতে পুনরায় অঙ্কুর হইল। এ অনবস্থা স্বীকার না করিলে চলে না। অতএব প্রতিবাদী অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকারে অনবস্থা দোষের যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যকারিণী হইতেছে না।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ অনবস্থা দোষও ঘটে না। ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

উৎপত্তিবদ্বাঽদোষঃ। ১২৩ ॥

উৎপত্তির ন্যায় অভিব্যক্তিকে বলিলে দোষ হয় না, অর্থাৎ অনবস্থা দোষ ঘটে না।

কার্য্যের অনিত্যতাবাদী বৈশেষিকেরা যেমন ঘটোৎপত্তির উৎপত্তিকে স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমরাও তেমনি অভিব্যক্তির অভিব্যক্তিকে স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। তাহা হইলে আর অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নয়। অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি যদি স্বতন্ত্র না হইল তবে আর অনবস্থা দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা কি ?

কার্য্যের নিত্যতা প্রতিপাদিত হইল, এক্ষণে কার্য্যের যে কয়েকটী সাধারণ ধর্ম্ম আছে, তাহার বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং। ১২৪॥

লিঙ্গ অর্থাৎ কার্য্যজাত কারণবিশিষ্ট, বিনাশশীল, অব্যাপক, ক্রিয়াবিশিষ্ট, অনেক ও আশ্রিত।

কার্য্যকে লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু করিয়া কারণের অনুমান করা হয়। এই নিমিত্ত সূত্রে লিঙ্গ শব্দে কার্য্য অভিপ্রেত হইয়াছে। সমুদয় কার্য্যেরই সাধারণ্যে যে কয়টী গুণ আছে, সূত্রে লিঙ্গ শব্দের বিশেষণরূপে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। কার্য্যের প্রথম বিশেষণ হেতুমৎ। কারণ না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। এই নিমিত্ত ইহাকে হেতুমৎ অর্থাৎ কারণানুগত বলা হইয়াছে। যে কোন কার্য্য হউক,তাহার একটী না একটী কারণ আছে সন্দেহ নাই। অপর বিশেষণ অনিত্য। অনিত্য শব্দের এখানে বিনাশী অর্থ, কারণে লয়গামী এই অর্থ করিতে হইবে। অসদুৎপাদবাদী বৈশেষিকাদির ন্যায় সাংখ্যমতে কার্য্য বিনাশী নয়, কারণে উহার লয় হয় মাত্র কার্য্য অব্যাপক। প্রকৃতি ব্যাপক, সুতরাং কার্য্য অব্যাপক। কার্য্য শব্দের আর এক বিশেষণ সক্রিয়। ইহার অর্থ এই নিয়ত নানা ক্রিয়াকারী। যেমন দেহ কার্য্য তাহার গতাগতি প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া আছে। কার্য্য অনেক অর্থাৎ সৃষ্টিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কার্য্যের অপর বিশেষণ আশ্রিত। অপরকে আশ্রয় না করিয়া কার্য্য হয় না। যেমন ঘট একটী কার্য্য কপাল দ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

উপরে কার্য্যের হেতুমৎ এই যে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে কার্য্য ও কারণ ভিন্ন। কার্য্য যে কারণের অতিরিক্ত এক্ষণে তাহার অন্য প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

আঞ্জস্যাদভেদতোবা গুণসামান্যাদেস্তৎসিদ্ধিঃ প্রধানব্যপদেশাদ্বা। ১২৫॥

আঞ্জস্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শন গুণসামান্যাদির অভেদ অথবা প্রধানের ব্যবদেশ অর্থাৎ শ্রুতি হেতু তাহার অর্থাৎ কারণাতিরিক্ত কার্য্যের সিদ্ধ হইতেছে।

আঞ্জস্য শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ দর্শন। কার্য্য যে কারণ হইতে অতিরিক্ত,কোন

কোন স্থলে সহজে তাহার প্রত্যক্ষ হয়। যেমন তন্তু বস্ত্রের কারণ, বস্ত্র কার্য্য। স্থূলতাদি গুণ দ্বারা বস্ত্র যে কারণাতিরিক্ত পদার্থ, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সূতাগুলি সরু, যখন তাহা হইতে বস্ত্র হইল, তাহা অনেক পুরু হইল, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন। কোন কোন স্থলে গুণসামান্যাদির অভেদ হেতু কার্য্যকে কারণাতিরিক্ত বলিয়া জানিতে পারা যায়। যেমন মহদাদি কার্য্য। এ গুলির অধ্যবসায় প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। ইহাদের কারণ যে প্রকৃতি, তাহার সে গুণ নাই। অতএব মহদাদি যে প্রকৃতির অতিরিক্ত তাহা অনুমিত হইতেছে। কোন কোন স্থলে প্রধান ব্যপদেশ অর্থাৎ প্রধান-বোধক শ্রুতি আছে। তাহাতেও কারণাতিরিক্ত কার্য্য সিদ্ধি হইতেছে। প্রধান শব্দের অর্থ প্রকৃতি। প্র পূর্ব্বক ধ ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় করিয়া প্রধান শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। কার্য্যসকলের যাহাতে প্রকৃষ্টরূপে আধান হয়, তাহার নাম প্রধান। কার্য্য কারণের ভেদ ব্যতিরেকে প্রধান শব্দের এ ব্যুৎপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না। আধার আর আধেয় এক পদার্থ নহে।

এক্ষণে কার্য্য ও কারণ উভয়েরই সামান্য ধর্ম্ম প্রদর্শিত হইতেছে।

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ। ১২৬ ॥

ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্বাদি কতকগুলি গুণ দুইয়ের অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ উভয়ের সমান ধর্ম্ম।

গুণ তিনটী যথা সত্ত্ব রজ ও তম। এ তিনটী গুণ কার্য্য ও কারণ উভয়েরই আছে। মহদাদির কারণ যে প্রকৃতি, তাহাতে সত্ত্ব রজ ও তম তিনটী গুণ প্রধানরূপে বর্ত্তমান। আবার মহদাদি যখন অহঙ্কারাদির কারণ হয়, তখন তাহাতেও সত্ত্ব রজ তম এ তিন গুণ থাকে। তবেই প্রমাণ হইল, কার্য্য ও কারণ উভয়েই ত্রিগুণত্বধর্ম্ম আছে। এক চেতন পুরুষ ভিন্ন প্রকৃত্যাদি সকলেই অচেতন। অতএব অচেতনত্বধর্ম্ম কার্য্য ও কারণ উভয়েই তুল্যরূপে বর্ত্তিতেছে। ত্রিগুণাচেতনত্বাদি এই আদি শব্দে প্রসবশীলতা প্রভৃতি বুঝাইতেছে। প্রকৃতি মহদাদিকে প্রসব করে, আবার মহদাদি অহঙ্কারাদিকে প্রসব করে।

এক্ষণে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর বৈধর্ম্ম্যের কথা বলা হইতেছে।

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যং। ১২৭ ॥

প্রীতি অপ্রীতি ও বিষাদাদি দ্বারা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য আছে।

প্রীতি ও সন্তোষ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, রজ ও তমোগুণের বিধর্ম্ম। ঐরূপ অপ্রীতি ও অসন্তোষ রজোগুণের ধর্ম্ম,সত্ত্ব ও তমোগুণের বিধর্ম্ম। ঐরূপ বিষাদ তমোগুণের ধর্ম্ম, সত্ত্ব ও রজোগুণের বিধর্ম্ম। পঞ্চশিখাচার্য্য সত্ত্বাদি-গুণের নিম্নলিখিতপ্রকার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। যথাঃ—সত্ত্বগুণ প্রসাদ লাঘব-প্রীতি-তিতিক্ষাদিরূপে অনন্তপ্রকার। সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে যে ইহা সুখাত্মক। এইরূপ রজোগুণও শোকাদিভেদে নানাবিধ হয়। সংক্ষেপে ইহাকে দুঃখাত্মক বলা যায়। তমোগুণও নিদ্রাদিভেদে নানাপ্রকার। সংক্ষেপে ইহা মোহাত্মক।

পূর্ব্বসূত্রে সত্ত্বাদিগুণের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য বর্ণিত হইল,এক্ষণে উহার সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য উভয় প্রতিপাদিত হইতেছে।

লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানাং ॥ ১২৮ ॥

লঘুত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা গুণের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য উভয় হয়।

সূত্রে যে লঘু শব্দ আছে, উহার ভাবপ্রধান নির্দ্দেশ। লঘু শব্দে লঘুত্ব বুঝিতে হইবে। লঘুত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য উভয়ই হইয়া থাকে। যতপ্রকার সত্ত্বগুণ আছে, লঘুত্ব সে সমুদায়েরই স্বধর্ম্ম, পক্ষান্তরে রজোগুণ ও তমোগুণের বিধর্ম্ম। ঐরূপ যতপ্রকার রজোগুণ আছে, চাঞ্চল্য তাহার স্বধর্ম্ম এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের বিধর্ম্ম। ঐরূপ যতপ্রকার তমোগুণ আছে, গুরুত্ব তাহার স্বধর্ম্ম এবং সত্ত্ব ও রজো-গুণের বিধর্ম্ম।

তুমি মহদাদিকে প্রকৃতির কার্য্য কহিতেছ, মহদাদিকে হেতু করিয়া প্রকৃতির অনুমান করিতেছ, কিন্তু মহদাদি যে প্রকৃতির কার্য্য, তাহার প্রমাণ কি? এই আকাঙ্ক্ষায় সূত্রকার কহিতেছেন।

উভয়ান্যত্বাৎ কার্য্যত্বং মহদাদের্ঘটাদিবৎ। ১২৯ ॥

মহদাদি উভয় অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন। অতএব মহদাদি কার্য্য, ঘটাদির ন্যায়।

কার্য্য কারণ হইতে সচরাচর ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন ঘট ঘটের কারণ যে মৃত্তিকা দণ্ড সূত্র কুম্ভকারাদি, তাহা হইতে ভিন্ন, তেমনি মহদাদি উহা-দিগের কারণ যে প্রকৃতি ও পুরুষ, তাহা হইতে ভিন্ন। অতএব মহদাদি কার্য্য, এই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

মহদাদি যে কার্য্য, তাহার কারণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

পরিমাণাৎ। ১৩০॥

মহদাদির পরিমাণ আছে, অতএব উহা কার্য্য। প্রকৃতির পরিমাণ অর্থাৎ পরিচ্ছেদ নাই। প্রকৃতি অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্যাপক। পক্ষান্তরে মহদাদির পরিমাণ অর্থাৎ পরিচ্ছেদ আছে। মহদাদি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্য। যে ব্যাপ্য হয়, সে কার্য্য। যথা ধূম ও বহ্নি। ধূম ব্যাপ্য ও বহ্নি ব্যাপক। ধূম কার্য্য ও বহ্নি কারণ।

মহদাদির কার্য্যত্বের অপর প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সমন্বয়াৎ। ১৩১॥

সমন্বয়হেতু অর্থাৎ পুষ্টিযোগহেতু মহদাদি যে কার্য্য, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

বুদ্ধ্যাদিতত্ত্ব উপবাসাদির দ্বারা ক্ষীণ হইলে অন্নরসাদি অনুগত হইয়া তাহার পুনর্ব্বায় পুষ্টি করিয়া দেয়। এই সমন্বয় হেতু মহদাদির কার্য্যত্ব অবধারিত হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ নিরবয়ব, সুতরাং উপবাসাদির দ্বারা তাহাদের ক্ষয় ও অন্নাদি দ্বারা পুষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষ যে কারণ ও মহদাদি যে কার্য্য তাহা অবধারিত হইতেছে। সং ও অনু-উপসর্গ পূর্ব্বক অয় ধাতু হইতে সমন্বয় শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। সমন্বয় শব্দের অর্থ অনুগত হইয়া কার্য্য করা। যথা অন্নরসাদি অনুগত হইয়া উপবাসাদির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত বুদ্ধ্যাদিতত্ত্বের উপচয় করিয়া দেয়। এই ক্ষয় ও পুষ্টির বোধক শ্রুতি আছে। যথা—মনের বিষয়ে বলা হইতেছে "এবং তে সৌম্য ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ সান্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালীদিতি॥" ষোড়শ কলার এক কলামাত্র অবশিষ্ট ছিল, সেই একটী কলা অন্ন দ্বারা পরিপোষিত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মহদাদি যে কার্য্য, তাহার আরও প্রমাণ দেখান হইতেছে।

শক্তিতশ্চেতি। ১৩২॥

শক্তি অর্থাৎ করণতাহেতুকও মহদাদি যে কার্য্য, তাহা স্থির হইতেছে।

শক্তি শব্দে এখানে করণ অভিপ্রেত। করণের বিষয়ার্পণশক্তি আছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিকে বহিঃ পদার্থের জ্ঞান অর্পণ করে। প্রকৃতি

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষের বিষয় জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারে না। মহত্তত্ত্ব পুরুষের বিষয়জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারে। অতএব মহত্তত্ত্ব পুরুষের করণ স্বরূপ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিষয়জ্ঞানের কারণ, সে যেমন কার্য্য, মহত্তত্ত্বও তেমনি পুরুষের বিষয়জ্ঞানের করণ, অতএব সে কার্য্য। মহত্তত্ত্বের ন্যায় অহঙ্কারাদিও করণ। অতএব উহারাও কার্য্য।

মহদাদি যে কার্য্য, ব্যতিরেকমুখে তাহার একটী প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষোবা। ১৩৩ ॥

তাহার অর্থাৎ কার্য্যত্বের হানি স্বীকার করিলে প্রকৃতি অথবা পুরুষ বুঝায়।

কার্য্য নয় এমন যদি কিছু থাকে, সে প্রকৃতি অথবা পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন কার্য্য নয় এমন কিছুই নাই। মহদাদি প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন। অতএব কার্য্য, এই সিদ্ধান্ত হইতেছে। প্রকৃতির মহত্তত্ত্বাদিরূপ পরিণাম অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তৃত্ব আছে, পুরুষ অপরিণামী। সাংখ্যমতের মুখ্য সিদ্ধান্ত এই, প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন কার্য্য নয় এমন কিছুই নাই।

প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন কার্য্য নয় এমন যে কিছু নাই, নিম্নলিখিত সূত্রে বিশদরূপে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

তয়োরন্যত্বে তুচ্ছত্বং। ১৩৪ ॥

সেই দুইয়ের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের অন্যত্বে অর্থাৎ তদ্ভিন্নের অকার্য্যত্বে তুচ্ছত্ব অর্থাৎ প্রমাণের অভাব।

শশের শৃঙ্গ যেমন নাই, তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন কার্য্য নয় এমন কিছুই নাই। প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন সকলই যখন কার্য্য বলিয়া স্থির হইল, তখন মহদাদি যে কার্য্য, সে সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হইতেছে না। এখানে তুচ্ছত্ব শব্দের অর্থ প্রমাণের অভাব।

মহদাদি যে কার্য্য, তাহা স্থির হইল, সেই কার্য্যকে হেতু করিয়া প্রকৃতির যে অনুমান করা যায়, তদ্বিষয়ে কিছু বিশেষ বলা হইতেছে।

কার্য্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ। ১৩৫ ॥

কার্য্য যে মহত্তত্ত্বাদি, তাহাকে হেতু করিয়া কারণ যে প্রকৃতি তাহার অনুমান হয়। সেই অনুমান কার্য্যের সহচরিত ভাবেই হইয়া থাকে।

মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ। অতএব মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা

প্রকৃতির যে অনুমান হয়, তাহা প্রকৃতির সহচরিত ভাবেই হইয়া থাকে, বিপরীত ভাবে হয় না। যেমন তিলে তৈলের অনুমান।

এক্ষণে প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বাদি-কার্য্যের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য বিবেচিত হইতেছে।

অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ। ১৩৬ ॥

মূল কারণ যে প্রকৃতি, তাহা ত্রিগুণালিঙ্গ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম। ত্রিগুণশব্দের অর্থ তিন গুণবিশিষ্ট, লিঙ্গ শব্দের অর্থ হেতু। মহত্তত্ত্বকে হেতু করিয়া প্রকৃতির অনুমান হয়। মহত্তত্ত্ব সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণবিশিষ্ট। অতএব ত্রিগুণ লিঙ্গ শব্দে মহত্তত্ত্ব বুঝাইবে।

মহত্তত্ত্ব সুখদুঃখমোহাত্মক। সুখাদির সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব সুখদুঃখমোহাত্মক মহত্তত্ত্বকে ব্যক্ত বলা যায়। প্রকৃতির গুণের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব সে মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্ত। ফলতঃ প্রকৃতি অতিশয় অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব তদপেক্ষা ব্যক্ত। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত যে সূক্ষ্মতা, তাহাই উভয়ের বৈধর্ম্ম্য হইল।

প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইল, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করাই ভাল। এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

তৎকার্য্যতস্তৎসিদ্ধের্নাপলাপঃ। ১৩৭ ॥

তাহার অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য হইতে তাহার অর্থাৎ প্রকৃতির সিদ্ধি হইতেছে। অতএব প্রকৃতির অপলাপ হইতে পারে না।

কার্য্য দেখিয়া প্রকৃতির যে অনুমান হয়, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। এখন পুনরায় সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রকৃতির অনুমানবিষয়ক বিশেষ বিশেষ কথার বিস্তারিতরূপে বিচার করা হইল, এক্ষণে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত পুরুষের অনুমানগত যে বিশেষ, তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

সামান্যেন বিবাদাভাবাৎ ধর্ম্মবন্ন সাধনং। ১৩৮ ॥

সামান্যতঃ যে বিষয়ে বিবাদ নাই, তাহার সাধনের প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্মের ন্যায়।

প্রকৃতির সত্তাবিষয়ে বিবাদ আছে। অতএব তাহার সত্তা প্রমাণ করিবার অপেক্ষা হইয়াছিল। পুরুষের সত্তাবিষয়ে সেরূপ বিবাদ নাই। অতএব

তাহার সত্তা প্রমাণ করিবার অপেক্ষা নাই। ধর্ম্মের ন্যায়। বৌদ্ধেরাও তপ্ত শিলার আরোপণরূপ ধর্ম্ম স্বীকার করে। পুরুষ চেতনস্বরূপ। তাঁহার অপলাপ করিলে জগৎ অন্ধ হইয়া যায়। আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অহং পদার্থে বৌদ্ধদিগেরও বিবাদ নাই। আমি বলিলেই আত্মা অর্থৎ পুরুষ বুঝা যায়।

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্। ১৩৯ ॥

পুরুষ শরীরাদির অতিরিক্ত।

শরীর আদি করিয়া প্রকৃতি পর্য্যন্ত যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আছে, পুরুষ তদতিরিক্ত। তিনি ফল-ভোক্তা। এ স্থলে ভোক্তৃত্ব শব্দের অর্থ এই, উদাসীন ভাবে কার্য্য দর্শন।

পুরুষসিদ্ধির প্রতি নিম্নে কয়েকটী হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

সংহতপরার্থত্বাৎ। ১৪০ ॥

সংহতের অর্থাৎ প্রকৃত্যাদির পরার্থতা হেতু পুরুষসিদ্ধি হইতেছে।

যেমন শয্যাদি পরের ভোগার্থ, তেমনি সংহত অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি পরার্থ হয়। যে সংহত হয়,সে পরার্থ হয়, আর যে সংহত না হয়, সে পরার্থ হয় না। পুরুষ অসংহত, তাহার পরার্থতা নাই। অতএব সংহত দেহাদির অতিরিক্ত পুরুষসিদ্ধি হইতেছে। সং পূর্ব্ব হন ধাতু হইতে সংহত শব্দ হইয়াছে। সংহনন শব্দের অর্থ আরম্ভক সংযোগ। দেহাদি পরস্পর অবয়ব সংযোগ হইতে সম্পন্ন হয়।

পুরুষসিদ্ধির প্রতি অপর হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ। ১৪১ ॥

ত্রিগুণাদির অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহাত্মকত্বাদির বিপর্য্যয় অর্থাৎ বৈপরীত্য হেতুক পুরুষসিদ্ধি হইতেছে।

সুখ দুঃখ মোহাদি শরীরাদির ধর্ম্ম, পুরুষে তাহা সম্ভাবিত নহে। পুরুষে তাহার বিপর্য্যয় আছে বলিয়া পুরুষসিদ্ধি হইতেছে। পুরুষকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুরুষের পারমার্থিক সুখ-দুঃখাদি নাই।

পুরুষ সিদ্ধির প্রতি অপর কারণের উল্লেখ করা হইতেছে।

অধিষ্ঠানাচ্চেতি। ১৪২॥

অধিষ্ঠান হেতুকও অধিষ্ঠেয় শরীরাদি প্রকৃতি পর্যান্ত হইতে ভিন্ন পুরুষ-সিদ্ধি হইতেছে।

সৃষ্টি কার্য্যে পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ এ স্থলে সংযোগ। সেই সংযোগ প্রকৃতির পরিণামরূপ সৃষ্টির কারণ। পুরুষ অধিষ্ঠাতা, প্রকৃত্যাদি অধিষ্ঠেয়। অধিষ্ঠেয় আর অধিষ্ঠাতা এক পদার্থ নহে। উভয়ের এই প্রকার অধিষ্ঠাতৃ ও অধিষ্ঠেয় ভাব থাকাতেই প্রকৃত্যাদি ভিন্ন স্বতন্ত্র পুরুষসিদ্ধি হইতেছে।

নিম্নলিখিত দুটী সূত্র দ্বারা পুরুষানুমানের প্রতি অনুকূল তর্ক প্রদর্শিত হইতেছে।

ভোক্তৃভাবাৎ। ১৪৩॥

ভোক্তৃত্ব হেতু পুরুষ সিদ্ধি হইতেছে।

শরীরাদি প্রকৃতি পর্য্যান্তের ভোক্তৃত্ব নাই, একমাত্র পুরুষই ভোক্তা। এই ভোক্তৃভাব হেতুক স্বতন্ত্র পুরুষসিদ্ধি হইতেছে। সুখদুঃখাদি শরীরাদির ধর্ম্ম। শরীরাদিই সেই সুখদুঃখাদির ভোক্তা, যদি এ কথা বল, তাহা হইলে কর্ম্ম-কর্তৃ বিরোধ ঘটিয়া উঠে। সুখদুঃখাদিময় শরীরাদি ভিন্ন সুখাদির ভোক্তা যে আর একজন আছেন, এটী অনুভবসিদ্ধ।

অপর—

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ। ১৪৪॥

কৈবল্য অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি-হেতুকও পুরুষসিদ্ধি হইতেছে।

কৈবল্য শব্দের অর্থ মোক্ষ। সাংখ্যকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে দুঃখ ভোগ করে, তাহারই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি জন্মে। পুরুষ সেই দুঃখের ভোক্তা, সুতরাং পুরুষেরই তাহার নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অতএব স্বতন্ত্র পুরুষ সিদ্ধি হইতেছে। শরীরাদি দুঃখের ভোগ্য। অতএব তাহাদিগের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি জন্মে, এ কথা

বলা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, শরীরাদি বিনাশশীল। যে বিনাশ-শীল হয়, তাহার আত্মবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বিনাশ হইয়া যায়। অতএব তাহার আর দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? প্রকৃতিরও সে প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নয়। কারণ, প্রকৃতির স্বভাব দুঃখময়। স্বাভাবিক দুঃখের কখন অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না। তবেই মোক্ষার্থ প্রবৃত্তি দেখিয়া একজন স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন, এই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

সূত্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্রে পুরুষসিদ্ধির যে সমস্ত হেতু প্রদর্শন করিলেন, কারিকায় সেগুলি একত্র নিবদ্ধ হইয়াছে। যথাঃ—

সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

পুরুষ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত পদার্থ, ইহা প্রমাণ করা হইল। এক্ষণে পুরুষগত বিশেষ ধর্ম্মের বর্ণন করা হইতেছে।

জড়প্রকাশায়োগাৎ প্রকাশঃ ॥ ১৪৫ ॥

জড় পদার্থে স্বয়ং প্রকাশ সম্বন্ধ নাই, অতএব পুরুষ প্রকাশ স্বরূপ।

প্রদীপাদি তেজঃ পদার্থ প্রকাশ করিয়া না দিলে জড়পদার্থ যে লোষ্টাদি তাহা স্বয়ং প্রকাশ পায় না। পুরুষের প্রকাশক এইরূপ অপর কেহ নাই। পুরুষ সূর্য্যাদির ন্যায় স্বতঃ প্রকাশ স্বরূপ। অতএব পুরুষ যে জড় পদার্থ হইতে ভিন্ন, সেই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

পুরুষ চিন্ময় অর্থাৎ চেতনস্বরূপ অথবা চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট? এই বিচার করা হইতেছে।

নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা। ১৪৬ ॥

নির্গুণত্ব হেতুক পুরুষ চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট নন।

পুরুষ চেতনস্বরূপ, চৈতন্য ধর্ম্ম-বিশিষ্ট নন। যে হেতু তিনি নির্গুণ। নির্গুণে গুণরূপ ধর্ম্ম থাকে না। গুণ যে ইচ্ছাদি সাংখ্যমতে তাহা মনের ধর্ম্ম, পুরুষের ধর্ম্ম নয়। অতএব পুরুষকে চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ধর্ম্মধর্ম্মিভাব-কল্পনা-গৌরব স্বীকার সঙ্গত নয়। ধর্ম্মধর্ম্মিভাব-কল্পনা করিতে গেলে আধার আধেয়ভাবের কল্পনা করিতে হয়। পুরুষ চৈতন্যের আধার নন, তিনি স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ।

পুরুষ যে নির্গুণ, তাহার প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ। ১৪৭ ॥

আত্মা যে নির্গুণ, ইহা শ্রুতিদ্বারা সিদ্ধ। অতএব আত্মার নির্গুণত্বের অপলাপ হইতে পারে না। শ্রুতিদ্বারা আত্মার গুণ প্রত্যক্ষের বাধ আছে।

আমরা যদি তর্কমুখে পুরুষকে নির্গুণ বলিতাম, তাহা হইলে একদিন আপত্তি চলিত। পুরুষ যে নির্গুণ, তাহা শ্রুতিতেই বলিয়াছে। অতএব তাহার অপলাপ সম্ভাবিত নয়। কারণ, শ্রুতি দ্বারাই পুরুষের গুণ প্রত্যক্ষের বাধ জন্মিতেছে। ফলতঃ যেরূপ শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পুরুষ যে নির্গুণ, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। আমি গৌর এ কথা বলিলে কি বুঝা যায়? গৌর বর্ণ দেহের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নয়। আত্মার নির্গুণত্ববোধক শ্রুতি এইঃ—

সাক্ষী চেতাঃ কেবলোনির্গুণশ্চ ইত্যাদি।

প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষী, চেতনস্বরূপ, বিশুদ্ধস্বভাব ও নির্গুণ।

পুরুষ যে চেতনস্বরূপ, তদ্বোধক শ্রুতি, যথা—চিন্মাত্রং সচ্চিদেকরসোহয়মাত্মা ইত্যাদি। এই আত্মা চিন্মাত্র চেতনস্বরূপ, নিত্য ও জ্ঞানস্বরূপ।

যদি আত্মা নিত্য প্রকাশস্বরূপ হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাভেদ ঘটে না। কারণ, তিনি নিত্যপ্রকাশ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অপ্রকাশের অবস্থা। যিনি নিত্যপ্রকাশ, তাঁহার এ প্রকার অপ্রকাশের অবস্থা হইলে বিরোধ ঘটিয়া উঠে। নিম্নলিখিত সূত্রদ্বারা এই আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে।

সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বং। ১৪৮ ॥

পুরুষ সুষুপ্তিপ্রভৃতি অবস্থার সাক্ষিমাত্র।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিনটী অবস্থা বুদ্ধির, পুরুষ তাহার সাক্ষিমাত্র। পুরুষের নিজের সেই সেই অবস্থার ঘটনা হয় না। অতএব উপরে পুরুষকে যে প্রকাশস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত জন্মিতেছে না। জাগ্রৎ অবস্থার অর্থ এই, ইন্দ্রিয় দ্বারা বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণাম হয়। যাহাকে অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান হয়, সেই তাহার বিষয়। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়পথে সেই বিষয়ে পতিত হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, স্বপ্নাবস্থাতেও বুদ্ধির বিষয়া-

কারে পরিণাম হয়। বিশেষ এই, জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইয়া পূর্ব্ব-সংস্কার-জন্য পরিণাম হয়। সুষুপ্তি দুই প্রকার। প্রথম প্রকারে বিষয় জ্ঞানের অর্দ্ধলয় হয়। দ্বিতীয় প্রকারে বিষয় জ্ঞানের সমগ্র লয় হইয়া থাকে। অর্দ্ধলয়ে বুদ্ধির সুখ-দুঃখ-মোহাকার বৃত্তি হয়। আর সমগ্রলয়ে মৃত্যুর ন্যায় বিষয় জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব হইয়া থাকে। পুরুষ যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি-অবস্থা-রহিত, তাহা নিম্নলিখিত বচনটির দ্বারা সুন্দররূপে নির্ণীত হইতেছে।

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতোবুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।

তাসাং বিলক্ষণোজীবঃ সাক্ষিত্বেন ব্যবস্থিতঃ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এ তিনটী বুদ্ধিবৃত্তি। জীব ঐ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র, তিনি সাক্ষিরূপে থাকেন।

প্রকৃত্যাদির অতিরিক্ত যে পুরুষ আছেন, তাহা প্রমাণ করা হইল এবং সেই পুরুষগত যে কিছু বিশেষ আছে, তাহাও বলা হইল। সেই পুরুষ একটী কি বহু, এক্ষণে তাহার নির্ণয় করা হইতেছে।

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বং। ১৪৯॥

জন্ম-মরণাদির ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। অতএব পুরুষ এক নয়, অনেক।

পুণ্যবান্ স্বর্গগামী, পাপী নরকগামী, অজ্ঞ সংসারে বদ্ধ এবং জ্ঞানী সংসার মুক্ত হয়। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিতে এইরূপ বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ বহু না হইলে জন্ম মরণাদির এরূপ ব্যবস্থা হয় না। অতএব পুরুষ যে বহু, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। পুরুষ নিত্য, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। তবে কিরূপে ' জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হেতু পুরুষবহুত্ব " সূত্রে এ কথা বলা হইল? এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলা হইতেছে, সূত্রে যে জন্ম শব্দ আছে তাহার অর্থ এই, শরীরের সহিত সংযোগ, আর মরণ শব্দের অর্থ শরীরের সহিত বিয়োগ। পুরুষের জন্ম মরণাদি ব্যবস্থা-বোধক শ্রুতিও আছে। যথাঃ—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।

অজোহ্যেকোজুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।

যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ইত্যাদি।

প্রকৃতি লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ-তমোগুণময়ী জন্মরহিত,

অনেক প্রকার সৃষ্টি করে, জন্মরহিত পুরুষ তাহার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহার পর ঐ প্রকৃতির যখন ভোগ শেষ হয়, তখন পুরুষ তাহাকে পরিত্যাগ করে। যে সকল ব্যক্তি ইহা জানে, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা তাহা না জানে, তাহারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন, তুমি জন্ম মরণাদির ব্যবস্থা দেখিয়া পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিতেছ; কিন্তু পুরুষের একত্ব স্বীকার করিয়াও উপাধি-ভেদে জন্ম মরণাদির ব্যবস্থা ঘটিতে পারে। তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

উপাধিভেদেহপ্যেকস্য নানাযোগআকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ ॥ ১৫০ ॥

উপাধিভেদে এক পুরুষেরও নানা যোগ অর্থাৎ নানা উপাধি যোগ হয়, ঘটাদি দ্বারা আকাশের ন্যায়।

যেমন এক আকাশ ঘটাদি যোগে নানা হয়, তেমনি এক পুরুষ উপাধি ভেদে বহু হইতে পারেন; কিন্তু এক পুরুষের বিবিধজন্মমরণাদি সম্ভাবিত হয় না। পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করিলে কেহ জন্মিতেছে, কেহ মরিতেছে, কেহ সংসারে বদ্ধ হইতেছে, কেহ সংসারমুক্ত হইতেছে, ইত্যাদি ব্যবস্থা দুর্ঘট হয়। একঃ পুরুষোজায়তে নাপরঃ ইত্যাদি প্রমাণও আছে। এক পুরুষ জন্মিতেছে; অপর জন্মিতেছে না। এ কথা বলিলে পুরুষ যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

ভাল এই কথা বলিব, পুরুষগত চৈতন্য এক। পুরুষ যখন ভিন্ন ভিন্ন উপাধিবিশিষ্ট হন, তখনই ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে হানি কি? প্রতিবাদির এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে।

উপাধির্ভিদ্যতে ন তদ্বান্। ১৫১ ॥

উপাধিই ভিন্ন ভিন্ন হয়, উপাধিবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন হয় না।

পুরুষগত এক চৈতন্য উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাহাতেই পুরুষকে বহু বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, বাস্তবিক পুরুষ বহু নয়। তুমি পুরুষবহুত্বের প্রতিবাদার্থ এই যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলে, উপাধিই ভিন্ন ভিন্ন হয়, উপাধিবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন হয় না, এই সিদ্ধান্ত করাতেই তাহা বিফল হইয়া

গেল। ফলতঃ প্রতিবাদির প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা সাংখ্যমতোক্ত পুরুষ বহুত্বের ব্যাঘাত জন্মিতেছে না।

আত্মার একত্বাবাদী প্রতিবাদিদিগের মতখণ্ডনার্থ যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে তাহার উপসংহার করা হইতেছে।

এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ। ১৫২॥

এই নীতিতে এককপে সর্ব্বতো বর্ত্তমান যে আত্মা তাহার জন্ম মরণাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রসঙ্গ যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

পুরুষ যদি এক হয়, বহু না হয়, তাহা হইলে তাহার জন্ম মরণাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ঘটনা কিরূপে হইবে? জন্ম ও মরণ, এ দুটী অত্যন্ত বিরুদ্ধ। একের ইহা যুগপৎ ঘটিবার সম্ভাবনা নয়, পক্ষান্তরে আমরা অনেকের জন্ম ও মরণ দেখিতেছি। পুরুষ যে বহু, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই, আমি, সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রয়োগও হইয়া থাকে। সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম। উহা যেমন পুরুষে আরোপিত হয়, গৌরকৃষ্ণত্বাদি দেহধর্ম্মও তেমনি পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে। এক পুরুষের প্রতি যুগবৎ সুখী দুঃখী গৌর ও কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রয়োগ সম্ভাবিত নয়। অতএব পুরুষবহুত্ব সিদ্ধি হইতেছে।

নিম্নলিখিত সূত্রে বিশদরূপে এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাৎ তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ। ১৫৩॥

অন্যের ধর্ম্ম অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির এবং গৌরকৃষ্ণত্বাদি দেহের ধর্ম্ম হইলেও পুরুষে আরোপ হেতু উল্লিখিত ব্যবস্থার সিদ্ধি হয় না। যেহেতু তুমি পুরুষের একত্ব স্বীকার করিতেছ।

সুখদুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম, এবং গৌরকৃষ্ণত্বাদি দেহের ধর্ম্ম, পুরুষে তাহার আরোপ হয় বটে; কিন্তু পুরুষ যদি এক হয়, তাহা হইলে এ আরোপ সঙ্গত হয় না। যে পুরুষ সুখী সেই দুঃখী, যে গৌর, সেই কৃষ্ণ, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং পুরুষবহুত্বসিদ্ধি হইতেছে। পুরুষ বহু হইলে সুখী দুঃখী গৌর কৃষ্ণাদি প্রয়োগের বাধা জন্মে না।

প্রতিবাদী পুনরায় এই পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, তুমি পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিতেছ, কিন্তু আত্মার একত্বপ্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি আছে, তাহার কি গতি হইবে? সূত্রকার তাহার খণ্ডনার্থ কহিতেছেন।

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধোজাতিপরত্বাৎ ॥ ১৫৪ ॥

অদ্বৈত-বোধক শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিতেছে না; যেহেতু সেগুলি জাতিপর।

আত্মার একতাপ্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি স্মৃতি আছে, আত্মার বহুত্ব স্বীকারে তাহার সহিত বিরোধ হয় না। কারণ, ঐ শ্রুতি ও স্মৃতিগুলি জাতি পর। অর্থাৎ ভিন্নজাতীয় বহু আত্মা নাই, এতৎ প্রতিপাদন করাই ঐগুলির তাৎপর্য্য। একজাতীয় বহু আত্মা নাই, এ কথা বলা উহার অভিপ্রেত নয়। এতদ্দ্বারাও বহুপুরুষ সিদ্ধি হইতেছে।

পুরুষের একতাপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলি জাতিপর বলিয়া বহু পুরুষের একজাতীয়তা প্রতিপাদন করিয়া বহু পুরুষ সিদ্ধি করা হইল, কিন্তু পুরুষের নানারূপতার যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এ বিরোধ পরিহারের উপায় কি? তাহাতে সূত্রকার কহিতেছেন।

বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যাহতদ্রূপং ॥ ১৫৫ ॥

বিদিত অর্থাৎ স্পষ্ট বন্ধকারণ অর্থাৎ অবিবেক যার, তদ্রূপ ব্যক্তির দৃষ্টিতেই পুরুষের অতদ্রূপ অর্থাৎ রূপভেদ হয়।

অবিবেকই পুরুষের বন্ধের কারণ। বন্ধকারণ শব্দে অবিবেক বুঝা যাইতেছে। যে ব্যক্তির বিবেক শক্তি নাই, সেই ব্যক্তিই পুরুষের রূপভেদ দেখিয়া থাকে। বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির চক্ষে পুরুষের বাস্তবিক রূপভেদ নাই। পরসূত্রে এই অর্থ বিশদরূপে ব্যক্ত করা হইতেছে।

নান্ধাদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ ॥ ১৫৬ ॥

অন্ধের অর্থাৎ অবিবেকির অদৃষ্টি হেতু চক্ষুষ্মান্ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির অনুপলম্ভ অর্থাৎ একরূপতার অদর্শন নাই।

অজ্ঞ ব্যক্তি পুরুষের একরূপতা দেখিতে পায় না বলিয়া যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা দেখিতে পান না তাহা নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা পুরুষের নানারূপতা দর্শন করেন না, একরূপই দেখিয়া থাকেন।

পুরুষ যে এক নয়, তাহার প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

বামদেবাদির্মুক্তোনাদ্বৈতং ॥ ১৫৭ ॥

বামদেবাদি মুক্ত হইয়াছে। অতএব আত্মার অদ্বৈতসিদ্ধি হইতেছে না।

বামদেব একটী কল্পিত নাম। বামদেব মুক্তি লাভ করিয়াছে, আমি সংসারে বদ্ধ হইয়া আছি। আত্মার অদ্বৈত অর্থাৎ আত্মা এক হইলে এরূপ প্রয়োগ হইত না। কারণ, বামদেবের যে আত্মা, আমারও সেই আত্মা। আত্মা এক হইলে বামদেবের ও আমার উভয়ের আত্মা এক হইত। বামদেব মুক্তিলাভ করিলে আমিও মুক্তিলাভ করিতাম। বামদেবের মুক্তিলাভে যখন আমার মুক্তিলাভ হইতেছে না, তখন আত্মা যে এক নয়, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

ভাল বামদেবাদির পরমমোক্ষ হয় নাই এই কথা বলিব। প্রতিবাদী যদি এই কথা বলেন, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেন।

অনাদাবদ্য যাবদভাবাৎ ভবিষ্যদপ্যেবং ॥১৫৮॥

অনাদি কালের ন্যায় অদ্য অর্থাৎ এখন যদি অভাব অর্থাৎ মোক্ষের অভাব হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ কালও এইরূপ মোক্ষশূন্য হইবে।

অনাদি কাল অবধি একাল পর্য্যন্ত যদি কাহারও মোক্ষ না হইল, ভবিষ্যৎ কালে যে কাহারও মোক্ষ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ, যে সাধনের অভাবে পূর্ব্বে কাহারও মুক্তি হয় নাই, ভবিষ্যৎ কালেও সেই সাধনের অভাব থাকিবে।

এরূপ হইলে যে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা বলা হইতেছে।

ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥ ১৫৯ ॥

এখনকার ন্যায় সকল কালেই অত্যন্তোচ্ছেদ অর্থাৎ কোন পুরুষেরই বন্ধের উচ্ছেদ হইবে না।

যদি কোন পুরুষের পূর্ব্বে মুক্তি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন কালে কোন পুরুষেরই যে মুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, এই অনুমান ঘটিয়া উঠে।

পুরুষের একতাপ্রতিপাদক শ্রুতিতে যে একরূপতা অবধারিত হইয়াছে, সেই একরূপতা কি মোক্ষকালে হয়, না সর্ব্বদাই আছে? এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ ॥ ১৬০ ॥

ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নিবৃত্ত উভয়রূপ অর্থাৎ রূপভেদ যার।

ব্যাবৃত্তোভয়রূপ এটী পুরুষের বিশেষণ। পুরুষের উভয়বিধরূপ অর্থাৎ রূপভেদ নাই। তিনি সর্ব্বদাই একরূপ।

উপরে বলা হইল পুরুষের রূপভেদ নাই, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, পুরুষ কার্য্যের সাক্ষী। সাক্ষিত্ব নিত্য পদার্থ নয়; অতএব পুরুষের সদা একরূপত্ব সম্ভবে না। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বং ॥ ১৬১ ॥

পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাক্ষিত্ব।

সুখ দুঃখাদির জ্ঞান বুদ্ধিরই হয়; পুরুষ তাহার সাক্ষিমাত্র, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উহা দর্শন করেন। সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এই অর্থে সাক্ষিশব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সাক্ষিত্ব অনিত্য হইলেও পুরুষের একরূপতার ব্যাঘাত হইতেছে না। দর্শন কার্য্যের অনিত্যতা দ্বারা দর্শনকারির অনিত্যতা সিদ্ধ হয় না।

পুরুষের যে রূপভেদ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পুরুষের বিশেষ গুণের কথা বলা হইতেছে।

নিত্যমুক্তত্বং ॥ ১৬২ ॥

পুরুষ সদা দুঃখমুক্ত।

পুরুষ সদা দুঃখরূপবন্ধশূন্য। দুঃখাদি বুদ্ধির পরিণাম। পুরুষের প্রতিবিম্বরূপ দুঃখ নিবৃত্তি পরম পুরুষার্থ এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুরুষ যদি নিত্য দুঃখবন্ধশূন্য হইলেন, তবে দুঃখের নানারূপতা হেতু তাঁহার রূপভেদ হইবার সম্ভাবনা কি?

পুরুষের একরূপতার অপর প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ঔদাসীন্যং চেতি ॥ ১৬৩ ॥

পুরুষ উদাসীন অর্থাৎ কোন বিষয়ের কর্ত্তা নহেন।

এস্থলে ঔদাসীন্য শব্দের অর্থ অকর্ত্তৃত্ব। লক্ষণা দ্বারা নিষ্কামত্বাদিও বুঝাইবে। পুরুষ যদি উদাসীন ও নিষ্কাম হইলেন, অর্থাৎ কোন বিষয়ে লিপ্ত ও কোন বিষয়ের কর্ত্তা না হইলেন, তাহা হইলে ক্রিয়াকারিতানিবন্ধন ক্রিয়াভেদেও তাঁহার রূপভেদ হইবার সম্ভাবনা রহিল না। অতএব পুরুষের একরূপতা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের ধর্মভেদ প্রদর্শন করিয়া উভয়ের ভেদ সিদ্ধ করা হইল; কিন্তু শ্রুতি ও স্মৃতিতে পুরুষকে যে কর্ত্তা বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে উপপন্ন হয়? এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎ সান্নিধ্যাৎ চিৎ সান্নিধ্যাৎ ॥ ১৬৪ ॥

বুদ্ধির উপারগ হেতু পুরুষের কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিকে যে চিন্ময় বলিয়া বোধ হয়, সে পুরুষ-সান্নিধ্য-হেতুক।

পুরুষের বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব নাই। তবে যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার হয়, তাহা বুদ্ধির সংযোগ হেতুক হইয়া থাকে। যেমন অগ্নির সংযোগে অগ্নির ধর্ম্ম লৌহে আরোপিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধির ধর্ম্ম যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে। ফলতঃ সেই কর্ত্তৃত্ব ঔপাধিক, বাস্তবিক নয়। বুদ্ধিকে যে চিন্ময় বলিয়া বোধ হয়, তাহাও ঔপাধিক, বাস্তবিক নয়। পুরুষ-সান্নিধ্য হেতুক সে বোধ হইয়া থাকে। অধ্যায়ের যে সমাপ্তি হইল, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত চিৎসান্নিধ্য শব্দ দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে।

এ অধ্যায়ে দুঃখের স্বরূপ ও দুঃখের কারণ এবং দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির কারণ, এই চারিটী বিষয় বিস্তারিতরূপে বলা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত সাংখ্যসূত্রের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বলা হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থের সাংখ্যপ্রবচন নাম দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দুঃখ ও দুঃখের কারণ, দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির কারণ, এই চারিটী সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথম অধ্যায়ে এই প্রতিপাদ্য নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইতেছে। সাংখ্য মতে প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী। প্রকৃতির মহদাদিবিকারের নাম সৃষ্টি। প্রকৃতি, তৎকার্য্য মহদাদি ও পুরুষ, ইহাদের ভিন্নত্বরূপে জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, সাংখ্যেরা এই কথা বলেন। অতএব সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিস্তারিত রূপে বর্ণন

করা আবশ্যক হইয়াছে। প্রথমতঃ সৃষ্টির প্রয়োজন-নির্দ্দেশার্থে প্রথমসূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য ॥ ১ ॥

স্বভাবতঃ দুঃখমুক্ত পুরুষের প্রতিবিম্বরূপ দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত অথবা স্বার্থ অর্থাৎ নিজের পারমার্থিক দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

সাংখ্য মতে পুরুষ স্বভাবতঃ দুঃখ হইতে মুক্ত। বুদ্ধিরই দুঃখ ভোগ হয়। পুরুষে সেই দুঃখের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্বরূপ দুঃখের উচ্ছেদ নিমিত্ত অথবা নিজের পারমার্থিক দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রকৃতির সৃষ্টি-কর্তৃত্ব হয়। প্রধান শব্দের অর্থ প্রকৃতি। প্রথমাধ্যায়ের শেষ সূত্র হইতে কর্তৃত্ব শব্দটীর অনুবৃত্তি আসিতেছে। ভোগও সৃষ্টির প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে বিশেষ এই, মোক্ষ সৃষ্টির প্রধান ও ভোগ সৃষ্টির অপ্রধান প্রয়োজন। সৃষ্টি যে পুরুষের মোক্ষের প্রতি কিরূপে কারণ হয়, তাহা ক্রমে বিবৃত হইতেছে। সৃষ্টির অপর নাম সংসার। সংসার ব্যতিরেকে বৈরাগ্য জন্মে না। বৈরাগ্য না জন্মিলে মুক্তি হয় না।

সাংখ্যেরা বলেন, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও পুনঃ পুনঃ তাহার লয় হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন, মোক্ষই যদি সৃষ্টি প্রয়োজন হইল, তবে একবারের সৃষ্টিতে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২ ॥

বিরক্ত অর্থাৎ বিরক্ত পুরুষের তৎসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষসিদ্ধি হয়।

এখানে বিরক্ত শব্দের অর্থ জন্মমরণপীড়াদি রূপ নানা দুঃখে অতিশয় তাপিত। তাদৃশ পুরুষেরই মোক্ষার্থ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নস্বরূপে জ্ঞান না হইলে বৈরাগ্য হয় না। বৈরাগ্য না হইলেও মুক্তি হয় না। যে পুরুষ জন্মমরণাদি দ্বারা বহুবার অতিশয় তাপিত হয়, তাহারই বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। একবারের সৃষ্টিতে সে বৈরাগ্য হয় না।

একবারের সৃষ্টিতে যে বৈরাগ্য হয় না, তৎকারণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ন শ্রবণমাত্রাৎ তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়াবলবত্ত্বাৎ ॥ ৩॥

শ্রবণমাত্রে তৎসিদ্ধি অর্থাৎ বৈরাগ্যসিদ্ধি হয় না। কারণ, অনাদি মিথ্যা বাসনা বড় বলবতী।

শ্রবণ-মননাদি ব্যতিরেকে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। শ্রবণ বৈরাগ্যের প্রতি কারণ। সেই শ্রবণ বহুজন্মকৃত পুণ্যবলে ফলিয়া থাকে। কিন্তু কেবল শ্রবণমাত্রে বৈরাগ্যসিদ্ধি হয় না। আত্মসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন আছে। সেই সাক্ষাৎকার শীঘ্র সম্পন্ন হয় না। কারণ, অনাদি মিথ্যা বাসনা তাহার প্রতিবন্ধক। যোগনিষ্ঠা দ্বারা সেই প্রতিবন্ধক উচ্ছিন্ন হয়। বৈরাগ্য বিনা সেই যোগনিষ্ঠা ঘটে না। বহুজন্মের আত্ম শ্রবণ-মননাদি ব্যতিরেকেও বৈরাগ্য সিদ্ধি হয় না। সুতরাং পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির প্রয়োজন হইতেছে।

সৃষ্টিপ্রবাহের আবশ্যকতা-প্রতিপাদনার্থ প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

বহুভৃত্যবদ্বা প্রত্যেকং। ৪ ॥

বহুভৃত্যের ন্যায় অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহস্থের মাতা-পিতা প্রভৃতি বহু ভরণীয়ের ন্যায় সত্ত্বাদিগুণের প্রত্যেকের অসংখ্য পুরুষ বিমোচনীয় আছে।

সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। প্রত্যেক গৃহস্থের যেমন স্ত্রীপুত্রাদি বহু পরিবারকে ভরণ পোষণ করিতে হয়, সত্ত্বাদিগুণের প্রত্যেকেরও তেমনি অসংখ্য পুরুষকে মুক্তিসাধনযোগ্য করিতে হয়। যাবতীয় পুরুষের এককালে মোক্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই। কোন সৃষ্টিতে কতকগুলি পুরুষ মুক্ত হইল, কতকগুলি বদ্ধ হইয়া রহিল। তাহাদের মুক্তির নিমিত্ত সৃষ্ট্যন্তরের প্রয়োজন। অতএব সৃষ্টিপ্রবাহের আবশ্যকতা নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রুতিতে আছে আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষই যে সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা শ্রুতিতে স্পষ্ট করিয়া দিতেছে। কিন্তু তুমি প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। অতএব তোমার মতের সহিত শ্রুতির বিরোধ ঘটিতেছে, তাহার গতি কি? এই আশঙ্কার পরিহারার্থ সূত্রকার পঞ্চম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥

প্রকৃতি বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্রী, তবে যে শ্রুতিতে পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ হেতুক তাহার সিদ্ধি হয়।

বাস্তবিক সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রকৃতির,পুরুষের নয়। পুরুষে সৃষ্টিকর্তৃত্বের আরোপ হয় এইমাত্র। যেমন যুদ্ধস্থলে যোদ্ধাদিগের যে জয় পরাজয় হয়, সেই জয় পরাজয় রাজাতে আরোপিত হইয়া থাকে, তেমনি প্রকৃতি বাস্তবিক সৃষ্টি করেন, পুরুষকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। পুরুষের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব বোধক "তস্মাদেতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি যেমন আছে, প্রকৃতির সৃষ্টি-কর্তৃত্ববোধক " অজামেকাং " ইত্যাদি শ্রুতিও তেমনি আছে। অতএব পুরুষই সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী নয়, ইহা সিদ্ধ হইতেছে না। পুরুষের সৃষ্টিকর্তৃত্ব-বোধক যে শ্রুতি আছে, তাহা স্তুত্যর্থ।

তুমি বলিলে প্রকৃতি বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্রী; কিন্তু শ্রুতিতে সৃষ্টি স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টি যদি স্বপ্নতুল্য মিথ্যা হইল, তবে তাহার বাস্তবিকতা কিরূপে সঙ্গত হয়? এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

কার্য্যতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৬ ॥

কার্য্য দেখিয়া প্রকৃতির বাস্তবিক সৃষ্টিকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া প্রকৃতি যে বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্রী, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। তবে যে শ্রুতি সৃষ্টিকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহার স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য আছে। সে তাৎপর্য্য এই, সৃষ্টিগত যাবতীয় পদার্থ অনিত্য। পদার্থসকল ক্ষণভঙ্গুর বলিয়াই শ্রুতিতে সৃষ্টি স্বপ্নতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিকে মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা শ্রুতির অভিপ্রেত নয়।

দুঃখ মুক্ত পুরুষের প্রকৃতি হইতে বন্ধসম্ভাবনা আছে কি না, এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ ॥ ৭ ॥

কণ্টকমোচনের ন্যায় চেতন অর্থাৎ অভিজ্ঞ পুরুষের উদ্দেশেই নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা।

এখানে চেতন শব্দের অর্থ অভিজ্ঞ। যে ব্যক্তি কণ্টকের স্বরূপ জানে, সে কণ্টক স্পর্শ পরিহার করিয়া কণ্টক-বেধ-জনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, কণ্টক তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি অনভিজ্ঞ অর্থাৎ কণ্টকের স্বরূপ জানে না, কণ্টক যাহার পদলগ্ন হইয়া যেমন তাহাকে দুঃখ

দেয়, তেমনি প্রকৃতি অভিজ্ঞ পুরুষের দুঃখদায়ক হয় না, অনভিজ্ঞ পুরুষেরই দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। ফলতঃ জ্ঞান ও অজ্ঞানই মোক্ষ ও বন্ধের কারণ। যে পুরুষের বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, প্রকৃতি তাহার দুঃখের কারণ হইতে পারে না।

তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ, পুরুষের প্রকৃতভাবে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব নাই। প্রকৃতিরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব। পুরুষে সেই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের আরোপ হয় মাত্র। এ কথা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীতে কাষ্ঠ পড়িয়া থাকিলে মৃত্তিকা-সংযোগে সেই কাষ্ঠের মৃত্তিকারূপ পরিণাম হয়, সেইরূপ প্রকৃতি-সংযোগে পুরুষেরও মহদাদিরূপে পরিণাম হওয়া উচিত। এই আশঙ্কায় সূত্রান্তরের অবতারণা করা হইতেছে।

অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাহবৎ ॥ ৮ ॥

অন্যযোগ অর্থাৎ প্রকৃতি সংযোগ থাকিলেও অয়োদাহের ন্যায় অর্থাৎ লৌহের দাহিকা শক্তির ন্যায় আঞ্জস্যে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৎসিদ্ধি অর্থাৎ পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না।

প্রকৃতির সহিত যোগ থাকিলেও পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ঘটিয়া উঠে না। এস্থলে অয়োদাহ দৃষ্টান্ত। তপ্তলৌহে হস্ত দগ্ধ হয় বটে, কিন্তু লৌহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দাহিকা শক্তি নাই। উহাতে যে অগ্নি সংলগ্ন থাকে, তাহার যোগে লৌহের দাহিকা শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে লৌহের আর দাহিকা শক্তি থাকে না। প্রকৃতি-সংযোগে পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বও সেইরূপ। পুরুষের মহদাদিরূপে পরিণাম হয় না। মহদাদিরূপ পরিণাম বাস্তবিক প্রকৃতিরই হইয়া থাকে। পুরুষে প্রকৃতির সংযোগ হয় বলিয়াই পুরুষে সেই পরিণামের আরোপ হয় মাত্র। প্রকৃতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেই পুরুষে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের আরোপ দূরগত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মোক্ষ সৃষ্টির ফল, এক্ষণে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ নির্দ্দেশিত হইতেছে।

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥ ৯ ॥

রাগ বিষয়বাসনা, আর বিরাগ বৈরাগ্য, এই উভয়ের যোগে সৃষ্টি।

বিষয়বাসনা ও বৈরাগ্য উভয়ই প্রকৃতির ধর্ম্ম। বিষয়বাসনা সৃষ্টির কারণ। বিষয়বাসনা ধ্বংস হইয়া বৈরাগ্য জন্মিলেই মুক্তি হয়। এতদ্দ্বারা

এই প্রতিপন্ন হইতেছে, বিষয়বাসনা উন্মূলিত হইয়া যে পর্য্যন্ত না বৈরাগ্য জন্মে, সেই পর্য্যন্ত সৃষ্টি থাকে।

অতঃপর সূত্রকার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বলিতে আরম্ভ করিতেছেন।

মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাং ॥ ১০ ॥

মহদাদিক্রমে পঞ্চভূতের সৃষ্টি।

পূর্ব্বসূত্রে যে সৃষ্টিশব্দ আছে, এ সূত্রে তাহার অনুবৃত্তি আসিয়াছে। প্রথমে মহত্তত্ত্ব, তাহার পর অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহার পর মন, তাহার পর সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হইয়া শেষে স্থূল পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। শ্রুতিতে প্রথমেই আকাশাদি সৃষ্টির কথা আছে, মহত্তত্ত্বাদির কথা নাই, বটে; কিন্তু উহা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে যে সৃষ্টি হয়, উহাই শ্রুতির অভিপ্রেত। অন্যতম শ্রুতিতে ও বেদান্ত সূত্রেও মহদাদিক্রমে সৃষ্টির কথা আছে।

মহদাদির সৃষ্টিকারিতা সম্বন্ধে যে যে বিশেষ কথা আছে, তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টের্নৈষামাত্মার্থআরম্ভঃ ॥ ১১ ॥

ইহাদিগের অর্থাৎ মহদাদির আত্মার্থ অর্থাৎ পুরুষের মোক্ষার্থই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি, আপনাদিগের মোক্ষার্থ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি নয়।

উপরে বলা হইয়াছে, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতির ন্যায় মহদাদিও অহঙ্কারাদির সৃষ্টিকর্ত্তা। মহদাদির সৃষ্টিকার্য্যের প্রয়োজন কি? পুরুষের মোক্ষই সেই প্রয়োজন। তাহাদিগের নিজের মোক্ষ তাহাদিগের সৃষ্টিকার্য্যের প্রয়োজন নয়। কারণ তাহারা অনিত্য। অনিত্যের মোক্ষ সম্ভবে না। প্রকৃতি নিত্য, তাহার মোক্ষই মহদাদির সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তির প্রয়োজন, এ কথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি পুরুষের গুণস্বরূপ। অপরের মোক্ষার্থ মহদাদির সৃষ্টিকার্য্যের প্রবৃত্তি যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষের মোক্ষার্থই স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

অথ দিক ও কাল সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে।

দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ ॥ ১২ ॥

দিক ও কাল আকাশ হইতে হইয়াছে।

নিত্য দিক ও কাল আকাশ-প্রকৃতিভূত, প্রকৃতির গুণ বিশেষ। সূত্রে যে আদি শব্দ আছে, তাহাতে উপাধি বুঝা হইবে। খণ্ডদিক ও কাল দিক ও কাল উপাধিবিশিষ্ট হইয়া আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মহদাদিক্রমে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব পদার্থ কি, এক্ষণে তাহা স্বরূপতঃ ও ধর্ম্মতঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ॥ ১৩ ॥

অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্ম।

বুদ্ধি মহত্তত্ত্বের অপর পর্য্যায়। মহত্তত্ত্বকে বুদ্ধি বলে। ফলতঃ মহত্তত্ত্ব আর বুদ্ধি একই পদার্থ। অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান এই বুদ্ধির বিশেষ ধর্ম্ম। অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্ম। বুদ্ধি অধ্যবসায়বিশিষ্ট ধর্ম্মি পদার্থ। অধ্যবসায় যে বুদ্ধির বিশেষ গুণ, তাহা জানাইবার নিমিত্ত বুদ্ধির অধ্যবসায়-রূপে ধর্ম্ম-ধর্ম্মিতে অভেদ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধির যে মহত্ত্ব অর্থাৎ প্রাধান্য আছে, সূত্রকার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ সূত্রে তাহা কহিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভাদিও যখন বুদ্ধ্যভিমানী হন, তখন মহৎশব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

মহত্তত্ত্বের অন্যান্য ধর্ম্মের কথা বলা হইতেছে।

তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদিঃ ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মাদি তাহার অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের (বুদ্ধির) কার্য্য।

জ্ঞান বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রভৃতি মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে হয়, অহঙ্কার হইতে হয় না। কারণ, বুদ্ধি সত্ত্বগুণপ্রধান, ধর্ম্মাদি সত্ত্বগুণময়।

তুমি বলিলে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সত্ত্বগুণময় বুদ্ধির ধর্ম্ম; কিন্তু ঐ বুদ্ধি যখন নরপশ্বাদিগত হয়, তখন তাহাতে অধর্ম্ম সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

মহদুপরাগাদ্বিপরীতং ॥ ১৫ ॥

মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি উপরাগ অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা আবরণ-হেতুক বিপরীত হয়।

মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি যখন রজ ও তমোগুণ-স্পৃষ্ট হয়, তখনই বিপরীত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধিতে অধর্ম্ম ও অজ্ঞানাদির সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, বুদ্ধি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহাতে রজ ও তমোগুণের সংযোগ

না হয়, তখন তাহাতে অধর্ম্ম ও অজ্ঞানাদির সঞ্চার হয় না। রজ ও তমো-গুণ যোগই বুদ্ধির অজ্ঞান ও অধর্ম্মাদির কারণ।

মহত্তত্ত্বের স্বরূপ নিরূপিত হইল, তৎকার্য্য যে অহঙ্কার, এক্ষণে তাহার স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।

অভিমানোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৬ ॥

অভিমানকে অহঙ্কার বলে।

অহং শব্দপূর্ব্বক কৃধাতু হইতে অহঙ্কার শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হইতে আমি আমার ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অহঙ্কার। অহঙ্কার শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। অভিমান অন্তঃকরণবৃত্তি ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম যে অন্তঃ-করণের বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা জানাইবার নিমিত্ত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিতে অভেদ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধি দ্বারা অর্থ নিশ্চিত হইলে আত্মাভিমান জন্মিয়া থাকে। অহঙ্কার যে বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে জন্মে, এতদ্দ্বারাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই নিমিত্ত প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

এক্ষণে অহঙ্কারের কার্য্য বলা হইতেছে।

একাদশপঞ্চতন্মাত্রং যৎকার্য্যং ॥ ১৭ ॥

একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারের কার্য্য।

আমি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয় ভোগ করিব, রূপাদি আমার সুখের সাধন হইবে, রূপাদি বিষয়-ভোগের অগ্রে ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয় রূপাদির সৃষ্টি ব্যতিরেকে ঐ অভিমান চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অহঙ্কার হইতে যে ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

উপরে বলা হইল, একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কার হইতে হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতে কিছু বিশেষ বলা হইতেছে।

সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ॥১৮॥

ষোড়শগণের মধ্যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের পূরণীভূত যে মন, সে সাত্ত্বিক, অতএব সে মহত্তত্ত্বের সাত্ত্বিক বিকার অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়।

মনকে লইয়া সমুদায়ে ইন্দ্রিয় একাদশ। মন সকলের প্রধান। ষোড়শ-

গণের মধ্যে ইহা সাত্ত্বিক। ইহা মহত্তত্ত্বের সাত্ত্বিক বিকার যে অহঙ্কার, তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। অপর ইন্দ্রিয়গণ রজোময় অহঙ্কার হইতে এবং পঞ্চতন্মাত্র তমোময় অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতঃপর একাদশ ইন্দ্রিয় গণনা করা হইতেছে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশকং ॥ ১৯ ।

বাক পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু শ্রোত্র ত্বক রসনা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর অন্তরবৃত্তি মন সমুদায়ে একাদশ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রশব্দ হইতে ইন্দ্রিয় শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। ইন্দ্র শব্দে সংঘাতেশ্বর। ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ করণ।

কেহ কেহ এই ইন্দ্রিয়গণকে ভৌতিক অর্থাৎ ভূতজাত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সূত্রকার সেই মতের খণ্ডনার্থ নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কার হইতে জন্মিয়াছে, এইরূপ শ্রুতি আছে। অতএব উহারা ভৌতিক পদার্থ নহে; অর্থাৎ ভূত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ইন্দ্রিয়গণ যে অহঙ্কারজাত, তাহার প্রমাণভূত অনেক শ্রুতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু মন্বাদি স্মৃতি হইতে তাহার অনুমান হইয়া থাকে। "অহং বহু স্যাং" আমি বহু হইব, এই একটী প্রত্যক্ষ শ্রুতি আছে। আমি ইত্যাকার জ্ঞান অহঙ্কারজাত।

তুমি ইন্দ্রিয়গণকে অহঙ্কারজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, সেটী সঙ্গত হইতেছে না। দেবতাতে ইন্দ্রিয়ের লয় হয় এইরূপ শ্রুতি আছে। তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, দেবতাই ইন্দ্রিয়গণের উপাদান কারণ। কারণেই কার্য্যের লয় হয়। অতএব তুমি কিরূপে ইন্দ্রিয়গণকে অহঙ্কারজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

দেবতালয়শ্রুতির্নারম্ভকস্য ॥ ২১ ॥

দেবতাতে লয় হয় এই শ্রুতি আছে, কিন্তু আরম্ভবিষয়ক শ্রুতি নাই।

দেবগণে ইন্দ্রিয়ের লয় হয় এইরূপ শ্রুতিই আছে, কিন্তু দেবগণ হইতে ইন্দ্রি-

য়ের উৎপত্তি হয়, এরূপ শ্রুতি নাই। পক্ষান্তরে, যে যাহার উৎপাদক না হয়, তাহাতেও তাহার লয় হয়, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী জল বিন্দুর উৎপাদক নহে, কিন্তু পৃথবীতে জলবিন্দুর লয় হইয়া থাকে।

যাঁহারা মনকে নিত্য বলেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করা হইতেছে।

তদুৎপত্তিশ্রুতের্বিনাশদর্শনাচ্চ ॥ ২২ ॥

তাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি শ্রুতি আছে, তাহাদিগের বিনাশও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মন নিত্য নয়।

মন যে নিত্য নয় তাহার প্রমাণ এই, ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি শ্রুতি আছে। সে শ্রুতি এই, ইহা হইতে প্রাণ মন ও সকল ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে। বৃদ্ধাদি অবস্থা হইলে ইন্দ্রিয়ের যে বিনাশ হয়, তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ হইলে চক্ষু কর্ণাদির দর্শন শ্রবণাদি শক্তির ন্যায় মনেরও বিষয়-গ্রহণ-শক্তি ক্রমে কমিয়া পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। দশম অবস্থায় মন ও সকল ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি হয় ইত্যাদি শ্রুতিও আছে। যথা "দশকেন নিবর্ত্ততে মনঃ স র্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।" অতএব অবস্থাভেদে সকল ইন্দ্রিয়েরই যখন বিনাশ হয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন মনকে নিত্য বলা সঙ্গত হইতে পারে না।

কোন কোন নাস্তিক ইন্দ্রিয়-গোলককেই ইন্দ্রিয় বলে, সূত্রকার তাহাদিগের মত খণ্ডন করিতেছেন।

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে। ২৩ ॥

ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ উহার প্রত্যক্ষ হয় না। যাহারা ভ্রান্ত, তাহাদিগেরই অধিষ্ঠানে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোলকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান হয়। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় গোলকগুলি ইন্দ্রিয় নয়।

কাহার কাহার মত এই, ইন্দ্রিয় এক, শক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারী হয়। নিম্নলিখিত সূত্রদ্বারা সে মতেরও খণ্ডন করা হইতেছে।

শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বং ॥ ২৪ ॥

শক্তিভেদেও ইন্দ্রিয় ভেদ সিদ্ধ হয়, অতএব উহা এক নয়।

এক ইন্দ্রিয়ের শক্তিভেদ স্বীকার করিলেও ইন্দ্রিয় যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা সিদ্ধ হয়। কারণ, শক্তিই ইন্দ্রিয়। সেই শক্তি যখন ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তখন ইন্দ্রিয়ও ভিন্ন ভিন্ন।

তুমি এক অহঙ্কার হইতে নানাবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কল্পনা করিতেছ, তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হইতেছে। সূত্রকার তদুত্তরে কহিতেছেন।

ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্টস্য॥ ২৫॥

যে পদার্থ প্রমাণদৃষ্ট, তাহার কল্পনাবিরোধ হয় না। যখন দেখা যাই-তেছে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, তখন এক অহঙ্কার হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি-কল্পনা-বিরোধ-সম্ভাবনা কি?

মনই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রধান। অন্য দশটী ইন্দ্রিয় তাহার শক্তিভেদ মাত্র। নিম্নলিখিত সূত্রে এই কথা বলা হইয়াছে।

উভয়াত্মকং মনঃ॥ ২৬॥

মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয় মনের শক্তিভেদমাত্র।

সূত্রকার স্বয়ং উভয়াত্মক শব্দের অর্থ করিয়া দিতেছেন।

গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ॥ ২৭॥

সত্ত্বাদিগুণের পরিণাম ভেদে মন নানাপ্রকার হয়, অবস্থার ন্যায়।

যেমন এক মনুষ্য সঙ্গবশে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়; যথা—কামিনী সঙ্গে কামুক, বিরক্ত সঙ্গে বিরক্ত এবং অন্য সঙ্গে অন্য প্রকার হয়; সেইরূপ মন সত্ত্বাদিগুণ ভেদে চক্ষুরাদির যোগে দর্শনাদি-বৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার হয়। ফলতঃ মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে চক্ষুরাদির রূপরসাদি বিষয় গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। এই কারণেই সূত্রকার মনকে উভয়াত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের বিষয় কি, তাহার নির্ণয় করা হই-য়েছে।

রূপাদির মলান্ত উভয়োঃ॥ ২৮॥

রূপাদি-মল পর্য্যন্ত উভয়ের অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কথন, গ্রহণ, গমন, আনন্দের অনুভব ও মলপরিত্যাগ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়।

দর্শনাদি কার্য্যে চক্ষুরাদির উপযোগিতা আছে। সেই উপযোগিতা আছে

বলিয়া চক্ষুরাদিকে ইন্দ্রিয় বলা যায়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের করণ। নিম্নলিখিত সূত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে।

দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দ্রিয়াণাং ॥ ২৯ ॥

আত্মার অর্থাৎ পুরুষের দ্রষ্টৃত্বাদি অর্থৎ দর্শনকারিতাদি পাঁচটী বক্তৃত্বাদি পাঁচটী এবং সঙ্কল্পকারিতা যে আছে, সেই দর্শনাদি ব্যাপার দ্বারা ইন্দ্রিয় করণ হয়।

পুরুষ য দর্শনাদি করেন, ইন্দ্রিয় তাহাতে করণ হয়। করণ শব্দের অর্থ ক্রিয়ার সাধক। কুঠারাদি যেমন ছেদনাদি ক্রিয়ার সাধক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তেমনি দর্শনাদি ক্রিয়ার সাধক, অর্থাৎ চক্ষুরাদি দ্বারা পুরুষের দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সাংখ্যমতে পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শনকর্তৃত্বাদি নাই। অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সান্নিধ্যমাত্রে দর্শনাদি কর্তৃত্ব হইয়া থাকে। যেমন,মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধে যান না,সৈন্য দ্বারা তাঁহার যুদ্ধকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়,তেমনি পুরুষের চক্ষুরাদি দ্বারা দর্শনাদি-কর্তৃত্ব নির্ব্বাহ হয়। পুরুষ দর্শনাদি ক্রিয়ার প্রেরক মাত্র।

মহৎ অহঙ্কার ও মন এই তিনের অসাধারণ ধর্ম্ম বলা হইতেছে।

ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যং ॥ ৩০ ॥

তিনটীর অর্থাৎ মহৎ অহঙ্কার ও মনের স্বালক্ষণ্য অর্থাৎ স্ব স্ব লক্ষণ অসাধারণ ধর্ম্ম।

অধ্যবসায়াদি উৎকৃষ্ট গুণ মহতের ধর্ম্ম, যার যে গুণ নাই আপনাতে তাহার আরোপ করা অহঙ্কারের ধর্ম্ম, সঙ্কল্প ও বিকল্প মনের ধর্ম্ম। মানস কর্ম্মের নাম সঙ্কল্প। বিকল্প শব্দের অর্থ সংশয়।

মহৎ অহঙ্কার ও মনের সাধারণ ধর্ম্ম বলা হইতেছে।

সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বঃ পঞ্চ। ৩১ ॥

প্রাণাদি পাঁচটী বায়ু মহৎ অহঙ্কার ও মনের সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ পরিণাম ভেদ। এস্থলে করণ শব্দের অর্থ অন্তঃকরণত্রয়। সাংখ্যমতে মহৎ অহঙ্কার ও মন, এই তিনটী অন্তঃকরণ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। প্রাণাদি বায়ুর ন্যায় সঞ্চরণশীল বলিয়া উহাদিগকে পাঁচটী বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে।

বৈশেষিকেরা বলেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ক্রমে হয়, যুগপৎ হয় না। সূত্রকার সেই মতের খণ্ডন করিয়া স্বমত ব্যবস্থাপন করিতেছেন।

ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ॥ ৩২ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি অর্থাৎ দর্শনাদি কার্য্য ক্রমে হয়, যুগপৎও হইয়া থাকে। কারণ থাকিলে এককালে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইবার বাধক কিছুই নাই।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৩৩ ॥

বৃত্তি পাঁচ প্রকার। উহার মধ্যে কতকগুলি ক্লেশদায়ক আর কতকগুলি সুখদায়ক। সাংসারিক বৃত্তিগুলি ক্লেশদায়ক আর যোগকালীন বৃত্তিসকল তাহার বিপরীত। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি। বিবেক-বিরহের নাম বিপর্য্যয়। ভ্রমাত্মক জ্ঞানের নাম বিকল্প। সুষুপ্তিকালীন বুদ্ধিবৃত্তির নাম নিদ্রা। সংস্কারজন্য জ্ঞানের নাম স্মৃতি।

এই যে পাঁচটী বৃত্তির কথা বলা হইল, এতন্নিবন্ধন পুরুষের রূপান্তর হয়। ইহার নিবৃত্তি হইলে তিনি স্বরূপে অবস্থিত হন। ফলতঃ তাঁহার রূপভেদ বৃত্তিমূলক ঔপাধিকমাত্র; স্বাভাবিক নয়।

নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপারাগঃ স্বস্থঃ ॥ ৩৪ ॥

তাহার অর্থাৎ বৃত্তিসকলের নিবৃত্তি হইলে পুরুষের প্রতিবিম্বমূলক রাগের শান্তি হয়, তখন তিনি প্রকৃতিস্থ হন।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিসকলের নিবৃত্তি হইলে পর, পুরুষের বৃত্তি যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, তাহারও নিবৃত্তি হয়। তখন পুরুষ স্বস্থ অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হন।

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা এই বিষয়টী বিশদ করিয়া বলা হইতেছে।

কুসুমবচ্চ মণিঃ ॥ ৩৫ ॥

কুসুম দ্বারা মণির ন্যায়।

জবা পুষ্পের যোগে স্ফটিক মণি যেমন রক্তবর্ণ হইয়া অপ্রকৃতিস্থ হইয়া যায়, সেই পুষ্প অপসারিত হইলে সেই মণি যেমন রাগশূন্য হইয়া প্রকৃতিস্থ হয় অর্থাৎ যেমন মণি তেমনি হয়, তেমনি পুরুষ বৃত্তিসংযোগে উপরক্ত হন এবং বৃত্তি অপসারিত হইলে প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকেন।

তুমি পুরুষকে উদাসীন বলিলে তোমার মতে ঈশ্বরও বিচারে সিদ্ধ হইতেছেন না। তবে কাহার যত্নে মহৎ অহঙ্কারাদির কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোঽপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ ॥ ৩৬ ॥

পুরুষের অদৃষ্টের উল্লাস অর্থাৎ অভিব্যক্তিহেতুক পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের নিমিত্ত করণোদ্ভব অর্থাৎ করণ যে মহদাদি তাহার প্রবৃত্তিও হইয়া থাকে।

পুরুষের অদৃষ্ট বশে যেমন প্রকৃতির পুরুষার্থ প্রবৃত্তি হয়, তেমনি মহৎ অহঙ্কার ও মন এ তিনেরও কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, মহদাদির কার্য্যপ্রবৃত্তির প্রতি তাহাদিগের নিজের স্বার্থ নাই, তাহারা পুরুষার্থই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

উপরে বলিলে মহদাদির যে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাতে তাহাদিগের নিজের কোন স্বার্থ নাই। তাহাদিগের স্বার্থ যদি না রহিল, তাহারা পরের নিমিত্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে কেন? এই আশঙ্কার পরিহারার্থ একের নিমিত্ত অপরের যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

ধেনুবৎ বৎসায় ॥ ৩৭ ॥

বৎসকে দেখিয়া ধেনুর দুগ্ধ যেমন স্বয়ং ক্ষরিত হয়, তেমনি মহৎ অহঙ্কারাদির স্বয়ং কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, পুরুষের যত্নের অপেক্ষা করে না।

করণ কয় প্রকার? এই প্রশ্নে সূত্রকার কহিতেছেন।

করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ ॥ ৩৮ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, আর মহৎ অহঙ্কার ও মন এই তিনটী সমুদায়ে তেরটী করণশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ইহার আবার ব্যক্তিভেদে বহুতর ভেদ হয়।

বুদ্ধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের করণ। অতএব বুদ্ধিই প্রধান করণ, ইন্দ্রিয়গণ গৌণ করণ। কি কারণে ইহাদিগকে গৌণ বলা হইল? এই প্রশ্নে বলা হইতেছে।

ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ ॥ ৩৯ ॥

উপরে করণকে ত্রয়োদশবিধ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণও

করণ। ইন্দ্রিয়গণকে যে গৌণ করণ বলা হইল, তাহার কারণ এই, প্রধান করণ বুদ্ধি; বুদ্ধির ন্যায় ইন্দ্রিয়গণও ক্রিয়ার সাধক হয় বটে; কিন্তু বুদ্ধি প্রধান সাধক। অন্য অন্য ইন্দ্রিয় তাহার অধীন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়গণ গৌণ করণ, আর বুদ্ধি মুখ্য করণ। কারণ তাহাতে সাধকতমত্ব গুণযোগ আছে। এস্থলে দৃষ্টান্ত কুঠার। কুঠার-ক্রিয়ার দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করা যাইতেছে, এ কথা বলিলে কুঠার ছেদন ক্রিয়ার করণ হয়। এস্থলে ছেদন ক্রিয়ার প্রধান সাধন প্রহার। কুঠার পরম্পরা সম্বন্ধে যেমন ছেদনক্রিয়ার সাধক হয়, ইন্দ্রিয়গণও তেমনি পুরুষের দর্শনাদি কার্য্যের গৌণরূপে সাধক হইয়া থাকে।

মনই (বুদ্ধি) যে প্রধান করণ, তাহা বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে।

দ্বয়োঃ প্রধানং মনোলোকবৎ ভৃত্যবর্গেষু ॥ ৪০ ॥

দুয়ের অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন অর্থাৎ বুদ্ধি প্রধান করণ। রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে প্রধান রাজকর্ম্মচারির ন্যায়।

এখানে মন শব্দের অর্থ বুদ্ধি। রাজার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যেমন কেহ প্রধান হয়, অপর ব্যক্তিরা তাহার অধীন হইয়া চলিয়া থাকে, তেমনি বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান, অন্য ইন্দ্রিয়গণ তাহার অধীন হইয়া কার্য্য করে।

বুদ্ধিই যে প্রধান, নিম্নলিখিত তিনটি সূত্রদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

অব্যভিচারাৎ ॥ ৪১ ॥

বুদ্ধি যে সকল করণের প্রধান, সে বিষয়ে ব্যভিচার অর্থাৎ অন্যথা নাই।

দ্বিতীয় হেতু এই:—

তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

বুদ্ধিই অশেষ সংস্কারের আধার। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, মন ও অহঙ্কার সর্ব্ব সংস্কারের আধার হয় না। চক্ষুরাদিকে যদি সংস্কারের আধার বল, অন্ধ ও বধির ব্যক্তি অন্ধ ও বধির হইবার পূর্ব্বে যে বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছে, তাহা স্মরণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, সে

যে চক্ষুদ্বারা ও যে কর্ণদ্বারা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিল, এখন তাহার সে চক্ষু ও সে কর্ণ নাই। পক্ষান্তরে অন্ধ ও বধির অবস্থায় বুদ্ধি থাকে, তাহার পূর্ব্ব সংস্কারও হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিই সকল করণের প্রধান।

তৃতীয় হেতু এই:—

স্মৃত্যানুমানাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

স্মৃতি দ্বারা অনুমান হেতুক।

বুদ্ধিরই স্মৃতি অর্থাৎ চিন্তা হয়, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের তাহা হয় না। অতএব বুদ্ধি সকল করণের শ্রেষ্ঠ। স্মৃতিরূপ বৃত্তি দ্বারা বুদ্ধির প্রাধান্যের অনুমান হইতেছে। এখানে স্মৃতি শব্দের অর্থ চিন্তা।

বুদ্ধির চিন্তাশক্তি আছে বলিয়া তুমি তাহার প্রাধান্য প্রতিপাদন করিলে আমি বলি চিন্তা পুরুষেরই হয় বুদ্ধির হয় না। এই পূর্ব্বপক্ষে সূত্রকার কহিতেছেন।

সম্ভবেন্ন স্বতঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বতঃ অর্থাৎ আপনা হইতে পুরুষের স্মৃতি অর্থাৎ চিন্তা সম্ভবে না। কারণ, তিনি উদাসীন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, চিন্তাশক্তি বুদ্ধির, পুরুষের নয়।

তুমি বুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিপাদন করিলে কিন্তু পূর্ব্বে মনকে উভয়াত্মক বলিয়া তাহার প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিয়াছ, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইল? সূত্রকার তদুত্তরে কহিতেছেন।

আপেক্ষিকোগুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ ॥ ৪৫ ॥

ক্রিয়াবিশেষহেতু অপেক্ষাকৃত গৌণ মুখ্যভাব।

ক্রিয়াবিশেষহেতু ইন্দ্রিয়গণের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য। যথা দর্শনাদি কার্য্যে মনের প্রাধান্য ও চক্ষুরাদির অপ্রাধান্য। মনের কার্য্যে অহঙ্কার প্রধান, অহঙ্কারের কার্য্যে বুদ্ধি প্রধান। চক্ষুরাদিকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞান হয় বলিয়া মনকে উভয়াত্মক বলা হইয়াছে।

তোমার মতে পুরুষ অনেক, বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন, এই বুদ্ধি এই পুরুষের করণ, এ বুদ্ধি করণ নয়, কি নিমিত্ত এ ব্যবস্থা করিতেছ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ তদর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ ॥ ৪৬ ॥

তাহার অর্থাৎ সেই পুরুষের কর্ম্মার্জ্জিত বলিয়া করণের সেই পুরুষের নিমিত্ত চেষ্টা অর্থাৎ সকল ব্যাপার হয়, লোকে যেমন দেখা যায়।

যেমন লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি যে কুঠারাদি ক্রয় করে, সেই কুঠারাদি তাহারই ছেদনাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তেমনি যে বুদ্ধি যে পুরুষের কর্ম্মার্জ্জিত হয়, সে তাহারই কার্য্যের সাধন হয়। সাংখ্যমতে পুরুষ উদাসীন, তাঁহার কর্ম্ম সম্ভবে না। তথাপি পুরুষের কর্ম্মের যে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহার কারণ এই, বুদ্ধি পুরুষের ভোগসাধন। যেমন যুদ্ধস্থলে না গেলেও রাজাতে জয়ের আরোপ হয়, সেইরূপ বুদ্ধিকৃত কর্ম্মের পুরুষে আরোপ হইয়া থাকে। যে বুদ্ধির কর্ম্ম যে পুরুষে আরোপিত হয়, সেই বুদ্ধিই সেই পুরুষের করণ বলিয়া নির্দ্দিশিত হইয়া থাকে।

সম্প্রতি বুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিপাদনার্থ উপসংহার করা হইতেছে।

সমানকর্ম্মযোগে বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবৎ লোকবৎ ॥৪৭॥

পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া ত্রয়োদশকরণের কথা বলা হইয়াছে। এই ত্রয়োদশকরণ পুরুষের সম্বন্ধে সমান কার্য্যকারী হইলেও বুদ্ধি প্রধান। লোকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, মন্ত্রী ও গ্রামাধ্যক্ষাদিসকলে রাজার সমান কর্ম্মচারী হইলেও মন্ত্রীর প্রাধান্য থাকে, তেমনি ইন্দ্রিয়গণ পুরুষের সমান কার্য্যকারী হইলেও বুদ্ধির প্রাধান্য হয়। অধ্যায় সমাপ্ত হইল বলিয়া সূত্রে লোকবৎ এই শব্দটী দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রকৃতির স্থূলকার্য্য পঞ্চ মহাভূত, স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ শরীর, পুরুষের বিবিধ যোনিতে গতিপ্রভৃতি এবং পরম বৈরাগ্য নিমিত্ত জ্ঞানসাধন সমস্ত প্রকরণ বর্ণন করিবার জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে।

অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ ॥ ১ ॥

অবিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত হইতে বিশেষ অর্থাৎ স্থূলভূতের আরম্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি।

শান্ত ঘোর মূঢ় ইত্যাদি বিশেষ বিশেষণ স্থূলভূতেরই সম্ভবে, এই নিমিত্ত স্থূলভূত বিশেষ শব্দদ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সূক্ষ্মভূতে শান্ততা মূঢ়তাদি বিশেষ নাই, এই নিমিত্ত সূক্ষ্মভূত অবিশেষ শব্দদ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার নিষ্কৃষ্ট অর্থ এই, অবিশেষ যে সূক্ষ্মভূত, তাহা হইতে বিশেষ যে স্থূলভূত তাহার উৎপত্তি হইয়াছে।

যে যে পদার্থ হইতে স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ শরীরের উৎপত্তি হয়, বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

তস্মাচ্ছরীরস্য ॥ ২ ॥

তাহা হইতে অর্থাৎ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে শরীরের আরম্ভ হয়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ শরীরের উৎপত্তি হয়।

এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে পুরুষের সংসারে যে গতাগতি হয় তাহার কথা বলা হইতেছে।

তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ ॥ ৩ ॥

তাহার অর্থাৎ শরীরের বীজ যে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব,তাহা হইতে সংসার।

শরীরের বীজভূত যে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব,তাহা হইতে পুরুষের সংসারে গতাগতি হইয়া থাকে।

পুরুষের কতকাল সংসারবন্ধন থাকে,তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

আবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাং ॥ ৪ ॥

বিবেকপর্য্যন্ত অবিশেষ অর্থাৎ বিশেষরহিত ঈশ্বর অনীশ্বর যাবতীয় পুরুষের প্রবর্ত্তন অর্থাৎ সংসার।

যে পর্য্যন্ত না বিবেক জন্মে, সেই পর্য্যন্ত পুরুষের সংসারে গতাগতি হয়, বিবেকজ্ঞান জন্মিলে পর আর সংসার থাকে না।

যে কারণে অবিবেকী পুরুষের সংসার হয়, তাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

উপভোগাদিতরস্য ॥ ৫ ॥

ইতর অর্থাৎ অবিবেকী পুরুষের উপভোগ অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্ম ফলের উপভোগের আবশ্যকতা হেতুক।

অবিবেকী পুরুষকে স্বীয় কর্ম্মফলের ভোগ করিতে হয়, এই কারণে বিবেক জ্ঞান জন্মিয়া যাবৎ মুক্তিলাভ না হয়, তাবৎ সংসার-বন্ধন ঘটিয়া থাকে।

পুরুষের সংসারে গতাগতিকালে শীতোষ্ণাদি দুঃখ-ভোগ হয় না, ষষ্ঠ সূত্রে এই কথা বলা হইতেছে।

সম্প্রতি পরিমুক্তোদ্বাভ্যাং ॥ ৬ ॥

সম্প্রতি অর্থাৎ সংসারে গতাগতিকালে পুরুষ দুই অর্থাৎ শীতোষ্ণাদিদুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয়।

সংসারে গতাগতিকালে পুরুষের শীতোষ্ণাদি-সুখ দুঃখাদি ভোগ হয় না।

অতঃপর সূত্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয়বিধ শরীরের কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন।

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শইতরন্ন তথা ॥ ৭ ॥

স্থূল শরীর প্রায়ই মাতা পিতৃজাত, কিন্তু ইতর অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর সেরূপ অর্থাৎ মাতাপিতৃজাত নয়।

সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন হয়। অতএব তাহা মাতাপিতৃজাত হয় না। সূক্ষ্মশরীর হইতে যখন স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়, তখনই তাহা প্রায় মাতাপিতৃজাত হইয়া থাকে। এমন অনেক শরীর আছে, সেগুলি যোনিজাত নয়, এই নিমিত্ত প্রায়শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

যে শরীরে সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-ভোগ হয়, এক্ষণে তাহার অবধারণ হইতেছে।

পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্যনেতরস্য ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে উৎপত্তি হেতুক একের অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরের সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়, ইতরের অর্থাৎ স্থূল শরীরের হয় না।

সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভোগ লিঙ্গ শরীরেই হইয়া থাকে, স্থূল শরীরের সে ভোগ হয় না। মৃত শরীর তাহার প্রমাণ। মৃত শরীরে যে সুখ দুঃখাদির অনুভব হয় না, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

অতঃপর সূক্ষ্ম শরীরের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।

সপ্তদশৈকং লিঙ্গং ॥ ৯ ॥

সপ্তদশ মিলিয়া একমাত্র লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর হয়।

একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র আর বুদ্ধি। এই সতরটী লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের উপকরণ। এই সতরটী মিলিয়া সমষ্টিরূপে একমাত্র লিঙ্গ শরীর হইয়া থাকে। এখানে অহঙ্কারতত্ত্বকে বুদ্ধির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া গণনা করা হইয়াছে। প্রাণ অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদ। প্রাণপঞ্চকও লিঙ্গদেহে আছে। লিঙ্গদেহে বুদ্ধিই প্রধান। সাংখ্য মতে বুদ্ধির ভোগ হয়। অতএব লিঙ্গদেহ ভোগের আয়তন। এই সূক্ষ্মদেহ আধার ও আধেয় ভাবে দুইপ্রকার হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মশরীর যদি একমাত্র হইল, তবে পুরুষভেদে কিরূপে নানাপ্রকার ভোগ হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মভেদাৎ ॥ ১০ ॥

কর্ম্মবিশেষে ব্যক্তিভেদ হইয়া থাকে।

সৃষ্টির প্রথমে হিরণ্যগর্ভ নামে একমাত্র লিঙ্গ শরীরের উৎপত্তি হয় বটে; কিন্তু পরে ঐ শরীর ব্যক্তিভেদে নানা অংশে বিভক্ত হয়। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, এক পিতৃদেহ পুত্রকন্যাদিরূপে নানাপ্রকার হইয়া থাকে। এক লিঙ্গ শরীরের ব্যক্তিভেদে রূপভেদ হইবার কারণ কর্ম্ম। এই লিঙ্গদেহ হইতে যে সকল জীব উৎপন্ন হয়, তাহাদের কর্ম্মভেদে ব্যক্তিভেদ হইয়া থাকে।

তুমি বলিলে লিঙ্গশরীরে ভোগ হয়, স্থূল শরীরে হয় না। যাহার ভোগ আছে, তাহাতে শরীর শব্দ প্রয়োগ করা অসঙ্গত নয়, কিন্তু তুমি ভোগ হীন স্থূল শরীরে কিরূপে শরীর শব্দ ব্যবহার করিতেছ? ইহার উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ ॥ ১১ ॥

তাহার অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, তাহার তদ্বাদ হেতু অর্থাৎ তাহাকে দেহ বলা যায় বলিয়া সেই সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয় যে স্থূলদেহ, তাহারও তদ্বাদ অর্থাৎ তাহাকেও দেহ বলা যায়।

ইহার নিষ্কৃষ্ট অর্থ এই, শরীরের সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাত্মক আশ্রয়কে দেহ বলা

যায় বলিয়া সেই সূক্ষ্মপঞ্চভূতাত্মক দেহের আশ্রয় যে স্থূলপঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ, তাহাকেও দেহ বলা যায়।

লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠানভূত যে অন্য শরীর আছে, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন স্বাতন্ত্র্যাৎ তদৃতে ছায়াবচ্চ চিত্রবচ্চ ॥ ১২ ॥

লিঙ্গশরীর তদৃতে অর্থাৎ সেই অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকে না, ছায়ার ন্যায় ও চিত্রকর্ম্মের ন্যায়।

যেমন ছায়া অথবা চিত্র কর্ম্ম আধারশূন্য হইয়া থাকে না, তেমনি লিঙ্গদেহ আধারশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তর গমনের নিমিত্ত লিঙ্গদেহের আধারভূত শরীরান্তর সিদ্ধ হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই, স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর লিঙ্গ দেহ সূক্ষ্মপঞ্চভূতাত্মক শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়া থাকে।

লিঙ্গ শরীর মূর্ত্তদ্রব্য। মূর্ত্ত দ্রব্য বায়ু প্রভৃতির যেমন আকাশ আধার, লিঙ্গশরীরেরও তেমনি আকাশ আধার হউক, তাহার অন্য আধার কল্পনার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

মূর্ত্তত্বেঽপি ন সঙ্ঘাতযোগাৎ তরণিবৎ ॥ ১৩ ॥

লিঙ্গ শরীর মূর্ত্ত দ্রব্য হইলেও আধারশূন্য হইয়া থাকে না, তরণি অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় সঙ্ঘাত যোগে অবস্থিত হয়।

সূর্য্যাদির তেজকে যেমন পার্থিব দ্রব্য সঙ্গে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, সত্ত্বগুণপ্রধান প্রকাশময় লিঙ্গ শরীরও তেমনি ভূতসঙ্গত হইয়া থাকে।

লিঙ্গ শরীর পরিমাণের অবধারণ করা হইতেছে।

অণুপরিমাণং তৎ কৃতিশ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর অণুপরিমাণ; কিন্তু অত্যন্ত অণু নয়, যেহেতু তাহার ক্রিয়া আছে শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

লিঙ্গ শরীর অত্যন্ত অণু নয়। অত্যন্ত অণু হইলে উহা নিরবয়ব হইত। বাস্তবিক উহার অবয়ব আছে। উহা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু উহা পরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন না হইলে উহার ক্রিয়া থাকিত না। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে

কর্ম্মাণি কুরুতে চ।” ইত্যাদি শ্রুতিতে লিঙ্গ শরীরের ক্রিয়ার কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

লিঙ্গ শরীর যে পরিচ্ছিন্ন, তাহার অপর যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ ॥ ১৫ ॥

তাহার অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরের অন্নময়ত্ব শ্রুতি আছে।

“অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোমী বাক্।

ইত্যাদি শ্রুতি পাঠে জানা যায় লিঙ্গ শরীর অন্নময়॥”

যখন উহা অন্নময় হইল,তখন প্রমাণ হইতেছে যে উহা পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন না হইলে কখন অন্নময় হইত না।

লিঙ্গ শরীর দেহ হইতে দেহান্তরে যে গমন করে, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূপকারবৎ রাজ্ঞঃ ॥ ১৬ ॥

পুরুষের নিমিত্তই লিঙ্গশরীরের সংসৃতি অর্থাৎ দেহ হইতে দেহান্তরে গমন হয়, যেমন রাজার নিমিত্ত সূপকার পাকশালায় গমনাগমন করে।

পাচক যেমন রাজার পাকক্রিয়া-নির্ব্বাহার্থ রন্ধনশালায় গমনাগমন করে, তেমনি লিঙ্গশরীর পুরুষের কার্য্যসাধনার্থ দেহান্তরে গতায়াত করিয়া থাকে।

লিঙ্গশরীরের স্বরূপাদি নির্ণীত হইল, এক্ষণে স্থূল শরীরের বিষয় বলা হইতেছে।

পাঞ্চভৌতিকোদেহঃ ॥ ১৭ ॥

দেহ অর্থাৎ স্থূল দেহ পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া হয়।

স্থূল দেহ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের পরিণাম। এই পাঁচটী ভূত যখন মিলিত হয়,তখনি স্থূল দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মতান্তরে স্থূলদেহের কথা বলা হইতেছে।

চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে ॥ ১৮ ॥

একে অর্থাৎ কোন কোন পণ্ডিতে বলেন, স্থূলদেহ চাতুর্ভৌতিক, অর্থাৎ চারিভূতে মিলিত হইয়া হয়।

কতকগুলি পণ্ডিত আকাশকে ভূত বলিয়া গণনা করেন না, তাঁহাদের

মতে পৃথিবী জল অগ্নি ও বায়ু, এই চারিভূত মিলিত হইয়া স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়।

একভৌতিকমিত্যপরে। ১৯ ॥

কোন কোন পণ্ডিতের মতে স্থূলদেহ একভৌতিক, অর্থাৎ এক ভূত হইতে উৎপন্ন হয়।

ইহাঁদের অভিপ্রায় এই, এক পৃথিবী হইতেই মনুষ্যাদি স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়, জলপ্রভৃতি তাহার সহকারিমাত্র। ভাষ্যকার আর একপক্ষ আশ্রয় করিয়া অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মনুষ্যাদি শরীরে পার্থিব অংশ অধিক আছে বলিয়া স্থূল দেহকে কেবল পার্থিব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যে দেহে যে ভূতের অংশ অধিক, তাহাকে তন্ময় বলিয়া বলা হয়। যেমন সূর্য্যাদি লোকস্থিত দেহে তেজের অংশ অধিক আছে বলিয়া তাহাকে তৈজস বলা যায়।

এই পাঞ্চভৌতিক দেহে চৈতন্য আছে কি না, তাহার কথা বলা হইতেছে।

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ। ২০ ॥

স্থূল দেহে সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক চৈতন্য থাকে না। কারণ, প্রত্যেক ভূতে সে চৈতন্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে পঞ্চভূতে দেহ গঠিত হয়, সেগুলিকে পৃথক পৃথক করিলে তাহার প্রত্যেকে চৈতন্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, স্থূল দেহের চৈতন্য স্বাভাবিক নয়, ঔপাধিক।

স্থূল দেহে যে স্বাভাবিক চৈতন্য থাকে না, তাহার প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ ॥ ২১ ॥

প্রপঞ্চের অর্থাৎ সকলেরই মরণ ও সুষুপ্ত্যাদির অভাব ঘটিয়া উঠে।

মরণ ও সুষুপ্তি প্রভৃতি দেহের অচেতন অবস্থা। দেহের চৈতন্য স্বাভাবিক, এ কথা বলিলে এ অবস্থা ঘটিতে পারে না। কারণ, যে দ্রব্যের যে স্বভাব তাহা চিরকালই সমভাবে থাকে। চৈতন্য দেহের স্বভাব হইলে সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা ঘটিত না। ফলতঃ চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক

ধর্ম্ম হইলে মৃতদেহেও চৈতন্য থাকিত। মৃতদেহে যে চৈতন্য থাকে না, ইহা সকলেরই জানা আছে।

তুমি বলিলে শরীরের প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না, অতএব স্থূল দেহের চৈতন্য স্বাভাবিক নয়; আমি বলি প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য না থাকিলেও ঐ ভূতগুলি যখন মিলিত হয়, তখন চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রতিবাদীর এই আপত্তির উত্থাপন করিয়া সূত্রকার তাহার সমাধান করিতেছেন।

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ ২২ ॥

মদশক্তির ন্যায় মিলিত পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহে চৈতন্য হয়, যদি এ কথা বল, সূত্রকার এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন, প্রত্যেক দ্রব্যে মাদকতা শক্তি পরিদৃষ্ট হইলে সাংহত্যে অর্থাৎ মিলিতভাবে তাহার অর্থাৎ মাদকতা শক্তির উদ্ভব হয়। অন্যথা হয় না।

এই সূত্রটীতে প্রথমে প্রতিবাদীর আশঙ্কা তাহার পর সূত্রকারের তাহার সমাধান উভয়ই আছে। মাদকতা শক্তির ন্যায় স্থূল দেহে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে যে দ্রব্য মিলিত হইয়া মাদকতাশক্তির উদ্ভব হয়, তাহার প্রত্যেক দ্রব্যে মাদকতা শক্তি আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পরে যখন সেই দ্রব্যগুলি মিলিত হয়, তখনই মাদকতা শক্তির আবির্ভাব হয় মাত্র। পক্ষান্তরে যে পঞ্চভূত মিলিত হইয়া স্থূল দেহ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং মিলিত পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহে চৈতন্য থাকিবার সম্ভাবনা নয়।

লিঙ্গ দেহ স্থূল দেহে গমন করিলে যে উপায়ে যে পুরুষার্থ সাধিত হয় তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে।

জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ ॥ ২৩ ॥

জ্ঞানহেতুক মুক্তি হয়।

লিঙ্গ শরীরের স্থূল দেহে সঞ্চার হইলে বিবেকসাক্ষাৎকার হয়। বিবেক সাক্ষাৎকার হইলে মুক্তিরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বন্ধোবিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৪ ॥

বিপর্য্যয় হেতু পুরুষের বন্ধন হয়।

বিপর্য্যয় হেতুক পুরুষের সুখদুঃখাত্মক বন্ধনদশা উপস্থিত হয়। অবিদ্যা অজ্ঞান প্রভৃতি বিপর্য্যয় শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সূত্রকার স্বয়ংই এ গুলির উল্লেখ করিবেন।

জ্ঞান হইতে মুক্তি আর বিপর্য্যয় হইতে পুরুষের বন্ধন হয় এই কথা বলা হইল, এক্ষণে মুক্তির বিষয় বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে।

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞান মুক্তির প্রতি নিয়ত কারণ, অতএব মুক্তি সম্বন্ধে সমুচ্চয় ও বিকল্প নাই।

সমুচ্চয়শব্দের অর্থ মিলিত হইয়া কার্য্যকারিতা, আর বিকল্প দ্বৈধ। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যা অবিদ্যা উভয়ে মিলিয়া মুক্তির প্রতি কারণ হয়। সাংখ্যকার সে মতের অনুমোদন করেন না। ইহাঁর মতে অবিবেকের নিবৃত্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। সেই তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ংই মুক্তির প্রতি কারণ হয়। উহা অবিদ্যার সহিত মোক্ষের প্রতি কারণ হয় না। এই নিমিত্তই সূত্রে সমুচ্চয় ও বিকল্প দুটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মোক্ষসাধন সম্বন্ধে বিদ্যা ও অবিদ্যার যে সহকারিতা নাই, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দৃঢ়তর করা হইতেছে।

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং নোভয়োর্মুক্তিঃ পুরুষস্য ॥ ২৬ ॥

যেমন স্বপ্ন ও জাগরণ উভয়ের যুগপৎ মিলন হইয়া কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই, তেমনি মায়িক অর্থাৎ অসত্য, অর্থাৎ অবিদ্যা আর অমায়িক অর্থাৎ সত্য অর্থাৎ বিদ্যা এ উভয়ের মিলনে পুরুষের মুক্তি যুক্তিসঙ্গত নয়।

মায়িক শব্দের অর্থ অসত্য। আর অমায়িক শব্দের অর্থ সত্য। বিদ্যা সত্য আর অবিদ্যা অসত্য। এ উভয়ের মিলনে একবিধ ফল হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। স্বপ্ন ও জাগরণ তাহার দৃষ্টান্ত। স্বপ্ন হইতে যে ফল হয়, জাগরণ হইতে তাহা হয় না। অতএব স্বপ্ন ও জাগরণ উভয়ের মিলনে একবিধ ফল হওয়া সম্ভাবিত নহে। এখন স্পষ্ট বুঝা গেল পুরুষের মোক্ষসাধনবিষয়ে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের সমুচ্চয়রূপে সহকারিতা নাই, বিকল্পও নাই।

অবিবেক নিবৃত্তি হইলে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই পুরুষের মোক্ষ জন্মাইয়া দেয়। এই নিমিত্তই পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে, পুরুষের মুক্তি সম্বন্ধে সমুচ্চয় বিকল্প নাই।

তুমি বলিলে যেখানে সত্য ও অসত্য উভয়ের মিলন হয়, সেই খানেই সমুচ্চয় ও বিকল্প হয়, আর যেখানে উভয়ের মিলন নাই, সেখানে সমুচ্চয় ও বিকল্প নাই। কিন্তু উপাসনা স্থলে উপাস্য সত্য, আর উপাসনারূপ কার্য্য মিথ্যা। অতএব উপাসনা স্থলে তত্ত্বজ্ঞান ও উপাসনা উভয়ের সমুচ্চয় ও বিকল্প হউক। এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকত্বং ॥ ২৭ ॥

ইতরের অর্থাৎ উপাস্যেরও আত্যন্তিকত্ব অথাৎ সম্পূর্ণ অমায়িকত্ব অথাৎ সত্যত্ব নাই।

উপাস্যের যে অংশে সত্যত্ব নাই, তাহা বলা হইতেছে।

সঙ্কল্পিতেঽপ্যেবং ॥ ২৮ ॥

সঙ্কল্পিত অর্থাৎ মনঃ সঙ্কল্পিত যে ধ্যেয়াংশ, তাহাতেও এইরূপ অর্থাৎ অসত্যত্ব আছে।

এই জগৎ ব্রহ্মময়, ইত্যাদি শ্রুতি আছে। এই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ এই ব্রহ্মাতিরিক্ত সমুদায় পদার্থ মিথ্যা। উপাস্য যে ব্রহ্ম তাঁহাকে যখন ধ্যান করা যায়, তখন সমুদায় প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। অতএব ধ্যেয় অংশেও যে মায়িকত্ব অর্থাৎ প্রপঞ্চের অসত্যত্ব আছে, তাহা প্রমাণ হইতেছে।

উপাসনার ফল কি? এই প্রশ্নে বলা হইতেছে।

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥

ভাবনোপচয় হেতু অর্থাৎ ভাবনা নামে যে উপাসনা তাহার নিষ্পত্তি হেতু পুরুষ শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পাপ হইলে প্রকৃতিবৎ অর্থাৎ প্রকৃতির ন্যায় তাহার সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য হয়।

উপাসনার ফল এই, উপাসনা দ্বারা পুরুষ নিষ্পাপ হন। নিষ্পাপ হইলে প্রকৃতির যেমন সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিতা ঐশ্বর্য্য আছে, পুরুষেরও সেইরূপ হয়। ফলতঃ উপাসকের বুদ্ধিবৃত্তি প্রকৃতি-প্রেরণ দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বশক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে।

জ্ঞানকে মোক্ষসাধন বলা হইয়াছে, জ্ঞানের সাধন কোনগুলি, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

রাগোপহতির্ধ্যানং ॥ ৩০ ॥

রাগের অর্থাৎ বিষয়বাসনার উপহতি অর্থাৎ বিনাশের নাম ধ্যান।

ধ্যান জ্ঞানের প্রধান সাধন। ধ্যান হেতু বিষয়বাসনার উচ্ছেদ হয়। ধ্যানের বিষয়বাসনার উচ্ছেদের প্রতি বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিয়া কার্য্য কারণের অভেদরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক ধ্যান রাগোপহতি নয়, রাগোপহতির কারণ। পাতঞ্জলে বিবেকসাক্ষাৎকারের হেতু বলিয়া যে আটটী যোগের অঙ্গ বলা হইয়াছে, ধ্যানশব্দে লক্ষণা দ্বারা সেগুলিও বুঝাইবে।

ধ্যানের আরম্ভ মাত্রে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। জ্ঞানের প্রতি ধ্যাননিষ্পত্তি কারণ। সেই ধ্যাননিষ্পত্তির লক্ষণ করা হইতেছে।

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ। ৩১ ॥

বৃত্তিনিরোধ হেতুক তাহার অর্থাৎ ধ্যানের সিদ্ধি অর্থাৎ নিষ্পত্তি হয়।

বৃত্তিনিরোধ শব্দের অর্থ এই, ধ্যেয়ভিন্ন অন্য পদার্থে চিত্তের গতিরোধ। ধ্যেয়াতিরিক্ত পদার্থে চিত্তের গতিরোধ হেতুক ধ্যাননিষ্পন্ন হয়। ঐ ধ্যাননিষ্পত্তির ফল জ্ঞান। অতএব যে পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত ধ্যান করিতে হইবে। যোগদ্বারাও চিত্তের বিষয়ান্তরে গতিরোধ হয়। অতএব যোগও জ্ঞানের প্রতি কারণ।

যেগুলি ধ্যানের সাধন, তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥

ধারণা আসন ও স্বকর্ম্ম দ্বারা তাহার অর্থাৎ ধ্যানের সিদ্ধি হয়।

ধারণা প্রভৃতি তিনটী কি? ক্রমে তাহার লক্ষণ করা হইতেছে।

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাং ॥ ৩৩ ॥

ছর্দ্দি ও বিধারণাদ্বারা নিরোধ অর্থাৎ প্রাণের যে নিরোধ, তাহার নাম ধারণা।

ছর্দ্দিশব্দের অর্থ বমন অর্থাৎ বিধারণত্যাগ। বিধারণা শব্দের অর্থ

কুম্ভক। ছর্দ্দি শব্দে এখানে পূরণ ও রেচকেরও গ্রহণ হইবে। পূরণ রচক ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণের বশীকরণের নাম ধারণা।

এক্ষণে আসন শব্দের লক্ষণ করা হইতেছে।

স্থিরসুখমাসনং ॥ ৩৪ ॥

এখানে সুখ শব্দের অর্থ সুখসাধন। স্থির থাকিয়া যাহা সুখের সাধন হয়, তাহার নাম আসন। যথাঃ—স্বস্তিকাদি।

বত্রিশের সূত্রে যে স্বকর্ম্ম শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ স্বকর্ম্ম শব্দে যাহা বুঝায়, তাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং ॥ ৩৫ ॥

স্বীয় স্বীয় আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নাম স্বকর্ম্ম।

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ আর ভিক্ষু, এই চারি আশ্রম। শাস্ত্রে এই এই আশ্রমের যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানবিধান করা হইয়াছে, স্বকর্ম্ম শব্দে তাহা বুঝাইবে। ভাষ্যকার বলেন, যোগের যম নিয়মাদি যে আটটী অঙ্গ আছে, স্বকর্ম্ম শব্দ দ্বারা তাহাও বুঝাইবে। সে আটটী অঙ্গ এই, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান আর সমাধি।

উত্তম মধ্যম ও অধম, তিনপ্রকার অধিকারী। ইহার মধ্যে উত্তম অধিকারিদিগের যম নিয়মাদি পাঁচটী বহিরঙ্গের প্রয়োজন নাই, কেবল বৈরাগ্য ও ধ্যান হইতে তাহাদিগের তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে, নিম্নলিখিত সূত্রে তাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

উত্তম অধিকারিদিগের বৈরাগ্য ও অভ্যাস হেতুক তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এখানে অভ্যাস শব্দ ধ্যান বুঝাইবে। মুখ্য অধিকারী যে জড় ভারতাদি, কেবল বৈরাগ্য ও ধ্যান হেতু তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিপর্য্যয় হেতুক পুরুষের সংসারবন্ধন হয়। এক্ষণে সেই বিপর্য্যয়ের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।

বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥ ৩৭ ॥

পাঁচটী বিপর্য্যয় ভেদ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচটী বিপর্য্যয়ের

অবান্তর ভেদ। এই পাঁচটীর প্রাদুর্ভাবহেতুক পুরুষ সংসারবদ্ধ হইয়া থাকেন। অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান ও দুঃখে সুখজ্ঞান; ইত্যাদি জ্ঞানকে অবিদ্যা বলে। অস্মিতা শব্দ অহংবুদ্ধি। শরীরে আত্মজ্ঞানের নাম অস্মিতা; অর্থাৎ শরীর ব্যতিরেক আত্মা নাই, এই জ্ঞানকে অস্মিতা কহে। রাগ শব্দে অনুরাগ অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি। দ্বেষশব্দে বিদ্বেষ। অভিনিবেশ শব্দে মরণাদিভয়। এগুলি পুরুষের সংসারবন্ধের কারণ।

অশক্তি বিপর্য্যয়ের কারণ। এক্ষণে সেই অশক্তির স্বরূপ বলা হইতেছে।

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তু ॥ ৩৮ ॥

অশক্তি আটাইশ প্রকার।

একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ, আর বুদ্ধির অশক্তি সপ্তদশ, সমুদায়ে অষ্টাবিংশতি। বুদ্ধির অশক্তি সতর প্রকার; যথাঃ—ইহার অব্যবহিত পরে যে নয়টী তুষ্টির কথা বলা হইতেছে, তাহার নয়টী বিঘাত, আর অষ্টসিদ্ধির আটটী বিঘাত, সমুদায়ে সতর।

তুষ্টির্নবধা ॥ ৩৯ ॥

সূত্রকার স্বয়ং এই নয় প্রকার তুষ্টির স্বরূপ বর্ণন করিবেন।

সিদ্ধিরষ্টধা ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধি আট প্রকার সূত্রকার স্বয়ং ইহারও লক্ষণ করিবেন।

উপরে যে বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির কথা বলা হইল, তাহার বিশেষ বিবরণের নিমিত্ত ক্রমে সূত্র চতুষ্টয়ের অবতারণা করা হইতেছে।

অবান্তরভেদাঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ৪১ ॥

অবান্তরভেদ পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ পূর্ব্বাচার্য্যেরা বিপর্য্যয়ের অবান্তর ভেদের যে লক্ষণ করিয়াছেন, সাংখ্যসূত্রকারের তাহাই অভিমত। তিনি বিস্তার ভয়ে তাহার আর স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করিলেন না। কারিকায় বাষট্টি প্রকার অবান্তর ভেদের কথা বলা হইয়াছে। সেগুলির উল্লেখে বিশেষ ফল নাই বলিয়া আমরাও তাহার উল্লেখ করিলাম না।

এবমিতরস্যাঃ ॥ ৪২ ॥

ইতরের অর্থাৎ অশক্তিরও এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বাচার্য্যদিগের নিরূপিত অবান্তর ভেদ আছে।

আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ ॥ ৪৩ ॥

আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তুষ্টি নয় প্রকার। কারিকায় এ সূত্রেরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আত্মাকে অধিকার করিয়া যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিকা তুষ্টি। তাহা প্রকৃতি উপাদান কাল ও ভাগ্য ইত্যাদি ক্রমে চারিপ্রকার, ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

উহাদি ভেদে সিদ্ধি আট প্রকার। উহ, শব্দ ও অধ্যয়ন, ইত্যাদিক্রমে কারিকায় অষ্টসিদ্ধির নাম নির্দ্দেশিত হইয়াছে। উপদেশাদি ব্যতিরেকে জন্মান্তরীণ অভ্যাস বশে স্বয়ং যে তত্ত্বজ্ঞান হয় উহাকে উহশব্দে কহে। অন্যের পাঠ শ্রবণ করিয়া অথবা স্বয়ং শাস্ত্র দর্শন করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম শব্দ।

সকল শাস্ত্রেই বলে, মন্ত্র, তপঃ, সমাধি প্রভৃতির দ্বারা অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হয়, তুমি বলিলে উহাদির দ্বারা হয়, ইহা কিরূপ হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

নেতরাদিতরহানেন বিনা ॥ ৪৫ ॥

ইতর হইতে অর্থাৎ উহাদিভিন্ন তপঃ সমাধি প্রভৃতি হইতে তাত্বিক সিদ্ধি হয় না। কারণ, সে সিদ্ধি ইতরহানি অর্থাৎ বিপর্য্যয়াদিহানি ব্যতিরেকে হয়।

পূর্ব্বে সংসার বন্ধের কারণ যে পাঁচটী বিপর্য্যয় ভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহার নাশ ব্যতিরেকে প্রকৃত সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। তপঃ প্রভৃতি হইতে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে বিপর্য্যয় ভেদ যে অবিদ্যাদি তাহার নাশ হয় না, সুতরাং তপঃপ্রভৃতিজনিত সিদ্ধিকে সিদ্ধ্যাভাস বলে, তাহা প্রকৃত সিদ্ধি নহে।

সৃষ্টি সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে দুইপ্রকার। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্বে সমষ্টি সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যষ্টিসৃষ্টি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে।

দৈবাদিপ্রভেদা ॥ ৪৬ ॥

সৃষ্টি দৈবাদি ভেদে অনেক প্রকার। ব্রাহ্ম প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৌত্র,

গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস, ও পৈশাচ এই আট প্রকার দৈবসৃষ্টি। পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, স্থাবর এই পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্‌যোনিবিষয়ক সৃষ্টি। মনুষ্যসৃষ্টি এক প্রকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, মোক্ষের ন্যায় পুরুষের ভোগও সৃষ্টির একটী প্রয়োজন। ব্যষ্টি সৃষ্টিতেও সে প্রয়োজন আছে। নিম্নলিখিত সূত্রে তাহা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব অর্থাৎ স্থাবর পর্য্যন্ত তৎকৃতে অর্থাৎ সেই সেই পুরুষের নিমিত্ত সৃষ্টি, আবিবেক অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানপর্য্যন্ত।

ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত যত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পুরুষের ভোগের নিমিত্ত। যে পর্য্যন্ত না বিবেক জ্ঞান জন্মে, তাবৎ পুরুষের ভোগ হয়। বিবেক জ্ঞান জন্মিলে সৃষ্টির লয় হইয়া যায়।

নিম্নলিখিত তিনটী সূত্রদ্বারা বিশেষ সৃষ্টির বিভাগ করা হইতেছে।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা ॥ ৪৮ ॥

ঊর্দ্ধ অর্থাৎ ভূলোকের উপরে যে সৃষ্টি আছে, তাহা সত্ত্ববিশাল অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রধান।

তমোবিশালা মূলতঃ ॥ ৪৯ ॥

মূলে অর্থাৎ ভূলোকের নিম্নে যে সৃষ্টি আছে, তাহা তমোবিশাল অর্থাৎ তমোগুণপ্রধান।

মধ্যে রজোবিশালা ॥ ৫০ ॥

মধ্যে অর্থাৎ ভূলোকে যে সৃষ্টি আছে, তাহা রজোবিশাল অর্থাৎ রজোগুণপ্রধান।

তুমি সত্ত্বাদিগুণপ্রধান সৃষ্টি বিভাগের কথা বলিলে, কিন্তু প্রকৃতি এক, কি নিমিত্ত তাহার এ প্রকার সৃষ্টিবিভাগ হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ ॥ ৫১ ॥

কর্ম্মের বৈচিত্র্য অর্থাৎ পুরুষের কর্ম্মের বিচিত্রতা অর্থাৎ ভিন্নতাহেতুক প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির চেষ্টা অর্থাৎ সৃষ্টির বিভাগ করা হয়, গর্ভদাসের ন্যায়।

যে ব্যক্তি দাস অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে, ভৃত্যের কর্ত্তব্য কার্য্যে পটুতা হেতুক সে যেমন স্বামীর সন্তোষার্থ নানাপ্রকার পরিচর্য্যা করে, তেমনি প্রকৃতি পুরুষের কর্ম্ম-ভেদ হেতুক সৃষ্টি ভেদ করিয়া থাকে। যে পুরুষের যেমন কর্ম্ম, তাহার নিমিত্ত তেমনি সৃষ্টি করা হয়।

তুমি বলিলে উর্দ্ধে সত্ত্বগুণ প্রধান সৃষ্টি আছে। পুরুষের তল্লোকপ্রাপ্তি হইলেই কৃতার্থতা হইতে পারে, তবে আর মোক্ষে প্রয়োজন কি? এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হইতেছে।

আবৃত্তিস্তত্রাপ্যুত্তরোত্তরযোনিযোগাৎ হেয়ঃ ॥ ৫২ ॥

তত্রাপি অর্থাৎ উর্দ্ধ লোকে গতি হইলেও আবৃত্তি অর্থাৎ অন্য অন্য লোকে জন্ম হয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকে জন্ম হেতু সেই উর্দ্ধ লোক হেয়।

মোক্ষ হইলে আর পুনরায় জন্ম হয় না। কিন্তু স্বর্গাদি-লোক-প্রাপ্তি ভোগবসান। স্বর্গাদি লোক ভোগ হইয়া গেলে পুনরায় অন্য লোকে জন্ম হয়। অতএব স্বর্গাদি-লোক-প্রাপ্তি মোক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়।

স্বর্গাদি লোক-প্রাপ্তি মোক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয় যে বলা হইল, তাহার অপর হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখং ॥ ৫৩ ॥

জরামরণাদি জন্য দুঃখ সমান অর্থাৎ স্বর্গাদি সকল লোকেই তুল্যরূপে ঘটিয়া থাকে।

ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকল লোকেই জরামরণাদি দুঃখ হইয়া থাকে। অতএব উর্দ্ধ লোক প্রাপ্তি মোক্ষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নয়।

অধিক কি, উর্দ্ধলোক প্রাপ্তিতে পুরুষের কৃতার্থতা লাভ দূরে থাকুক, প্রকৃতিলীন হইলেও তাহার কৃতার্থতা হয় না। এই অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাৎ ॥ ৫৪ ॥

কারণে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় হেতু পুরুষের কৃতার্থতা হয় না। জলমগ্ন পুরুষের পুনরুত্থানের ন্যায়।

জলমগ্ন পুরুষের যেমন পুনরায় উত্থান হয়, তেমনি প্রকৃতিলীন পুরুষের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। বিবেকজ্ঞান না জন্মিলে মোক্ষ

হয় না; মোক্ষ না হইলেও এককালে লয় হয় না। সাংখ্যসূত্রকারের মত এই, প্রকৃতির উপাসনা করিলে মহদাদিতে বৈরাগ্য জন্মিয়া পুরুষের প্রকৃতিতে লয় হইতে পারে. কিন্তু কেবল বৈরাগ্যে পূর্ব্ব সমুদায় সংস্কারের ক্ষয় হয় না, সুতরাং পুরুষের পুনরায় আবির্ভাব হয়। বিবেকজ্ঞান জন্মিলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রকৃতি স্বাধীন, কাহারও বশবর্ত্তিনী হইয়া কোন কাজ করে না, তবে কেন সে আপনার উপাসক যে পুরুষ, তাহার দুঃখের কারণ যে পুনরায় আবির্ভাব, তাহা করিয়া দেয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

অকার্য্যত্বেঽপি তদ্যোগঃ পারবশ্যাৎ ॥ ৫৫ ॥

অকার্য্যত্ব থাকিলেও অর্থাৎ প্রকৃতি কাহারও কার্য্য অর্থাৎ কাহারো ইচ্ছার অধীন না হইলেও তাহার যোগ অর্থাৎ স্বলীন পুরুষের উত্থান যোগ ঘটিয়া থাকে। যেহেতু প্রকৃতির পারবশ্য অর্থাৎ পুরুষার্থসাধনে পরতন্ত্রতা আছে।

প্রকৃতি কাহারও অধীন নয়, স্বাধীন ভাবে সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সে কাহারও প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য করে না। সে কাহারও প্রেরিত হইয়া কার্য্য না করিলেও স্বলীন পুরুষকে পুনরুত্থাপিত করিয়া দেয়। তাহার কারণ এই, পুরুষার্থসাধনে তাহাকে পরবশ হইতে হয়। প্রকৃতি যদি স্বলীন পুরুষকে পুনরুত্থাপিত না করে, তাহা হইলে পুরুষের বিবেক-জ্ঞানরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না। বিবেকজ্ঞানই সাংখ্যমতে প্রধান পুরুষার্থ। কারণ, বিবেকজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না। তুমি বলিলে প্রকৃতি কাহারো পরবশ নহে, কিন্তু এদিকে বলিলে প্রকৃতি পুরুষার্থের পরবশ। তবে ত তাহার স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মিল। ভাষ্যকার এই আপত্তির ভঞ্জনার্থ কহিয়াছেন, পুরুষার্থ প্রকৃতির প্রেরক নয়, প্রকৃতির কার্য্যপ্রবৃত্তির প্রতি নিমিত্ত মাত্র।

প্রকৃতিলীন পুরুষ যে পুনরুত্থিত হয়, তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা ॥ ৫৬ ॥

সেই অর্থাৎ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে প্রকৃতি লীন পুরুষ অন্য সৃষ্টিতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব কর্ত্তা ঈশ্বর অর্থাৎ আদি পুরুষ হন।

পূর্ব্ব সৃষ্টিতে প্রকৃতিলীন পুরুষ অন্য সৃষ্টিতে যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর হন, শ্রুতিতে তাহার প্রমাণ আছে।

যদি এরূপ হইল, তবে ত ঈশ্বরসিদ্ধি হইল, কিন্তু তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না। ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই প্রশ্নে বলা হইতেছে।

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা॥ ৫৭॥

ঈদৃশ ঈশ্বর সিদ্ধি অর্থাৎ জন্যেশ্বর সিদ্ধি সিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বসম্মত।

প্রকৃতিলীন জন্যেশ্বরের সিদ্ধিবিষয়ে কাহারো বিসম্বাদ নাই। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইত্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। নিত্য ঈশ্বরের সিদ্ধি বিষয়েই বিবাদ আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে সৃষ্টির প্রয়োজন সামান্যতঃ নির্দ্দিশিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুম-বহনবৎ॥ ৫৮॥

প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য যদিও আপনা হইতে হয়, তথাপি পরের নিমিত্ত অর্থাৎ পুরুষের ভোগাপবর্গের নিমিত্ত। যেহেতু প্রকৃতি স্বয়ং ফল ভোগ করে না। উষ্ট্রের কুঙ্কুম বহনের ন্যায়।

উষ্ট্র যেমন স্বামির নিমিত্ত কুঙ্কুম বহন করে, তাহার সে ফলভোগী হয় না, তেমনি প্রকৃতি পুরুষের ভোগাপবর্গের নিমিত্ত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, স্বয়ং অচেতন বলিয়া ফলভোগ করিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য আপনা হইতে হইলেও পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ তাহার প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি অচেতন। সে সৃষ্টিকর্ত্রী হইলেও তাহার ফলভোগের সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃতি অচেতন, অপরের যত্ন ব্যতিরেকে আপনা হইতে কিরূপে তাহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভাব? রথ অচেতন, তাহাকে কেহ না চালাইলে কি সে চলিয়া থাকে? এই আশঙ্কার পরিহারার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য॥ ৫৯॥

অচেতন হইলেও প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির চেষ্টিত অর্থাৎ আপনা হইতে চেষ্টা হয়; ক্ষীরের ন্যায়।

ক্ষীর অচেতন হইলেও যেমন আপনা হইতে তাহার দধিরূপে পরিণাম

তেমনি প্রকৃতি অচেতন হইলেও আপনা হইতে তাহার মহদাদিরূপে পরিণাম হইয়া থাকে। ঐ পরিণামের নামই সৃষ্টি।

প্রকৃতি অচেতন হইলেও আপনা হইতে তাহার যে সৃষ্টিরূপ পরিণাম হয়, তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

কর্ম্মবৎ দৃষ্টের্ব্বা কালাদেঃ ॥ ৬০ ॥

কালাদির কর্ম্মের ন্যায় প্রকৃতির চেষ্টা আপনা হইতে হইয়া থাকে। কালাদির কর্ম্মে এ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়।

এক ঋতু আপনা হইতে যায়, অপর এক ঋতু আপনা হইতে আইসে, কালাদির এই গমনাগমনাদি কার্য্য যেমন আপনা হইতে হইতে দেখা যায়, তেমনি প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য আপনা হইতে হইয়া থাকে। প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য যে আপনা হইতে হয়, উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

এটী আমার ভোগসাধন, এ জ্ঞান না থাকাতে মূঢ়াপ্রকৃতির কদাচিৎ প্রবৃত্তি না হইতে পারে, কদাচিৎ বিপরীত প্রবৃত্তিও হইতে পারে, এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলা হইতেছে।

স্বাভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাৎ ভৃত্যবৎ ॥ ৬১ ॥

অনভিসন্ধান অর্থাৎ ফলাভিসন্ধান ব্যতিরেকে স্বভাবতঃ চেষ্টিত অর্থাৎ প্রকৃতির চেষ্টা হইয়া থাকে, ভৃত্যের ন্যায়।

যেমন উৎকৃষ্ট ভৃত্যের কোনরূপ ভোগবাসনা থাকে না, স্বভাবতঃ অর্থাৎ সংস্কারবশতঃ স্বামিসেবায় তাহার প্রবৃত্তি হয়, তেমনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির সৃষ্টি-চেষ্টা জন্মিয়া থাকে।

কর্ম্মাকৃষ্টের্ব্বানাদিতঃ ॥ ৬২ ॥

অনাদিকর্ম্ম দ্বারা আকর্ষণ হেতুকও প্রকৃতির সৃষ্টি চেষ্টা হইয়া থাকে।

প্রকৃতি অনাদি কাল সৃষ্টি কার্য্য করিয়া আসিতেছে। সেই কর্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও প্রকৃতি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অথবা অনাদিকাল পুরুষের ভোগাপবর্গের নিমিত্ত প্রকৃতির সৃষ্টি প্রবৃত্তি হইয়া আসিতেছে। পুরুষের সেই কর্ম্মদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্যে

প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রয়োজন সমাপ্তি হইলে প্রকৃতির আপনা হইতে সৃষ্টি কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হয়। নিম্নলিখিত সূত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়ের সমর্থন করা হইতেছে।

বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে ॥ ৬৩ ॥

বিবিক্ত অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের বোধ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হেতুক সৃষ্টিনিবৃত্তি হয়; যেমন পাক নিষ্পন্ন হইলে সূদের অর্থাৎ পাচকের কার্য্যনিবৃত্তি হয়।

যেমন পাক কার্য্য সম্পন্ন হইলে পাচকের স্বকর্ত্তব্যকার্য্যের নিবৃত্তি হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া পুরুষার্থ-সমাপ্তি হইলে পর প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই নিবৃত্তিকে মহাপ্রলয় বলে।

উপরে যে সৃষ্টি নিবৃত্তির কথা বলা হইল, তাহা সাধারণ্যে নয়, যে পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহারই সম্বন্ধে সৃষ্টি নিবৃত্তি হয়, তাহার মোক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু যে পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, তাহার সম্বন্ধে সৃষ্টিনিবৃত্তি হয় না, তাহার মোক্ষও হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

ইতর ইতরবৎ তদ্দোষাৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরহিত পুরুষ ইতরের ন্যায় অর্থাৎ বদ্ধের ন্যায় হয়, তাহার অর্থাৎ প্রকৃতির দোষহেতুক।

যে পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, সে প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধের ন্যায় হইয়া থাকে। কারণ, তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতির দোষ আছে। প্রকৃতি তাহার তত্ত্বজ্ঞানরূপ পুরুষার্থের সমাপ্তি করিয়া দেয় না।

সৃষ্টিনিবৃত্তি হইলে যে কি ফল হয়, তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

দুইয়ের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ঔদাসীন্য একাকিতা অর্থাৎ পরস্পর বিয়োগের নাম অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ অথবা অন্যতরের অর্থাৎ পুরুষের ঔদাসীন্য একাকিতা অর্থাৎ আমি মুক্ত হইলাম, ইত্যাকার জ্ঞানের নাম মোক্ষ।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের পরস্পর বিয়োগের নাম মুক্তি। যতদিন উভয়ের যোগ থাকে, ততদিন পুরুষ সংসারী হয়, আর যখন পরস্পরের বিয়োগ

য, তখন পুরুষ মুক্ত হইয়া যায়। অথবা কেবল পুরুষের ঔদাসীন্য অর্থাৎ আমি মুক্ত হইলাম, ইত্যাকার জ্ঞানের নাম মুক্তি।

এক পুরুষের মুক্তি সাধিত হইলে প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে বিরত হইল, সে আবার অন্য পুরুষের নিমিত্ত সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

অন্যসৃষ্ট্যুপরাগেঽপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যৈবোরগঃ ॥ ৬৬ ॥

এক পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান হেতুক সৃষ্টি হইতে বিরত হইলেও প্রকৃতি অন্য পুরুষের সৃষ্টি কার্য্যে বিরত হয় না। যে ব্যক্তির রজ্জুর তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞান হয়, তাহার সম্বন্ধেই উরগ অর্থাৎ সর্প বিরত হয়। তাহারই সর্পভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়।

রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যে ব্যক্তি রজ্জুর স্বরূপ জানিতে পারে, তাহার যেমন সর্পভ্রম থাকে না, সর্প আর তাহার ভয়াদি জন্মাইতে পারে না, তেমনি যে পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সৃষ্টি থাকে না, কিন্তু যে পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, তাহার সম্বন্ধে সৃষ্টি থাকে। প্রকৃতি তাহার নিমিত্ত সৃষ্টিকার্য্য হইতে বিরত হয় না।

প্রকৃতি যে তত্ত্বানভিজ্ঞ পুরুষের নিমিত্ত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অপর হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

কর্ম্মনিমিত্তযোগাচ্চ ॥ ৬৭ ॥

কর্ম্মরূপ নিমিত্ত যোগ হেতুকও হয় অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে।

পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্ম সৃষ্টির কারণ। সেই কারণ যোগে প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, যে পুরুষের শুভকর্ম্ম দ্বারা সংস্কার ক্ষয় হইয়া তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, প্রকৃতি তাহার নিমিত্ত সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

কোন পুরুষ প্রকৃতির নিকট এরূপ প্রার্থনা করে না যে তুমি আমার নিমিত্ত সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আর কোন পুরুষ এ প্রার্থনাও করে না যে তুমি সৃষ্টি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও, তবে যে প্রকৃতি কাহার নিমিত্ত সৃষ্টি

কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় আর কাহার নিমিত্ত সৃষ্টি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, ইহার নিয়ম কি? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে।

নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকোনিমিত্তং ॥ ৬৮ ॥

নৈরপেক্ষ্য থাকিলেও অর্থাৎ কোন পুরুষের প্রার্থনা না থাকিলেও অবিবেক অর্থাৎ বিবেচনার অভাবই প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ হয়।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, কোন পুরুষের প্রকৃতির নিকটে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তির প্রার্থনা নাই। প্রকৃতি সাধারণ্যে সৃষ্টি কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার নিকটে পুরুষ বিশেষ বলিয়া বিশেষ বিবেচনা নাই। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির আত্মপ্রদর্শনের বাসনা জন্মে, তাহার নিমিত্তই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে।

সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকাই প্রকৃতির স্বভাব। তাহার যদি এই স্বভাব হইল, তবে যে পুরুষবিশেষের প্রতি সৃষ্টি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, ইহার কারণ কি? এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥ ৬৯ ॥

চারিতার্থ্য অর্থাৎ চরিতার্থতা হইলে প্রবৃত্তেরও নিবৃত্তি হয়, নর্ত্তকীর ন্যায়।

প্রকৃতির প্রবৃত্তি স্বভাব বটে, কিন্তু পুরুষার্থই তাহার সেই প্রবৃত্তি। অতএব পুরুষার্থ সমাপ্ত হইলে সে চরিতার্থ হয়। তখন সুতরাং তাহার স্বকর্ত্তব্য হইতে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত নর্ত্তকী। নর্ত্তকী সভার মনোরঞ্জনার্থ নৃত্য করে। সভার মনোরঞ্জন হইলে সে নৃত্য হইতে বিরত হয়। সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষার্থ সাধনার্থ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা সাধিত হইলে সে নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য্য হইতে যে নিবৃত্তি হয়, তাহার কারণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং কুলবধূবৎ ॥ ৭০ ॥

দোষবোধেও অর্থাৎ পুরুষ যদি প্রকৃতির দোষ বোধ করে, তাহা হইলেও প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির উপসর্পণ অর্থাৎ পুরুষের নিকট গমন হয় না; কুলবধূর ন্যায়।

স্বামী যদি দোষ দেখিতে পায়, কুলবধূ লজ্জিত হইয়া যেমন তাহার নিকট যায় না, তেমনি পুরুষ যখন দেখিতে পায়, প্রকৃতির পরিণাম আছে, আর সে দুঃখময়, তখন প্রকৃতি লজ্জিত হইয়া স্বামী যে সেই পুরুষ তাহার নিকট গমনে নিবৃত্ত হয়। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তাহার সর্ব্বদর্শন হয়। সে প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারে। তখন তাহার সম্বন্ধে আর সৃষ্টি থাকে না।

পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি। পুরুষের সংসার বন্ধন ও তাহা হইতে মুক্তি সেই পুরুষার্থ। তাহা যদি হইল, তাহা হইলে পুরুষেরও এই বন্ধ ও মোক্ষরূপ পরিণাম হইতেছে, কিন্তু তুমি বলিয়াছ পুরুষের পরিণাম নাই। ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এতদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

নৈকান্ততোবন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে ॥ ৭১ ॥

অবিবেক ব্যতিরেকে পুরুষের একান্ততঃ অর্থাৎ বস্তুতঃ বন্ধ ও মোক্ষ হয় না।

পুরুষের বাস্তবিক দুঃখ যোগ ও বিয়োগরূপ বন্ধ মোক্ষ নাই, তবে যে বন্ধ ও মোক্ষ হয়, তাহা অবিবেক হেতুক হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে সেই দুঃখ যোগ প্রতিবিম্ব মাত্র।

পুরুষের যদি বাস্তবিক বন্ধ ও মোক্ষ না হইল, তবে বাস্তবিক বন্ধ ও মোক্ষ কাহার হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ ॥ ৭২ ॥

আঞ্জস্য অর্থাৎ বস্তুতঃ প্রকৃতিরই বন্ধ ও মোক্ষ হইয়া থাকে। কারণ প্রকৃতি সসঙ্গ অর্থাৎ দুঃখসাধন সামগ্রীতে লিপ্ত; পশুর ন্যায়।

পশু রজ্জু দ্বারা বদ্ধ থাকাতে সে যেমন বন্ধ ও মোক্ষভাগী হয়, তেমনি প্রকৃতি. দুঃখ সাধন সামগ্রীতে লিপ্ত থাকাতে বাস্তবিক বন্ধ ও মোক্ষ তাহারই হইয়া থাকে।

যদ্দ্বারা প্রকৃতি বদ্ধ হয়, সে দুঃখসাধন সামগ্রী কি কি? আর যদ্দ্বারা প্রকৃতি বন্ধ হইতে মুক্ত হয়, তাহাই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোশকারবৎ বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ ৭৩ ॥

কোশকার অর্থাৎ গুটি পোকা যেমন স্বনির্ম্মিত কোশ অর্থাৎ গুটি দ্বারা আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সাতটী ধর্ম্মদ্বারা আপনাকে দুঃখবদ্ধ করে এবং একরূপ অর্থাৎ একটী ধর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা আপনাকে দুঃখ হইতে মুক্ত করে।

সাতটী ধর্ম্ম এই, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য। গুটি পোকা যেমন নিজ নির্ম্মিত গুটি দ্বারা বদ্ধ হয়, তেমনি প্রকৃতি এই সাতটী ধর্ম্ম দ্বারা দুঃখবদ্ধ হয়; আর কেবল এক জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, দুঃখ হেয়, আর সুখ উপাদেয়। এই দুটীই পুরুষের বন্ধ ও মুক্তির স্বরূপ, কিন্তু তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, অবিবেকে পুরুষের বন্ধ ও মুক্তি হয়। অবিবেক স্বয়ং হেয়, ও উপাদেয় নয়। অতএব তোমার বাক্য দ্বারা দৃষ্ট হানি অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বাধ হইতেছে। এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিঃ ॥ ৭৪ ॥

অবিবেক নিমিত্ত অর্থাৎ বন্ধ ও মুক্তির কারণ, অতএব দৃষ্টহানি হইতেছে না।

পূর্ব্বে পুরুষের অবিবেকে বন্ধ ও মুক্তির কথা বলা হইয়াছে; তাহার অর্থ এই, অবিবেক পুরুষের বন্ধ ও মুক্তির কারণ। কিন্তু অবিবেক বন্ধ ও মুক্তির স্বরূপ নহে। অতএব লোকে যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, তাহার হানি হইতেছে না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, অবিবেকনিবন্ধনই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হয়। সেই সংযোগ প্রকৃতির দুঃখের কারণ। পুরুষে সেই দুঃখের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকেই পুরুষের দুঃখভোগ বলে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সেই দুঃখনিবৃত্তির নাম মোক্ষ। তাহাই পরম পুরুষার্থ।

প্রকৃতি ও তাহার বিকার যে মহদাদি, তাহাদের প্রথম সৃষ্টি অবধি লয় পর্য্যন্ত যাবতীয় পরিণামের কথা বিস্তারিতরূপে বলা হইল। পুরুষ যে পূর্ণ চিন্মাত্র, তাহাও বিস্তারিতরূপে বিবেচিত হইল। বিবেকনিষ্পত্তির যে সকল

উপায় আছে, তাহার মধ্যে প্রধান উপায় যে অভ্যাস, তাহার কথা বলা হই-তেছে।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাৎ বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

ইহা নয় ইহা নয় ইত্যাদিরূপে ত্যাগ অর্থাৎ অভিমান ত্যাগরূপ যে তত্ত্বাভ্যাস, তাহা হইতে বিবেক সিদ্ধি অর্থাৎ বিবেক নিষ্পত্তি হয়।

প্রকৃতি অবধি করিয়া যত জড়পদার্থ আছে, তাহা কিছু নয় কিছু নয়, ইত্যাদিরূপে অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই তত্ত্বাভ্যাস হয়। সেই তত্ত্বাভ্যাস হেতুক বিবেক সিদ্ধি হইয়া থাকে। আর যত কিছু উপায় আছে, সেগুলি এই তত্ত্বাভ্যাসের অঙ্গমাত্র।

উপরে বিবেকসিদ্ধির কথা বলা হইল, সেই বিবেক সিদ্ধি বিষয়ে যে কিছু বিশেষ আছে, তাহা বলা হইতেছে।

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ ॥ ৭৬ ॥

অধিকারিভেদ আছে, অতএব নিয়ম নয়।

অধিকারী তিন প্রকার, উত্তম, মধ্যম ও অধম। অধম অধিকারী তত্ত্বা-ভ্যাস করিলেই ইহজন্মে যে তাহার বিবেকসিদ্ধি হইবে, তাহার নিয়ম নাই। অতএব অধম অধিকারীর উত্তম অধিকারী হইবার নিমিত্ত অভ্যাস বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করা কর্ত্তব্য।

বিবেকজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে যে নিস্তার হয় না, এক্ষণে সেই কথা বলা হইতেছে।

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ ॥ ৭৭ ॥

বাধিতের অনুবৃত্তি হেতুক অর্থাৎ দুঃখাদি বাধিত হইলেও মধ্যবিবেক পুরুষে প্রারব্ধবশে তাহার অনুবৃত্তি হইয়া তাহার উপভোগ হয়।

অধিকারিভেদে উত্তম মধ্যম ও মন্দভেদে বিবেকও তিন প্রকার হয়। মধ্যবিবেক পুরুষের আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া দুঃখাদির বাধ হয় বটে; কিন্তু উত্তম বিবেক না হওয়াতে তাহার সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয় না। প্রারব্ধবশে সেই মধ্যবিবেক পুরুষে সেই দুঃখাদির প্রতিবিম্বরূপে অনুবৃত্তি হয়। সেই অনুবৃত্তি হেতুক তাহার দুঃখভোগ হইয়া থাকে। উত্তম বিবেক না জন্মিলে আর সেই দুঃখ ভোগের সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয় না। মন্দবিবেক পুরুষের

আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। তাহার শ্রবণমননাদির অবস্থা থাকে। মধ্য বিবেক পুরুষের আত্মসাক্ষাৎকার হয় বটে; কিন্তু দুঃখাদির সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয় না। ইহাই উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন অধিকারির বিবেকেরও তিনটী অবস্থা।

জীবন্মুক্তশ্চ ॥ ৭৮ ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও মধ্যবিবেকের অবস্থাপন্ন হয়।

জীবন্মুক্ত যে আছে, তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥৭৯ ॥

উপদেশ্য উপদেষ্টৃভাব থাকাতে তাহার অর্থাৎ জীবন্মুক্তের সিদ্ধি হইতেছে। অর্থাৎ জীবন্মুক্ত যে আছে, তাহা প্রমাণ হইতেছে।

যাহাকে উপদেশ দেওয়া যায়, সে উপদেশ্য, আর যিনি উপদেশ দেন, তিনি উপদেষ্টা। শাস্ত্রে বিবেকবিষয়ে উপদেশ্য ও উপদেষ্টার নিয়ম আছে। জীবন্মুক্ত উপদেষ্টা হয়। অতএব জীবন্মুক্তই সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রুতিশ্চ ॥ ৮০ ॥

জীবন্মুক্ত যে আছে, তদ্বোধক শ্রুতিও আছে। যথা-ব্রহ্মৈব সন-ব্রহ্মাপ্যেতীত্যাদিঃ। ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি। স্মৃতি শ্রুতির অনুবাদ, তাহাতেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা নারদীয় স্মৃতি।

পূর্ব্বাভ্যাসবলাৎ কার্য্যো ন লোকো ন চ বৈদিকঃ।

অপুণ্যপাপঃ সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।

পূর্ব্ব অভ্যাসবলে যাহার লৌকিক ও বৈদিককার্য্যের অনুষ্ঠান থাকে না, যিনি পুণ্য ও পাপভাগী হন না, যিনি সর্ব্বময় হন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়।

জীবন্মুক্ত না হইলে যে উপদেষ্টা হওয়া যায় না, তাহা নয়, শ্রবণমননাদির মধ্যে যাঁহার শ্রবণমাত্র আছে, তিনিও উপদেষ্টা হইতে পারেন। তবে মন্দবিবেক ব্যক্তি উপদেষ্টা হইতে পারে না। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

ইতরথান্ধপরম্পরা ॥ ৮১ ॥

ইতরথা অর্থাৎ মন্দবিবেক ব্যক্তিও উপদেষ্টা হইতে পারে, যদি এরূপ হয়; তাহা হইলে অন্ধপরম্পরা ঘটিয়া উঠে।

সম্পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ব না জানিয়া যদি কেহ উপদেশ দেয়, তাহার বিষয়-বিশেষে ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা। সে সেই ভ্রান্ত উপদেশ দিয়া শিষ্যকে প্রমাদ্ধ করিতে পারে। সেই শিষ্য আবার নিজ শিষ্যকে সেই ভ্রান্ত উপদেশ দিয়া প্রমাদ্ধ করিতে পারে। এই রূপে অন্ধপরম্পরার ঘটনা উপস্থিত হয়।

জীবন্মুক্তের যে শরীর থাকে, তৎসম্বন্ধে এই আপত্তি করা হইতেছে, জ্ঞান দ্বারা যদি কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেল, তাহা হইলে জীবন থাকিবার সম্ভাবনা কি? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ ॥ ৮২ ॥

চক্রভ্রমণের ন্যায় জীবন্মুক্ত শরীরধারী হয়।

যেমন কুম্ভকার বেগে নিজ চক্র ঘুরাইল। চাকা ঘুরিতে লাগিল। কুম্ভকার চক্রের ভ্রমণকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল। তথাপি চাকা সেই পূর্ব্ববেগে যেমন কিয়ৎকাল ঘুরিতে থাকে; তেমনি জীবন্মুক্তের জ্ঞান জন্মিয়া কর্ম্ম-ক্ষয় হইলেও পূর্ব্বকর্ম্ম বশে কিয়ৎকাল শরীর ধারণ হয়।

জীবন্মুক্তের শরীর ধারণ বিষয়ে আর একটী উপপত্তি করা হইতেছে।

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮৩ ॥

সংস্কারলেশ অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কারের অল্প শেষ থাকাতে তৎসিদ্ধি অর্থাৎ জীবন্মুক্তের শরীর ধারণের সিদ্ধি হয়।

যে সকল বিষয়বাসনা শরীরধারণের কারণ, জীবন্মুক্তের তাহার অল্পাব-শেষ থাকে। তাহাতেই তাহার শরীরধারণ হয়।

এক্ষণে আরব্ধ বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে।

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরান্নেত-রাৎ ॥ ৮৪ ॥

বিবেক হেতুক সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া গেলে পুরুষের কৃতার্থতা হয়, ইতর অর্থাৎ জীবন্মুক্তি অথবা অন্য কোন উপায় হইতে হয় না।

উত্তম বিবেক জ্ঞান না জন্মিলে পরম বৈরাগ্য হয় না। নির্ম্মল বিবেক জ্ঞান দ্বারাই পরম বৈরাগ্য জন্মে। পরম বৈরাগ্য জন্মিলেই পুরুষের সমুদায় দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই পুরুষ কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। সে

কৃতার্থতা জীবন্মুক্তি অথবা অন্য কোন উপায়ে হয় না। অধ্যায় শেষ হইল বলিয়া নেতরাৎ নেতরাৎ দুইবার বলা হইল।

প্রকৃতিরই সৃষ্টি অবধি লয় পর্য্যন্ত সমুদায় ঘটনা হয়, পুরুষের হয় না। এই তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিবেকের কথা বলা হইল। এই বিবেক পরম বৈরাগ্যের সাধন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবেক বৈরাগ্যের প্রধান সাধন। তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিবেকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যে যে উপায় দ্বারা সেই বিবেক জ্ঞান সম্পন্ন হয়, শাস্ত্র সিদ্ধ কতকগুলি আখ্যায়িকা (গল্প) দ্বারা তাহার উল্লেখ করা হইবে। তদর্থ চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে।

রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ সূত্রে বিবেক শব্দ আছে, এস্থলে তাহার অনুবৃত্তি আসিবে। তত্ত্বের উপদেশ হেতুক বিবেক জ্ঞান জন্মে, যেমন রাজপুত্রের হইয়াছিল।

রাজপুত্রের গল্প এই, এক রাজপুত্রের গণ্ড নক্ষত্রে জন্ম হওয়াতে তাহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। একজন ব্যাধ তাহার প্রতিপালন করে। কিছু দিন পরে এক অমাত্য ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া রাজপুত্রকে বলিলেন তুমি ব্যাধপুত্র নও রাজপুত্র। তখন রাজপুত্রের যেমন আত্মস্বরূপ জ্ঞান জন্মে, তেমনি কোন দয়ালু গুরু পুরুষকে যদি এই উপদেশ দেন, তুমি সেই চন্ময় আদি পুরুষের অংশ, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ সংসারী নও তাহা হইলে তাহার বিবেক জ্ঞান জন্মিয়া বৈরাগ্য জন্মিতে পারে।

অন্যার্থ কৃত উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্ত্রীশূদ্রাদিরও বিবেক জন্মিতে পারে। এই অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে।

পিশাচবদন্যার্থোপদেশেঽপি ॥ ২ ॥

অন্যার্থে উপদেশ হইলেও অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে যদি উপদেশ দেওয়া হয়,

আর এক ব্যক্তি যদি তাহা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহারও বিবেক জ্ঞান জন্মে, যেমন পিশাচের হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, নিকটে এক পিশাচ ছিল। সেই উপদেশ শুনিয়া তাহারও তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল।

যদি একবার উপদেশে বিবেক জ্ঞান না জন্মে, পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদাদিতে শ্বেতকেতুপ্রভৃতির প্রতি আরুণিপ্রভৃতির পুনঃ পুনঃ উপদেশের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব একবার উপদেশে বিবেক না জন্মিলে উপদেশের আবৃত্তি করিতে হইবে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে হইবে।

পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

পিতাপুত্রের ন্যায় আত্মারও উভয় অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবাত্মা ক্ষণবিনশ্বর ; উহার জন্ম ও মৃত্যু আছে। এই বিচার করিলে বৈরাগ্য জন্মিয়া বিবেক জন্মে।

এক্ষণে বিবেক-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাং ॥ ৫ ॥

ত্যাগ ও বিয়োগ দ্বারা শ্যেনের ন্যায় পুরুষ সুখী ও দুঃখী হয়।

কোন একটা পক্ষী কোন দ্রব্য গ্রহণ করিল, আর একটা বলবান্ পক্ষী আসিয়া তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। তাহাতে সে যেমন দুঃখিত হয় এবং স্বয়ং ত্যাগ করিলে সুখী হয় ; তেমনি পুরুষের স্বয়ং দ্রব্যত্যাগে সুখ এবং পরপীড়নে দ্রব্যত্যাগে দুঃখ হয়। অতএব বিবেক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির দ্রব্য পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নয়।

অহিনির্ব্বলয়িনীবৎ ॥ ৬ ॥

যেমন সর্প পুরাণ ত্বককে হেয় বুদ্ধিতে অনায়াসে পরিত্যাগ করে, তেমনি মুমুক্ষু ব্যক্তি বহুকালোপভুক্ত প্রকৃতিকে হেয় বোধে ত্যাগ করেন।

ছিন্নহস্তবদ্বা ॥ ৭ ॥

যে হস্ত ছিন্ন হয়, তাহাকে যেমন কেহ গ্রহণ করে না, তেমনি বিবেক-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ত্যক্ত বিষয় পুনরায় স্বীকার করিবেন না।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥

যেটী বিবেকের অন্তরঙ্গ সাধন না হয়, তাহার চিন্তা বন্ধের নিমিত্ত হয়, যেমন জড়ভরতের হইয়াছিল।

জড়ভরত নদীকূল হইতে একটী মাতৃহীন হরিণশাবক আনিয়াছিলেন। তাহার প্রতি তাঁহার চিত্ত আসক্ত হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার যোগের বিঘ্ন হয়। অনাথ-হরিণ-শাবক-পালনে ধর্ম্ম হইলেও সেটী যোগের বহিরঙ্গ বলিয়া তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইয়া যায়। অতএব যে কার্য্য যোগের অন্তরঙ্গ না হয়, তাহাতে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বিবেক-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির তাহাতে চিত্তনিবেশ করা কর্ত্তব্য নয়।

বহুভির্যোগে বিরোধোরাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯ ॥

যোগী ব্যক্তির বহু লোকের সংসর্গ করা কর্ত্তব্য নয়। বহুর সংসর্গ করিলে কোপাদি বিকার প্রকাশ পাইয়া বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা; কুমারীর শঙ্খের ন্যায়।

কুমারীর হস্তস্থিত শঙ্খবলয়ের যেমন পরস্পরের সংঘর্ষে ঝণৎকার শব্দ হয়, তেমনি বহু ব্যক্তির সহিত সংসর্গ হইলে কখন কোপ কখন চিত্তমোহ প্রভৃতি ঘটিয়া যোগভ্রংশ হইয়া যায়। অতএব যোগী ব্যক্তির একা থাকাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ধ্যেয়-বিষয়ে চিত্তের তাদাত্ম্য জন্মে।

দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০ ॥

দুই ব্যক্তির সংসর্গেও ঐরূপ বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব একাকী থাকাই কর্ত্তব্য।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥

পুরুষ নিরাশ হইলে অর্থাৎ আশা ত্যাগ করিলেই সুখী হয়, পিঙ্গলার ন্যায়।

আশা দুঃখের এবং নৈরাশ্য সুখের কারণ। পিঙ্গলা নামে বেশ্যা কান্ত আসিবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়া দুঃখ পাইতেছিল, তাহার পর সে যেমন কান্তের আশা পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করে, তেমনি পুরুষ আশা পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষ ভোগ করিবে।

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ ॥ ১২ ॥

যোগী ভোগার্থ কোন কার্য্যের আরম্ভ না করিয়াও পরগৃহে থাকিয়া সুখী হইবে, সর্পের ন্যায়।

সর্পেরা নিজে গর্ত্ত করে না, তাহারা ইন্দুরের গর্ত্তে সুখে বাস করে, তেমনি যোগী নিজের ভোগার্থ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবে না, পরগৃহে বাস করিয়া সুখী হইবে। গৃহাদির অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হইলে যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়। অতএব তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নয়।

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষটপদবৎ ॥ ১৩ ॥

বহুশাস্ত্র শ্রবণ ও বহুগুরুর উপাসনা থাকিলেও সার গ্রহণ করিবে, ভৃঙ্গের ন্যায়।

ভৃঙ্গেরা যেমন নানা ফুলে ভ্রমণ করিয়া সার গ্রহণ করে, তেমনি যোগার্থী বহু গুরুর নিকটে ক্ষুদ্র ও মহৎ বহু শাস্ত্র শ্রবণ করিবে, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে সার গ্রহণ করিবে। সার গ্রহণ শক্তি না থাকিলে কোন্‌টী সার আর কোন্‌টী অসার, তাহা স্থির হইয়া উঠে না। সুতরাং চিত্তের একাগ্রতার ব্যাঘাত জন্মে। তাহাতে যোগের বিঘ্ন হয়।

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥

একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির সমাধিহানি হয় না, শরকারের ন্যায়।

এক ব্যক্তি শর নির্ম্মাণ করিতেছে। এমনি তন্মনস্ক হইয়া কার্য্য করিতেছে যে রাজা নিকট দিয়া গমন করিলেও সে অন্যমনস্ক হয় না, যোগির তেমনি একাগ্রচিত্ত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা ধ্যানধারণার ভঙ্গ হইয়া যায়।

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্রকৃত নিয়মের লঙ্ঘন করিলে জ্ঞাননিষ্পত্তির ব্যাঘাত জন্মে, লোকের ন্যায়।

লোকে দেখিতে পাওয়া যায় ঔষধ সেবন করিয়া তাহার নিয়মিত উপযুক্ত পথ্যাদি সেবন না করিলে যেমন তাহা বিফল হইয়া যায়, তেমনি শাস্ত্রে যোগিদিগের যে নিয়ম করা হইয়াছে, যিনি শক্তিসত্ত্বে তাহার লঙ্ঘন করেন, তাহার যোগসিদ্ধি হইয়া বিবেক জ্ঞান জন্মে না। অতএব যোগির শাস্ত্রকৃত নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ ॥ ১৬ ॥

তাহার অর্থাৎ নিয়মের বিস্মরণ হইলেও যোগ বিফল হইয়া যায়, ভেকীর ন্যায়।

এই একটী গল্প আছে, এক রাজা একদা মৃগয়া করিতে যান। তিনি একটী সুন্দরী কন্যা দেখিতে পাইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। সে বলিল বিবাহ করিতে পারি, যদি একটী নিয়ম করেন। সে নিয়ম এই যখন আমাকে জল দেখাইয়া দিবেন, তখনি আমি চলিয়া যাইব। ভেকজাতি মায়াতে সুন্দরীর রূপধারণ করিয়াছিল। একদিন সে রাজার সহিত ক্রীড়াসক্তা হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল; জল কোথায়? রাজা জল দেখাইয়া দিলেন। কন্যা ভেকরূপ ধারণ করিয়া জলে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বকৃত নিয়ম বিস্মৃত হওয়াতে রাজার কন্যাপ্রাপ্তি যেমন বিফল হইল। তেমনি শাস্ত্রকৃত নিয়ম বিস্মরণে যোগ বিফল হইয়া যায়।

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ ॥ ১৭ ॥

উপদেশ শ্রবণ করিলেও পরামর্শ অর্থাৎ গুরু বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণায়ক বিচার ব্যতিরেকে কৃতার্থতা হয় না; বিরোচনের ন্যায়।

এখানে পরামর্শ শব্দের অর্থ গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য বিচার। গুরু যে সকল উপদেশ দেন, তাহার মীমাংসা করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহা করিতে না পারিলে যোগসিদ্ধি হয় না। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে প্রজাপতির উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহার মীমাংসা করিয়া সারগ্রহণ করেন, বিরোচন তাহা করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত বিরোচনের ইষ্টসিদ্ধি হয় না। অতএব স্থির হইতেছে, গুরুবাক্য শ্রবণের ন্যায় তাহার মীমাংসা করিয়া লওয়াও আবশ্যক।

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য ॥ ১৮ ॥

সেই দুইয়ের অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিরোচনের মধ্যে ইন্দ্রের গুরুবাক্যের মীমাংসা করিয়া কার্য্য করা দৃষ্ট হইয়াছে। গুরুবাক্যের মীমাংসা করিয়া কার্য্য করাতে ইন্দ্রের যেমন অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, অন্যেরও তেমনি অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালাৎ তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥

বহুকাল ধরিয়া গুরুপ্রণাম, ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুসেবাদি করিলে পর সিদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্বার্থে স্ফূর্ত্তি হয়, তদ্বৎ অর্থাৎ ইন্দ্রের ন্যায়।

ইন্দ্র যেমন বহুকাল গুরুসেবাদি করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অন্যেও সেইরূপ হইতে পারেন। দীর্ঘকাল গুরুসেবাদি যে কর্ত্তব্য; তদ্দ্বারা তাহার উপদেশ দেওয়া হইল।

ন কালনিয়মোবামদেববৎ ॥ ২০ ॥

কালনিয়ম নাই অর্থাৎ জ্ঞানোদয়-বিষয়ে কালের নিয়ম নাই, বামদেবের ন্যায়।

বামদেবের যেমন জন্মান্তরীণ সাধন-বলে গর্ভে জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, তেমনি অন্যেরও হইতে পারে। অতএব জ্ঞানোদয়-বিষয়ে কালের নিয়ম নাই।

সগুণ উপাসনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে। তবে কষ্টসাধ্য যোগাচরণে প্রয়োজন কি? এই আভাসে বলা হইতেছে।

অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব ॥ ২১ ॥

অধ্যস্ত রূপের অর্থাৎ হরিহর ব্রহ্মাদির উপাসনা হেতুক পরম্পরা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জন্মে না, যাজ্ঞিকদিগের ন্যায়।

যাহারা যজ্ঞ করে, তাহাদিগের যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান হয় না, তেমনি যাহারা হরিহর ব্রহ্মাদির উপসনা করে, তাহাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না।

ব্রহ্মাদি লোক প্রাপ্তি হইলেই যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া মোক্ষলাভ হয় তাহার নিয়ম নাই। এই কথা বলা হইতেছে।

ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিয়োগতোজন্মশ্রুতেঃ ॥ ২২ ॥

ইতরলাভ হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্মাদি লোক প্রাপ্তি হইলেও তথা হইতে আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরাগমন হয়, পঞ্চাগ্নিয়োগে জন্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে হরিহর ব্রহ্মাদির উপাসনা অপেক্ষা যোগাচরণ যে মুখ্য তাহার কারণ এই,—প্রথমতঃ হরিহরব্রহ্মাদির উপাসনায় পরম্পরা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান হয়। দ্বিতীয়তঃ হরিহরব্রহ্মাদি লোক প্রাপ্তি হইলেই যে একবারে মুক্তি হয়, তাহা হয় না। ব্রহ্মাদি লোকের ভোগবসানে পুনরায় জন্ম হইয়াছে, এরূপ শ্রুতি আছে। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে যোগই শ্রেষ্ঠ।

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসক্ষীরবৎ ॥ ২৩ ॥

বিরক্ত অর্থাৎ যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহারই হেয় যে প্রকৃত্যাদি তাহার পরিত্যাগ আর উপাদেয় যে আত্মা, তাহার গ্রহণ হয়, হংসের জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধ গ্রহণের ন্যায়।

জলে ও দুগ্ধে মিশ্রিত থাকিলে হংস যেমন অসার জল পরিত্যাগ করিয়া সাররূপ দুগ্ধ গ্রহণ করে, তেমনি যাহার বৈরাগ্য জন্মে, সে তন্ন তন্ন করিয়া প্রকৃত্যাদিকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরূপ প্রাপ্ত হয়। অতএব বৈরাগ্যই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য কারণ।

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

লব্ধাতিশয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার যোগ অর্থাৎ সঙ্গ হেতুক প্রকৃত্যাদি পরিত্যাগ ও আত্মরূপ প্রাপ্তি হয়, তদ্বৎ অর্থাৎ হংসের ন্যায়।

যাঁহার জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে থাকিলেও হংসের সার গ্রহণের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। অতএব সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। তাঁহার সংসর্গে অনেকের আপনা হইতে বিবেক জন্মিয়া থাকে।

ন কামচরিতং রাগোপহতে শুকবৎ ॥ ২৫ ॥

ইচ্ছাপূর্ব্বক রাগোহতে অর্থাৎ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সংসর্গ করিবে না শুকপক্ষীর ন্যায়।

শুকপক্ষীর সৌন্দর্য্য উত্তম। অনেকে সেই সৌন্দর্য্যলুব্ধ হইয়া তাহা কে ধরিবার প্রয়াস পায়। এই নিমিত্ত সে যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক রূপ লুব্ধ ব্যক্তির নিকটে যায় না, তমনি যোগী বিষয়াসক্ত ব্যক্তির নিকটে যাইবে না। তাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে বিবেক না জন্মিয়া বিষয়-বন্ধন-দশা ঘটিবারই সম্ভাবনা।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সংসর্গে যে দোষ হয়; তাহা বলা হইতেছে।

গুণযোগাৎ বদ্ধঃ শুকবৎ ॥ ২৬ ॥

গুণের যোগ অর্থাৎ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির রাগের সংক্রমণ-হেতুক যোগীর বদ্ধ হয়, শুকপক্ষীর ন্যায়।

এ স্থলে গুণশব্দটী শ্লিষ্ট। এক পক্ষে রজ্জু অন্য পক্ষে রাগাদিগুণ। শুকপক্ষী যেমন ব্যাধের গুণের অর্থাৎ রজ্জুর যোগে বদ্ধ হয়, তেমনি যোগী বিষয়াসক্ত ব্যক্তির গুণের যোগ অর্থৎ তদীয় রাগাদির সংক্রমণ-হেতুক বদ্ধ হয়। অতএব বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সংসর্গ করা কর্ত্তব্য নয়।

ন ভোগাৎ রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥ ২৭ ॥

ভোগহেতুক রাগশান্তি হয় না, সৌভরি মুনির ন্যায়।

সৌভরি মুনির যেমন বিষয়-ভোগ-হেতুক বিষয়বাসনার পরিত্যাগ হয় নাই, তেমনি অন্যেরও হয় না। অতএব যোগীর ভোগবাসনা পরিত্যাগ কর্ত্তব্য।

দোষদর্শনাদুভয়োঃ ॥ ২৮ ॥

উভয় অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য্যের দোষ-দর্শন-হেতুক রাগশান্তি হয়।

উপরে বলা হইল, ভোগ হেতুক রাগশান্তি হয় না, কিন্তু যদি বিচার করিয়া প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহদাদির দোষ দর্শন করা যায়, তাহা হইলে রাগ শান্তি হয়। সৌভরি মুনির এইরূপে রাগশান্তি হইয়াছিল। প্রকৃতি ও তৎ-কার্য্যের দোষ এই, তাহার পরিণাম ও তাহাতে দুঃখ আছে।

যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহার গুরূপদেশ-গ্রহণেও অধিকার নাই। নিম্নলিখিত সূত্রে সেই কথা বলা হইতেছে।

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ ॥ ২৯ ॥

যে ব্যক্তির চিত্ত মলিন অর্থাৎ রাগোপহত, তাহাতে উপদেশবীজের অঙ্কুর হয় না, অজরাজার ন্যায়।

অজ রাজার স্ত্রীবিয়োগ হইলে তাঁহার চিত্ত শোকে নিতান্ত মলিন হইয়া যায়। বশিষ্ঠ উপদেশ দিয়া পাঠান, তাহাতে কোন ফল হয় না। তেমনি যাহার মন বিষয়বাসনায় মলিন হইয়া যায়, তাহার চিত্তে উপদেশবীজের অঙ্কুর হয় না। অতএব, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করা ~~একান্ত আবশ্যক~~।

অধিক কি ?

নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হয়, তাহার চিত্তে জ্ঞানের আভাসমাত্রও হয় না; মলিন দর্পণের ন্যায়।

যেমন মলিন দর্পণে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না, তেমনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্তে গুরুর উপদেশে জ্ঞানের আভাসমাত্রও হয় না। ফলতঃ বিষয়-বাসনা যোগের একটী মহৎ প্রতিবন্ধক।

যদি বা কোনরূপে বিষয়াসক্ত ব্যক্তির জ্ঞান জন্মে, উপদেশের অনুরূপ ফল হয় না। এই কথা বলা হইতেছে।

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজবৎ ॥ ৩১ ॥

তজ্জের অর্থাৎ উপদেশজাত জ্ঞানেরও তদ্রূপতা অর্থাৎ উপদেশের অনুরূপতা হয় না, পঙ্কজের ন্যায়।

যেমন পদ্মের বীজ উত্তম হইলেও পঙ্কের দোষ থাকিলে বীজের অনুরূপ পদ্ম হয় না, তেমনি শিষ্যচিত্তের দোষ থাকিলে উপদেশের অনুরূপ জ্ঞান জন্মে না।

ব্রহ্মাদি-লোক-প্রাপ্তি হইলে তথায় ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়। যদি তাহা হইল, তবে শুষ্ক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধিবদুপাস্য-সিদ্ধিবৎ ॥ ৩২ ॥

ভূতিযোগ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি লোকে ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ থাকিলেও কৃতার্থতা হয় না; উপাস্য যে ব্রহ্মাদি তাহাদিগের সিদ্ধির ন্যায়।

ব্রহ্মাদি লোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ হইলেও তাহাতে কৃতার্থতা হয় না। কারণ তাহার ক্ষয় আছে। উপাস্য যে ব্রহ্মাদি, তাঁহারাই স্বয়ং সিদ্ধ নন। তাঁহারা যোগনিদ্রায় যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। যাঁহাদের উপাসনা করা যাইবে, তাঁহারাই যখন স্বয়ং সিদ্ধ নন, তখন উপাসকের ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা কি? অধ্যায় সমাপ্ত হইল বলিয়া উপাস্য সিদ্ধিবৎ দুইবার বলা হইল।

বিবেকের উপযোগী যে সকল বিষয় প্রথম তিন অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সেই গুলি আখ্যায়িকা দ্বারা চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইল।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাংখ্যশাস্ত্রের যেটী মুখ্য সিদ্ধান্ত পূর্ব্বোক্ত চারি অধ্যায়ে তাহার বর্ণন করা হইল। এক্ষণে প্রতিবাদিদিগের যে যে অংশে বাদ-বিতণ্ডা আছে, তাহার নিরাকরণ করা হইতেছে। তদর্থই পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভ। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ" ইত্যাদি প্রথম সূত্রে অথ শব্দ দ্বারা যে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, তাহাতে ফল কি? এই পূর্ব্ব পক্ষের সমাধানার্থ নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি ॥ ১ ॥

প্রথম সূত্রে যে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, তাহার কয়টী কারণ আছে। প্রথম, শিষ্টদিগের আচার। শিষ্ট ব্যক্তিরা গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়, ফল দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের যদি কোন বিঘ্ন থাকে মঙ্গলাচরণ দ্বারা তাহার বিনাশ হয়। শ্রুতিতেও আছে মঙ্গলাচরণ করিতে হইবে। অতএব গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ কর্ত্তব্য।

প্রথম অধ্যায়ে যে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না, সে কথাটী যুক্তি সিদ্ধ নয়। কারণ, ঈশ্বর কর্ম্মফলদান করেন। তিনি যখন কর্ম্মফলের দাতা হইলেন, তখন ঈশ্বরসিদ্ধি না হইবে কেন? যে সকল প্রতিবাদী এই কথা বলেন, তাহাদিগের আপত্তি খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২ ॥

ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে ফলসিদ্ধি হয় না। যেহেতু কর্ম্মদ্বারাই তৎসিদ্ধ হইয়া থাকে।

তুমি বলিলে ঈশ্বর কর্ম্ম ফলদানের কর্ত্তা, অতএব ঈশ্বরসিদ্ধি হইতেছে। এটী বাস্তবিক নয়, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে কর্ম্মফলের সিদ্ধি হয় না। কর্ম্ম দ্বারাই তৎফল সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাতে অন্যের অপেক্ষা নাই।

ঈশ্বরের যে আদৌ ফলদাতৃত্ব ঘটে না, নিম্নলিখিত কয়টী সূত্রদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥ ৩ ॥

আপনার উপকার হেতুকই অধিষ্ঠান অর্থাৎ কর্তৃত্ব হইয়া থাকে, লোকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়।

দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে আপনার উপকারের উদ্দেশ না করিয়া কোন কার্য্যে কর্তৃত্ব করে না। ঈশ্বরে যদি কর্ম্ম ফলদানের কর্তৃত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে তাঁহার উপকারলাভের প্রত্যাশাও স্বীকার করিতে হয়।

ঈশ্বর স্বীয় উপকারের উদ্দেশে কর্ম্ম ফলদানের কর্তৃত্ব করেন, এই কথা বলিব, তাহাতে ক্ষতি কি? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥ ৪ ॥

ইতরথা অর্থাৎ ঈশ্বরের যদি উপকার লাভ-প্রত্যাশা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তিনি লৌকিক ঈশ্বরের ন্যায় সংসারী হইয়া পড়েন। সংসারীর সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে দুঃখ উপস্থিত হয়; সুতরাং ঈশ্বরের দুঃখ প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

ঈশ্বর সংসারীর ন্যায় দুঃখাদিভাগী হইলেন, তাহাতেই বা দোষ কি? তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

পারিভাষিকোবা ॥ ৫ ॥

তাহা হইলে ঈশ্বর পারিভাষিক হইয়া পড়িলেন।

সংসারসত্ত্বেও যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে পারিভাষিক হইয়া পড়িলেন। পরিভাষার অর্থ, নাম মাত্রে ভেদ। আমরা যেমন সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন পুরুষে ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করি, তোমারও ঈশ্বর সেইরূপ হইলেন, নাম মাত্রে ভেদ হইল মাত্র। নিত্য-ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্টের নাম ঈশ্বর। সংসারীর নিত্য ঐশ্বর্য্য থাকিবার সম্ভাবনা নয়।

ঈশ্বর যে কর্ম্মফলের অধিষ্ঠাতা নন, তাহার বাধক কারণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ॥ ৬ ॥

রাগ অর্থাৎ ইচ্ছা ব্যতিরেকে তৎসিদ্ধি অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ রাগই কার্য্য-প্রবৃত্তির প্রতি নিয়ত কারণ।

কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিবার পূর্ব্বে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা ব্যতিরেকে কার্য্যপ্রবৃত্তি জন্মে না। ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা অর্থাৎ কর্ম্মফল দানে প্রবৃত্ত, এ কথা বলিলে তাঁহার ইচ্ছাসদ্ভাবের প্রসঙ্গ হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে, এই কথা বলিব, তাহাতে দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

তদ্যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭ ॥

তদ্যোগ অর্থাৎ রাগযোগ স্বীকার করিলেও তিনি নিত্যমুক্ত হইলেন না।

তুমি বলিয়া থাক, ঈশ্বর নিত্য রাগদ্বেষাদিমুক্ত, কিন্তু তুমি যদি তাঁহার রাগ যোগ স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার সিদ্ধান্তহানি হইয়া গেল। তিনি নিত্য রাগদ্বেষাদিমুক্ত হইলেন না।

আর এক কথা এই, তুমি ঈশ্বরে ইচ্ছাদিযোগের কথা কহিতেছ, তাহা কিরূপে হয়? এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই, প্রকৃতির পরিণামভূত যে ইচ্ছাদি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরে তাহার যোগ হয়? অথবা অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সান্নিধ্যমাত্রে হয়? প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে যে দোষ ঘটে, তাহা বলা হইতেছে।

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥

প্রধানশক্তি অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামভূত যে ইচ্ছাদি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরে তাহার যোগ হয়, যদি এ কথা বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাতে ইচ্ছা ধর্ম্মের যে সঙ্গ আছে, তাহার আপত্তি হয়, কিন্তু শ্রুতিতে তাঁহাকে অসঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে।

সন্নিধানমাত্রে তাঁহাতে ইচ্ছার যোগ হয়, যদি এ কথা বল, এপক্ষেও দোষ দেওয়া হইতেছে।

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যং ॥ ৯ ॥

সত্তা মাত্রে অর্থাৎ সন্নিধি সত্তা মাত্রে ইচ্ছার যোগ হয়, যদি এ কথা বল, তাহা হইলে সর্ব্বৈশ্বর্য্য অর্থাৎ সকল পুরুষেরই ঈশ্বরত্ব ঘটিয়া উঠে।

অয়স্কান্ত মণির সন্নিধানে যেমন তাহাতে লৌহের যোগ হয়, তেমনি সন্নিধিমাত্রে প্রকৃতির পরিণাম যে ইচ্ছাদি, ঈশ্বরে তাহার যোগ হয়, এ কথা

বলিলে সকল পুরুষেরই ঈশ্বরত্ব ঘটিয়া উঠে। কারণ, সকল পুরুষেরই সন্নিধিমাত্রে ইচ্ছার যোগ হইয়া থাকে। সকল পুরুষেরই যদি ঈশ্বরত্ব ঘটিল, তাহা হইলে একেশ্বরবাদী যে তুমি তোমার সিদ্ধান্তহানি হইল।

তুমি যেমন অসত্তর্ক দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধির বাধা জন্মাইতেছ, তেমনি অসৎ তর্ক দ্বারা প্রকৃতিরও সৃষ্টিকর্তৃত্বের বাধা জন্মাইতে পারা যায়। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

প্রমাণের অভাব হেতুক তৎসিদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতেছে না।

সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ, এই তিন প্রকার প্রমাণ। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয় না। অনুমান ও শব্দ এ দুটী প্রমাণও ঈশ্বরে সম্ভবে না।

কেন যে সম্ভবে না, নিম্নলিখিত দুটী সূত্রদ্বারা তৎপ্রতিপাদন করা হইতেছে। প্রথমে অনুমানের কথা বলা হইতেছে।

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং ॥ ১১ ॥

সম্বন্ধের অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাব অর্থাৎ অসিদ্ধি হেতুক ঈশ্বরের অনুমান হয় না।

মহদাদি সকর্তৃক কার্য্যত্ব হেতুক ইত্যাদি অনুমান স্থলে ঈশ্বরজ্ঞানের প্রয়োজকতা নাই। অতএব ব্যাপ্যত্বের অসিদ্ধি হইতেছে। সুতরাং ঈশ্বরের অনুমান হইতেছে না। ফলতঃ ধূমকে হেতু করিয়া বহ্নির অনুমান স্থলে যেমন ধূমকে বহ্নির ব্যাপ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, জগৎকে হেতু করিয়া ঈশ্বরের অনুমানস্থলে তেমন ব্যাপ্যব্যাপকতা জ্ঞান হয় না। ধূম যে বহ্নির ব্যাপ্য, মহানসাদিতে তাহা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু জগৎ যে ব্যাপ্য আর ঈশ্বর ব্যাপক, কুত্রাপি তাহার প্রত্যক্ষ হয় না।

শব্দও যে ঈশ্বরসত্তার প্রমাণ নয়, তাহা বলা হইতেছে।

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥ ১২ ॥

শ্রুতিও জগৎকে প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে।

অজামেকাং ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে প্রকৃতিই সৃষ্টিকর্ত্রী, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা নয়। তবে যে "তদৈক্ষত বহু স্যাং"

ইত্যাদি শ্রুতি আছে, তাহা সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন মহত্তত্ত্বোপাধিক মহা-পুরুষের সৃষ্টিকর্তৃত্ববোধক, ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ববাধক নহে।

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে অবিদ্যা হেতুক পুরুষের বন্ধ হয় না। সম্বন্ধে প্রতিবাদিদিগের যে মত, বিস্তারিতরূপে তাহার খণ্ডন করা হইতেছে।

নাবিদ্যাশক্তিযোগোনিঃসঙ্গস্য ॥ ১৩ ॥

পুরুষ নিঃসঙ্গ, অতএব তাহাতে অবিদ্যাশক্তি যোগ অর্থাৎ অবিদ্যার সঙ্গ হওয়া সম্ভাবিত নয়।

প্রতিবাদিরা বলেন, প্রকৃতি নাই; চেতন পুরুষে অবিদ্যা নামে একটী শক্তি আছে। জ্ঞানদ্বারা তাহার বিনাশ হয় বটে; কিন্তু সে অনাদি। সেই অবিদ্যা পুরুষের সংসার বন্ধনের কারণ। বিবেকজ্ঞান জন্মিলে তাহার বিনাশ হইয়া যায়। তাহার বিনাশ হইলেই পুরুষের মোক্ষ হইয়া থাকে। এই মতের খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন, অবিদ্যার সহিত পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযোগ হওয়া সম্ভাবিত নহে। কারণ, পুরুষ নিঃসঙ্গ। অতএব অবিদ্যা দ্বারা পুরুষের বন্ধ, আর তাহার নাশে পুরুষের মোক্ষ এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না।

আর তুমি চেতন পুরুষের অবিদ্যাশক্তিযোগদ্বারা অবিদ্যার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার যে প্রয়াস পাইতেছ, তাহাও সিদ্ধ হইতেছে না।

তদ্যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বং ॥ ১৪ ॥

তাহার অর্থাৎ অবিদ্যার যোগ হেতুক তাহার অর্থাৎ অবিদ্যার সিদ্ধি হয়, যদি এ কথা বল, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক আর অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক, যখন পুরুষে অবিদ্যার যোগ হইতেছে, তখন অবিদ্যার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, অবিদ্যা না থাকিলে তাহার যোগের সম্ভাবনা থাকে না। এ কথা বলিলে অন্যো-ন্যাশ্রয় দোষ ঘটিয়া উঠে। অন্যোন্যাশ্রয় শব্দের অর্থ পরস্পরাশ্রয়। সে দোষ এই, অবিদ্যার যোগ না হইলে অবিদ্যা সিদ্ধি হয় না, আবার অবিদ্যা সিদ্ধ না হইলেও তাহার যোগ সম্ভবে না। কাজেই অবিদ্যার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। ইহাতে অনবস্থাদোষও ঘটিয়া উঠে।

বীজাঙ্কুর স্থলে যেমন অনবস্থা দোষের নিমিত্ত হয় না, এখানেও তেমনি অনবস্থা দোষের নিমিত্ত নহে, এই কথা বলিব। এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ ॥ ১৫ ॥

এ অনবস্থা বীজাঙ্কুরের ন্যায় নয়। কারণ, পুরুষের সংসার প্রবেশের যে আদি আছে, তাহার শ্রুতি আছে।

বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজ, এইরূপ অনবস্থভাবে ধারাবাহিকরূপে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। ইহার নাম অনবস্থা। বীজাঙ্কুর স্থলে যেরূপ অনবস্থা, উপস্থিত স্থলে সেরূপ নয়। কারণ, প্রলয়ে বুদ্ধিবৃত্তির অভাব হইয়া পুরুষ চিন্মাত্র হইয়া থাকেন। তাহার পর আবার তাঁহার সংসারে প্রবেশ হয়। সেই সংসার প্রবেশের আদিকালবোধক শ্রুতি আছে।

যদি বল, যোগশাস্ত্রে অনাত্মায় আত্মবোধরূপী যে অবিদ্যার কথা আছে, আমাদের অবিদ্যা তাহা নহে। এ অবিদ্যা পারিভাষিকী। ইহা প্রকৃতির ন্যায় অনন্ত ও অনাদি। অতএব ইহার যোগে পুরুষের নিঃসঙ্গতাহানি হয় না। এই আশঙ্কায় সূত্রকার অবিদ্যা শব্দের অর্থ করিয়া পরপক্ষ-দূষণ ও স্বমত-সমর্থন করিতেছেন।

বিদ্যাতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাধপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাভিন্ন অবিদ্যা; যদি অবিদ্যা শব্দের এই অর্থ কর, তাহা হইলে ব্রহ্মের অর্থাৎ আত্মার ও বাধের অর্থাৎ নাশের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কারণ, অবিদ্যা বিদ্যাভিন্ন; সে জ্ঞাননাশ্য; আত্মাও বিদ্যাভিন্ন, তাহারও জ্ঞান নাশ্যতার আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

অবাধে নৈষ্ফল্যং ॥ ১৭ ॥

যদি বল, আত্মা বিদ্যাভিন্ন হইলেও বিদ্যাদ্বারা তাহার বাধ অর্থাৎ নাশ জন্মিবে না। তাহা হইলে বিদ্যা বিফল হইল। কারণ, বিদ্যার কর্তব্য এই, সে অবিদ্যাকে নাশ করিবে। সে যদি বিদ্যাভিন্ন আত্মার বিনাশ সাধন করিতে না পারিল, তাহা হইলে তাহার গুণ বিফল হইয়া গেল।

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবং ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাবাধ্যত্ব অবিদ্যাত্ব, যদি এ কথা বল, তাহা হইলে জগতেরও এইরূপ অর্থাৎ বিদ্যাবাধত্বরূপ অবিদ্যাত্ব ঘটিয়া উঠে।

জ্ঞান দ্বারা যেমন পুরুষে অবিদ্যার নাশ হয়, তেমনি জ্ঞানদ্বারা প্রকৃতি মহদাদি সমস্ত প্রপঞ্চেরও চেতন পুরুষে লয় হইয়া থাকে। সুতরাং বিদ্যা-বাধ্যত্বরূপ অবিদ্যাত্ব সমস্ত প্রপঞ্চেরই ঘটিয়া উঠে। তাহা হইলে এই একটী দোষ হয়, এক জনের জ্ঞান দ্বারা তাহার সম্বন্ধে প্রপঞ্চের বিনাশ হইলে অপ-রের প্রপঞ্চ দর্শন হইতে পারে না। কারণ, তোমার মতে সমস্ত প্রপঞ্চই অবিদ্যারূপ। একের জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হইলে অবিদ্যারূপ সমস্ত প্রপঞ্চেরই সকলের সম্বন্ধে বিনাশ হইয়া গেল।

আর একটী এই দোষ হয়, তুমি অবিদ্যাকে অনাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ; কিন্তু তুমি অবিদ্যাশব্দের যে অর্থ করিতেছ, তাহাতে অনাদিত্বের ব্যাঘাত জন্মিতেছে। নিম্নলিখিত সূত্রে এই কথা বলা হইতেছে।

তদ্রূপত্বে সাদিত্বং ॥ ১৯ ॥

তদ্রূপত্ব অর্থাৎ বিদ্যাবাধ্যত্ব অবিদ্যাত্ব এরূপ অর্থ করিলে তাদৃশ বস্তু পুরুষে আদিবিশিষ্ট হয়, অনাদি হয় না।

তুমি যে অবিদ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছ, তোমার মতে তাহা অনাদি। কিন্তু তুমি যে লক্ষণ করিলে তাহাতে তাহা অনাদি বলিয়া প্রতি-পন্ন হইতেছে না। কারণ, পুরুষ প্রলয়কালে বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে চিন্মাত্র হইয়া থাকেন। তখন অবিদ্যা থাকে না। তাহার পর যখন পুরুষ সংসারে প্রবৃত্ত হন, তখন অবিদ্যার সহিত যোগ হয়। তাহা হইলে অবিদ্যার আদি রহিল। অতএব, তুমি অবিদ্যাকে অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে প্রয়াস পাই-তেছ, তাহা সুসিদ্ধ হইল না। ফলতঃ অনাত্মায় আত্মবুদ্ধিরূপ যোগোক্ত অবিদ্যা ভিন্ন অন্য অবিদ্যা নাই। সে অবিদ্যা বুদ্ধির ধর্ম্ম, পুরুষের ধর্ম্ম নয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতি ধর্ম্মাধর্ম্ম কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রতিবাদিদিগের আপত্তি আছে। অতএব তাহাদিগের পূর্ব্ব-পক্ষের উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করা হইতেছে।

ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ ॥ ২০ ॥

প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ধর্ম্মের অপলাপ সম্ভবে না। প্রকৃতির কা... বৈচিত্র্য হেতুক ধর্ম্মের অনুমান হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম যদি না থাকিত, প্রকৃতির কার্য্যের এত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হ... না। এই কার্য্য বৈলক্ষণ্যকে হেতু করিয়া ধর্ম্মের অনুমান হইতেছে। অ... এব, প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ধর্ম্ম নাই এ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

ধর্ম্ম যে আছে, তাহার প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥

শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারা তাহার অর্থাৎ ধর্ম্মের সিদ্ধি হইতেছে।

ধর্ম্ম যে আছে, তাহার প্রথম প্রমাণ শ্রুতি। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি পাপঃ পাপেন" পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ ও পাপ কার্য্য দ্বারা পাপী ইত্যাদি শ্রুতি আছে। দ্বিতীয় প্রমাণ বেদবিধি। অশ্বমেধ যাগ করিবে এই বিধি আছে। যদি ধর্ম্ম না থাকিত; ধর্ম্ম না হইত, তাহা হইলে অশ্বমেধ যাগের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? তৃতীয় প্রমাণ যোগিপ্রত্যক্ষ। যোগিরা ধর্ম্ম দেখিতে পান।

প্রত্যক্ষের অভাব হইলে ধর্ম্মের যে অসিদ্ধি হয় না। নিম্নলিখিত সূত্রে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ ॥ ২২ ॥

প্রত্যক্ষ না হইলেই বস্তুর অভাব হয়, এ নিয়ম নাই, প্রমাণান্তরের অবকাশ আছে। অর্থাৎ প্রমাণান্তর দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষের অভাব হইলেই যে বস্তুর অভাব হয়, এ নিয়ম নহে। যে বস্তুর প্রত্যক্ষ না হয়, অনুমানাদি অপর প্রমাণ দ্বারা তাহার সত্তা প্রমাণ হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, প্রত্যক্ষ না হইলেও ধর্ম্ম যে আছে, তাহা অপর প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে।

ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মেরও সত্তা প্রমাণ করা হইতেছে।

উভয়ত্রাপ্যেবং ॥ ২৩ ॥

উভয়ত্র অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় স্থলেই এইরূপ প্রমাণ।

ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্ম যে আছে,তাহারও এইরূপ প্রমাণ। অর্থাৎ যে যে প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মসত্তা সপ্রমাণ হইল, অধর্ম্ম সত্ত্বও সেই সেই প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইবে।

অর্থাৎ সিদ্ধিশ্চেৎ সমানমুভয়োঃ ॥ ২৪ ॥

অর্থতঃ যদি সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ যাগাদির বিধি আছে বলিয়া যদি ধর্ম্ম-সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে উভয় স্থলে সমান অর্থাৎ অধর্ম্ম যে আছে তাহাও নিষেধবিধি দ্বারা সপ্রমাণ হইবে।

অশ্বমেধ যাগ করিবে, যেমন এই বিধি আছে, তেমনি পরদার গমন করিবে না, এ নিষেধ বিধিও আছে। ধর্ম্ম না থাকিলে যাগের অনুষ্ঠানবিধি হয় না। ঐ বিধি দ্বারা যেমন ধর্ম্মসিদ্ধি হইতেছে, তেমনি পরদার গমন করিবে না, এই নিষেধ বিধি দ্বারা অধর্ম্ম সিদ্ধি হইতেছে। অধর্ম্ম না থাকিলে এ নিষেধবিধি হইত না। অতএব উভয় পক্ষেই সমান।

যদি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পুরুষে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় সম্বন্ধই ঘটিয়া উঠে। পুরুষে যদি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিণামাদির আপত্তি উপস্থিত হয়। তুমি কিন্তু পুরুষকে অপরিণাম কহিয়াছ। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

অন্তঃকরণধর্ম্মত্বং ধর্ম্মাদীনাং ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি ; পুরুষনিষ্ঠ নয়।

ধর্ম্মাদি অন্তঃকরণেই থাকে, পুরুষে থাকে না। অতএব তুমি ধর্ম্মাদিকে পুরুষনিষ্ঠ বলিয়া তাহার পরিণামাদির যে আপত্তি করিয়াছিলে, তাহা বিফল হইতেছে।

তুমি প্রকৃতির কার্য্যবৈচিত্র্যকে হেতু করিয়া এবং শ্রুত্যাদি প্রমাণ দিয়া ধর্ম্মাদিসিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছ, কিন্তু শ্রুতিতেই কহিতেছে, প্রকৃতি ও তৎকার্য্যাদি কিছুই নয়। যদি এ সকল কিছু না হইল, তবে ধর্ম্মাদিও কিছু নয়। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

গুণাদীনাঞ্চ নাত্যন্তবাধঃ ॥ ২৬ ॥

গুণশব্দে সত্ত্বাদিগুণ আদি শব্দে তদ্ধর্ম্ম সুখাদি, চকারে প্রকৃতি ও

তৎকার্য্যাদি বুঝাইবে। এ সকলের অব্যন্থবাধ অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভাব নাই।

সত্ত্বাদিগুণ ও প্রকৃতি ও তৎকার্য্যাদির স্বরূপতঃ অভাব নাই,চেতন পুরুষে এ সকলের সংসর্গতঃ অভাব অর্থাৎ চেতন পুরুষে এ সকলের সংসর্গ হয় না। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতিতে পুরুষকে নিগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। বাস্তবিক এ সকলের অভাব নাই। তবে ধর্ম্মাদি সিদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভাবনা কি ?

গুণাদির যে স্বরূপতঃ বাধ নাই, তাহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ ॥ ২৭ ॥

পঞ্চ অবয়বের যোগহেতুক সুখ সংবিত্তি অর্থাৎ সুখজ্ঞান হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন ন্যায়ের এই পাঁচটী অবয়ব আছে। এই পাঁচটী অবয়বের যোগ অর্থাৎ মিলনহেতুক সুখজ্ঞান হইয়া থাকে। যেগুলি লইয়া বিবাদ, সুখ তাহার মধ্যে প্রধান, এই নিমিত্ত সূত্রে সুখ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বাস্তবিক সুখাদি সমুদায় বুঝাইবে। সুখ যে আছে তাহার প্রমাণ এই, উহাতে পুলকাদি করিয়া দেয়। পুলকাদি হেতু করিয়া সুখসত্তা সপ্রমাণ হইবে। অতএব তুমি পদার্থমাত্রের স্বরূপতঃ অভাবের কথা যে বলিতেছিলে, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না।

চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাই। তিনি বলেন, অনুমান দ্বারা অর্থসাদ্ধি হয় না। কেন যে হয় না, নিম্নলিখিত সূত্রে সেই আপত্তি করিতেছেন।

ন সকৃদগ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ২৮ ॥

সকৃৎ একবার গ্রহণ অর্থাৎ সহচার-গ্রহণ-হেতুক সম্বন্ধসিদ্ধি অর্থাৎ ব্যাপ্তিসিদ্ধি হয় না।

ধূম বহ্নির সহচারী—একবারমাত্র ইহার জ্ঞান হেতুক ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় না। ব্যাপ্তি জ্ঞান ব্যতিরেকে অনুমান হয় না। অতএব তুমি অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধ করিবার যে প্রয়াস পাইতেছ, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। এ সূত্রটী চার্ব্বাকের আপত্তিসূচক।

সূত্রকার নিম্নলিখিত সূত্রে এই আপত্তির সমাধান করিতেছেন।

নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ ২৯ ॥

উভয়ের অর্থাৎ সাধ্যসাধন উভয়ের অথবা একতরের অর্থাৎ কেবল সাধনের নিয়ত-ধর্ম্ম-সাহিত্য অর্থাৎ নিয়ত-সহচার-ভাবের নাম ব্যাপ্তি।

ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে। এস্থলে বহ্নি সাধ্য ও ধূম সাধন। ধূম ও বহ্নি উভয়ের নিয়ত সহচারিতার আছে। অর্থাৎ যখানে বহ্নি থাকে, সেই খানে ধূম থাকে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ের অর্থাৎ সাধ্য সাধনের অথবা একতরের অর্থাৎ কেবল সাধনের অব্যভিচরিত সহচারিতার নাম ব্যাপ্তি। অনুমান স্থলে অনায়াসেই এ ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। অতএব, তুমি ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না বলিয়া অনুমানের অসিদ্ধি প্রমাণ করিবার যে প্রয়াস পাইতেছিলে, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না।

অনেকে ব্যাপ্তির অনেক প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন; কিন্তু সূত্রকার সেগুলির অনুমোদন করেন না। নিম্নলিখিত সূত্রে সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন।

ন তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ ৩০ ॥

তত্ত্বান্তর নয় অর্থাৎ ব্যাপ্তি পদার্থান্তর নয়। •যেহেতু বস্তুর কল্পনাপ্রসঙ্গ হয়।

সাধ্যসাধন উভয়ের অথবা কেবলমাত্র সাধনের অব্যভিচরিত সহচারিতার নাম ব্যাপ্তি। সূত্রকার ব্যাপ্তির এই যে লক্ষণ করিয়াছেন ব্যাপ্তি তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। সাংখ্যমতে সিদ্ধ বস্তুতেই ব্যাপ্তিগ্রহ হয়; কিন্তু যদি ব্যাপ্তি উক্ত লক্ষণাতিরিক্ত পদার্থ বল, তাহা হইলে ব্যাপ্তির আশ্রয় বস্তুরও কল্পনাপ্রসঙ্গ হইয়া উঠে। সিদ্ধ বস্তুতে ব্যাপ্তিগ্রহের নিয়ম থাকে না।

কে কি ব্যাপ্তির লক্ষণ করেন, ক্রমে তাহা বলা হইতেছে।

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩১ ॥

কোন কোন আচার্য্য অর্থাৎ পণ্ডিত বলেন, নিজশক্ত্যুদ্ভব নিজের অর্থাৎ ব্যাপ্যের শক্তিজন্য যে শক্তিবিশেষ, তাহার নাম ব্যাপ্তি।

হেতু, সাধন ও ব্যাপ্য এ তিনটীই একার্থবোধক শব্দ। সাধ্য ব্যাপক

আর হেতু ব্যাপ্য। এখানে নিজ শক্তি শব্দে সেই ব্যাপ্যের নিজের শক্তি বুঝা ইবে। তজ্জন্য যে শক্তিবিশেষ, সেই ব্যাপ্তি পদার্থ।

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ ৩২ ॥

পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন, আধেয় শক্তি সম্বন্ধের নাম ব্যাপ্তি।

বুদ্ধ্যাদিকে হেতু করিয়া প্রকৃত্যাদির অনুমান স্থলে প্রকৃত্যাদি আধার ও বুদ্ধ্যাদি আধেয় হয়। পঞ্চশিখের মতে সেই আধেয়-শক্তি-যোগের নাম ব্যাপ্তি।

পঞ্চশিখ ব্যাপ্য বস্তুর স্বরূপ শক্তিকে ব্যাপ্তি না বলিয়া আধেয়-শক্তি-কল্পনা করিতেছেন কেন, এই আভাসে বলা হইতেছে।

ন স্বরূপশক্তির্নিয়মঃ পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বরূপ শক্তি অর্থাৎ ব্যাপ্যের স্বরূপশক্তি ব্যাপ্তি এ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, পুনর্ব্বাদপ্রসক্তি অর্থাৎ পৌনরুক্ত্য প্রসঙ্গ হয়।

সেই পৌনরুক্ত্য দোষ কি? সূত্রকার স্বয়ংই তাহা বলিয়া দিতেছেন।

বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৪ ॥

শক্তির স্বরূপ এই বিশেষণ অনর্থক হইয়া পড়ে।

যেমন ঘট ও কলস একই পদার্থ, ঘট ও কলস বলিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে, তেমনি ব্যাপ্যের স্বরূপ ও শক্তি একই পদার্থ। অতএব স্বরূপ শক্তি বলিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়া উঠে। ফলতঃ শক্তির স্বরূপ বিশেষণটী অনর্থক হয়।

স্বরূপ শক্তি ব্যাপ্তি এ কথা বলিলে যে অন্য দোষ ঘটে, তাহাও বলা হইতেছে।

পল্লবাদিষ্বনুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥

পল্লবাদি স্থলে অনুপপত্তি হয়।

পল্লবাদি বৃক্ষাদি ব্যাপ্য। পল্লবাদির স্বরূপ শক্তিকে যদি ব্যাপ্তি বল, তাহা হইলে ছিন্ন পল্লবেও ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া উঠে। কারণ, তাহাতে স্বরূপ শক্তির বিনাশ হয় নাই। বাস্তবিক ছিন্ন পল্লবে ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে না। পল্লব যখন বৃক্ষে থাকে, তখনই তাহাতে ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। অতএব, স্বরূপশক্তি যে ব্যাপ্তির লক্ষণ নয়, এতদ্দ্বারাও তাহা সপ্রমাণ হইল।

পঞ্চশিখাচার্য্য ব্যাপ্যের স্বশক্তিজন্য শক্তিবিশেষকে ব্যাপ্তি না বলিয়া আধেয় শক্তিকে ব্যাপ্তি বলিতেছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগঃ সমানন্যায়াৎ ॥ ৩৬ ॥

আধেয়-শক্তি সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আধেয়ের ব্যাপ্তিত্ব সিদ্ধি হইলে নিজশক্তি যোগ অর্থাৎ ব্যাপ্যের স্বশক্তিজন্য শক্তিবিশেষ ব্যাপ্তি এটীও ঘটিয়া উঠে। কারণ, উভয় পক্ষেই সমান ন্যায় অর্থাৎ সমান যুক্তি আছে।

আধেয়শক্তি ব্যাপ্তি এ কথা বলিলে যে ফল, ব্যাপ্যের স্বশক্তি জন্য শক্তি-বিশেষ ব্যাপ্তি, এ কথা বলিলেও সেই ফল, উভয়পক্ষেই যুক্তি সমান।

ব্যাপ্তির লক্ষণ স্থিরীকৃত হইল। চার্ব্বাক ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না অতএব অনু-মান প্রমাণ নয় বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডিত হইল। যখন অনুমান প্রমাণ হইল, তখন পঞ্চাবয়ব-যোগে গুণাদিসিদ্ধি হয় বলিয়া সূত্র-কার যে সূত্র করিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত সম্ভাবনা নাই। সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ন্যায় শব্দও প্রমাণ। যাহারা শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার না করে তাঁহাদের মতখণ্ডনার্থে এক্ষণে শব্দশক্ত্যাদির স্থিরীকরণ করা হইতেছে।

বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ ॥ ৩৭ ॥

শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ।

শব্দ বাচক, তাহাতে বাচকতা শক্তি এবং অর্থ বাচ্য তাহাতে বাচ্যতা শক্তি আছে। তাহার জ্ঞান হইলেই শব্দ দ্বারা অর্থজ্ঞান হয়। কি কি উপায় দ্বারা সেই শক্তিগ্রহ হয়, নিম্নে তাহা বলা হইতেছে।

ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৮ ॥

তিনটী উপায় দ্বারা সম্বন্ধসিদ্ধি অর্থাৎ শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে।

সে তিনটী উপায় এই, আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধ ব্যবহার ও প্রসিদ্ধ-পদ সমানা-ধিকরণ্য। আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশ, বৃদ্ধদিগের ব্যবহার দর্শন এবং প্রসিদ্ধ পদের সহিত একত্র সন্নিবেশ। প্রসিদ্ধ পদের সহিত একত্র থাকিলে অপ্রসিদ্ধপদেও শক্তিগ্রহ হইয়া যায়। যথা "মধুকর পুষ্পের মধু পান করিতেছে" এ কথা বলিলে যদি কেহ মধু পুষ্প ও পান শব্দের অর্থ

জানে আর মধুকর শব্দের অর্থ না জানে তাহা হইলেও তাহার মধু পুষ্পাদি প্রসিদ্ধ পদগুলির জ্ঞান থাকাতে অপ্রসিদ্ধ মধুকর শব্দের অর্থ বোধ হইয়া যায়।

ন কার্য্যে নিয়মউভয়থা দর্শনাৎ ॥ ৩৯ ॥

কার্য্যে নিয়ম নয়, অর্থাৎ কার্য্যপর বাক্যেই যে শক্তিগ্রহ হইবে, তাহার নিয়ম নাই; উভয়থা অর্থাৎ কার্য্যপর ও অকার্য্যপর উভয়বিধ বাক্যেই শক্তিগ্রহ দর্শন হইয়া থাকে।

"গোরু আন" এ কথা বলাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তাহা শুনিয়া গোরু আনয়ন করিল। বালক সেখানে ছিল। সে বুঝিল, গোরু আন, বলিলেই গল-কম্বলাদিবিশিষ্ট পদার্থ আনিতে হয়। বৃদ্ধব্যবহার দর্শন করিয়া গোশব্দে ও আনয়ন শব্দে তাহার শক্তিগ্রহ হইল। গোরু আন এটী কার্য্যপর বাক্য। গোরুর আনয়নরূপ কার্য্য করিতে বলিতেছে। ঐরূপ "তোমার পুত্র জন্মিয়াছে" এ কথা বলিলে বালক দেখিল যাহার পুত্র হইয়াছে, ঐ কথা শুনিয়া তাহার মুখবিকাশ ও পুলকাদি জন্মিল। বৃদ্ধব্যবহার দেখিয়া বালকের পুত্র শব্দে ও জন্মিয়াছে শব্দে শক্তিগ্রহ হইল। কিন্তু এ বাক্যটী কার্য্যপর নয়, কারণ, কাহাকে কোন কার্য্য করিতে বলা হইতেছে না। এটী অকার্য্যপর অর্থাৎ সিদ্ধ বাক্য। এই সিদ্ধ বাক্যে যেমন শক্তিগ্রহ হয়, তেমনি বেদাদি সিদ্ধ বাক্যেও শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে।

বাক্য সাধ্য ও সিদ্ধ দুইপ্রকার হইল। কার্য্যপর বাক্য সাধ্য ও অকার্য্য-পর বাক্য সিদ্ধ। লোকে সিদ্ধ বাক্যে শক্তিগ্রহ হইলেও বেদে শক্তিগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ ॥ ৪০ ॥

লোকে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির অর্থাৎ শক্তিগ্রহ সম্পন্ন ব্যক্তির বেদার্থপ্রতীতি অর্থাৎ বেদার্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে।

লোকে শক্তিগ্রহ ভিন্ন আর বেদে ভিন্ন তাহা নয়। লোকে যে উপায়ে শক্তিগ্রহ হয়, বেদেও সেই উপায়ে হইয়া থাকে। লোকে সিদ্ধপর বাক্য দ্বারা যদি শক্তিগ্রহ সিদ্ধি হয়, বেদেও হইবে। অতএব তুমি বেদে শক্তিগ্রহ হইবার যে শঙ্কা করিতেছিলে, তাহা নিরর্থক হইল।

এবং ঐ প্রতিবাদী সিদ্ধান্তের আপত্তি করিতেছেন।

ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্ বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ॥ ৪১ ॥

তিনের দ্বারা অর্থাৎ আপ্তোপদেশাদি দ্বারা বেদে শক্তিগ্রহ হয় না। কারণ, বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষপ্রণীত নয়। দ্বিতীয় কারণ এই বেদের অর্থ অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

তুমি বলিয়াছ বিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ হেতুক শক্তিগ্রহ হয়, কিন্তু বেদে ঐ উপায়ে শক্তিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, বেদ কোন আপ্ত ব্যক্তির প্রণীত নয়, উহা অপৌরুষেয়। অতএব, উহাতে আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ সম্ভবে না। বৃদ্ধ-ব্যবহার দর্শন এবং প্রসিদ্ধ পদের সহিত একত্র অবস্থান হেতু শক্তিগ্রহ হয় এই যে কথা বলিয়াছ, বেদের বিষয়ে তাহাও সম্ভবে না। কারণ, বেদের অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং তাহাতে বৃদ্ধ-ব্যবহার দর্শনাদি সম্ভবে না।

প্রতিবাদী বেদার্থকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলেন, সূত্রকার প্রথমে তাহার খণ্ডন করিতেছেন।

ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতোধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ ॥ ৪২ ॥

ন অর্থাৎ তুমি যে বেদার্থকে অতীন্দ্রিয় বলিতেছ, তাহা নয়। কারণ, যজ্ঞাদি স্বরূপতই ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিহিত। ইহা বিশিষ্ট ফল প্রদান করে।

যজ্ঞাদি স্থলে দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া যে দ্রব্যত্যাগ করা যায়, সেই দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞদানাদি বেদবিহিত। যজ্ঞদানাদি যখন বেদবিহিত ধর্ম্ম স্বরূপ হইল, তখন বেদার্থ অতীন্দ্রিয় হইল না। বিশেষতঃ ইচ্ছা ব্যতিরেকে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সম্ভবে না। যজ্ঞাদি ইচ্ছাময়। ইচ্ছা অতীন্দ্রিয় পদার্থ নয়। অতএব, তুমি বেদার্থকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিবার যে প্রয়াস পাইতেছিলে, তাহা সফল হইতেছে না। যজ্ঞাদিই বেদার্থ।

বেদ অপৌরুষেয়, অতএব তাহাতে আপ্তোপদেশ সম্ভবে না বলিয়া প্রতিবাদী যে আপত্তি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার খণ্ডন করা হইতেছে।

নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥ ৪৩ ॥

নিজশক্তি অর্থাৎ বেদের অর্থেতে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, বৃদ্ধপর-

স্পায়া ব্যুৎপত্তি দ্বারা অর্থাৎ এ শব্দের এই অর্থ ইত্যাদি উপদেশ দ্বারা শিষ্য দিগের সম্বন্ধে তাহার ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ বিশেষ করিয়া দেন।

বেদে আপ্তোপদেশের প্রয়োজন আছে। যথা—যে বৈদিক শব্দের যে অর্থে স্বাভাবিক শক্তি আছে, বৃদ্ধেরা যদি শিষ্যদিগকে তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া না দেন, তাহা হইলে শিষ্যেরা অর্থান্তর করিয়া বেদের বিপ্লব ঘটা-ইতে পারে। অতএব বেদ অপৌরুষেয় হইলেও তাহাতে আপ্তোপদেশের অপেক্ষা আছে।

বৈদিক পদে আপ্তোপদেশের প্রয়োজন থাকিলেও বৈদিকপদের প্রতি-পাদ্য দেবগণ অতীন্দ্রিয়। অতএব তাহাতে কিরূপে শক্তিগ্রহ সম্ভবে? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

যোগ্যাযোগ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পদার্থে প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় বলিয়া তাহার সিদ্ধি অর্থাৎ শক্তিগ্রহের সিদ্ধি হইয়া যায়।

সামান্য-ধর্ম্ম-পুরস্কারে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয়বিধ পদার্থেই শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ইহা অনুভবসিদ্ধ। যেমন ঘটত্ব ধর্ম্ম-পুরস্কারে প্রত্যক্ষ ও অপ্র-ত্যক্ষ উভয়বিধ ঘটেই শক্তিগ্রহ হয়। তেমনি বৈদিকপদের প্রত্যক্ষ যজ্ঞ-দানাদির ন্যায় অপ্রত্যক্ষ দেবতাতেও শক্তিগ্রহ জন্মে।

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ন্যায় শব্দও যে প্রমাণ, তাহা প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে এই প্রসঙ্গে অন্য অন্য বিষয়েরও অবতারণা করা হইতেছে।

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৪৫ ॥

বেদ নিত্য নয়। কারণ, উহা যে কার্য্য, তদ্বোধক শ্রুতি আছে।

"সতপোঽতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপানাৎ ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত" ইত্যাদি শ্রুতি আছে। তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার তপোবলে তিনটী বেদ জন্মিয়াছিল। ইত্যাদি শ্রুতিতে বেদকে স্পষ্টাক্ষরে জন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। বেদ যখন জন্য হইল, তখন নিত্য হইতে পারে না। জন্য পদার্থ কখন নিত্য হয় না। তবে যে বেদকে নিত্য বলা হয়, তাহার কারণ এই, যজ্জাতীয় বেদ, তাহার ধারার কখন বিচ্ছেদ হয় না। এই অভিপ্রায়েই বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে।

বেদ যদি নিত্য না হইল, তবে কি পুরুষপ্রণীত? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ ॥ ৪৬ ॥

বেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষপ্রণীত নয়। কারণ, তাহার কর্ত্তা পুরুষের অভাব।

অন্য অন্য দর্শনকার বলেন, ঈশ্বরই বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা। সাংখ্যকার ঈশ্বর স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহার মতে বেদের কর্ত্তা কেহ নাই। কর্ত্তা যদি কেহ না রহিল, বেদ অপৌরুষেয় হইল।

প্রতিবাদী যদি এ কথা বলেন তোমার মতে ঈশ্বর বেদের কর্ত্তা না হউন, অন্য কোন পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথা বলিব। এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥

মুক্তামুক্ত উভয়বিধ পুরুষেরই অযোগ্যত্ব অর্থাৎ সহস্রশাখ-বেদ-নির্ম্মাণে যোগ্যতা নাই।

তুমি কিরূপ পুরুষকে বেদের কর্ত্তা বলিতে চাও? তিনি মুক্ত পুরুষ অথবা অমুক্ত পুরুষ? যদি মুক্ত পুরুষ হন, বিশুদ্ধসত্ত্বযোগে সর্ব্বজ্ঞতাগুণে তাঁহার বেদনির্ম্মাণে যোগ্যতা থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি বীতরাগ। রাগশূন্য ব্যক্তির বেদনির্ম্মাণে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। আর যদি তিনি অমুক্ত হন, তিনি অসর্ব্বজ্ঞ হইলেন। অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সহস্রশাখ-বেদ নির্ম্মাণে কিরূপে যোগ্য হইবেন? অতএব, বেদ যে পুরুষপ্রণীত নয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

প্রতিবাদী পুনরায় এই আপত্তি করিতেছেন, বেদ যদি অপৌরুষেয় হইল ইহার নিত্যত্ব সুতরাং সিদ্ধ হইয়া উঠিল। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ ॥ ৪৮ ॥

অপৌরুষেয় হইলেই যে নিত্য হইতে হয়, তাহা নয়, অঙ্কুরাদির ন্যায়।

বীজাঙ্কুরাদি ক্রমে সৃষ্টি হইতেছে। উহা পুরুষকৃত নয়। অপৌরুষেয় বলিয়া উহা যে নিত্য তাহা নহে।

ঘট কার্য্য। ঘট দেখিলে তৎকর্ত্তা একজন পুরুষ হয়, তেমনি বীজাঙ্কুরাদি কার্য্য দেখিয়া উহার কর্ত্তা একজন পুরুষ আছেন, এই অনুমান হউক। এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

তেষামপি তদ্যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তিঃ ॥ ৪৯ ॥

তাহাদিগের অর্থাৎ বীজাঙ্কুরাদির তদ্যোগ অর্থাৎ পৌরুষেয়ত্ব হইলে লোকে যে ব্যাপ্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার বাধাদি প্রসঙ্গ হয়।

যাহা পৌরুষেয়, তাহা শরীরজন্য, লোকে এই ব্যাপ্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বীজাঙ্কুরাদি যদি পৌরুষেয় হইত, তাহা হইলে উহা শরীরজন্য হইত। বাস্তবিক উহা শরীরজন্য নয়। অতএব পৌরুষেয় নহে।

প্রতিবাদী পুনর্ব্বার এই আপত্তি করিতেছেন, বেদ আদি পুরুষের উচ্চরিত অতএব উহা অপৌরুষেয়। তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ পৌরুষেয়ং ॥ ৫০ ॥

দৃষ্ট না হইলেও যাহাতে বুদ্ধিপূর্ব্বককৃত এই বুদ্ধি জন্মে, তাহাই পৌরুষেয়।

শ্রুতি আছে "তস্যৈতস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ ঋগ্বেদ" ইত্যাদি। এই যে ঋগ্বেদ উহা সেই মহৎ ভূত আদিপুরুষের নিশ্বাসিত। বেদ সেই আদি পুরুষের নিশ্বাসের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক আপনা হইতে জন্মিয়াছে। যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক না হয়, তাহা পৌরুষেয় নয়। বেদ বুদ্ধিপূর্ব্বক উচ্চরিত হয় নাই। অতএব উহা অপৌরুষেয়। সুষুপ্তিকালে যে নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় না।

বেদ যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক না হইল তবে কিরূপে ইহার প্রামাণ্য হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যং ॥ ৫১ ॥

নিজ শক্তি অর্থাৎ বেদের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ মন্ত্র আয়ুর্ব্বেদাদি স্থলে তাহার প্রকাশ হয়। অতএব, বেদের স্বতই প্রামাণ্য।

বেদে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদাদিস্থলে তাহার ফল

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব, তাহার স্বাভাবিক শক্তিবলে, অর্থাৎ স্বয়ং হইতেই তাহার প্রামাণ্য। তাহার প্রামাণ্যার্থ অন্যের অপেক্ষা নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গুণাদির অত্যন্ত বাধ নাই। তাহার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, পঞ্চাবয়বযোগে গুণাদিসিদ্ধি হয়; অর্থাৎ পুলকাদি দেখিয়া সুখাদি যে আছে, তাহার অনুমান হয়। গুণাদির স্বরূপতঃ অভাব হইলে সুখাদি জ্ঞান হইত না। এ বিষয়ে অপর কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ ॥ ৫২ ॥

অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থের খ্যান অর্থাৎ জ্ঞান হয় না; মনুষ্য শৃঙ্গের ন্যায়।

পঞ্চাবয়ব-যোগে সুখাদি সিদ্ধির প্রয়াস দূরে থাকুক, সুখাদি যে আছে, স্বতই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে। সুখাদি যদি না থাকিত, তাহার জ্ঞান হইত না। মনুষ্যের শৃঙ্গ নাই। ইহার প্রামাণ্যার্থ অন্য প্রমাণের কি প্রয়োজন হয়?

ভাল, গুণাদি যে আছে, তাহা যেন প্রমাণ হইতেছে, কিন্তু তুমি "গুণাদীনাঞ্চ নাত্যন্তবাধঃ" এই সূত্রে যে অত্যন্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছ; সেটী ব্যর্থ হইতেছে। এই আভাসে বলা হইতেছে।

ন সতোবাধদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥

ন অর্থাৎ অত্যন্ত বিশেষণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নাই। কারণ বিদ্যমান বস্তুরও বাধ অর্থাৎ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন চৈতন্যে ভাসমান জগতের চৈতন্যে লয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি গুণাদির সদ্ভাব থাকিলেও বিনাশকালে তাহার অভাব দেখা যায়। অতএব, গুণাদির স্বরূপতঃ অভাব নাই, ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই বাধের অত্যন্ত বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। গুণাদির কখন অভাব হয় না, এ কথা বলা অভিপ্রেত নহে। বাধের অত্যন্ত বিশেষণ না দিলে গুণাদির এককালে অভাব নাই, ইহাই বুঝাইত।

প্রতিবাদী পুনরায় এই আপত্তি তুলিতেছেন, জগৎকে সদসৎ-ভিন্ন পদার্থ বলিব, তাহা হইলে গুণাদিও সদসৎ-ভিন্ন হইল। তুমি গুণাদির বাধ নাই

বলিয়া যে সূত্র করিয়াছ, তাহা বিফল হইতেছে। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

নানির্ব্বচনীয়স্য তদভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥

সৎ ও অসৎ ভিন্ন এমন অনির্ব্বচনীয় পদার্থের জ্ঞান হয় না। কারণ, সদসদ্ভিন্ন বস্তুর অভাব আছে।

এমন কোন বস্তু নাই যাহা সদসদ্ভিন্ন হয়। বস্তুমাত্রেই সৎ অথবা অসৎ ইহার অন্যতর হইয়া থাকে। অতএব তুমি যে জগৎকে সদসদ্ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। তাহা যদি যুক্তিসঙ্গত না হইল, তুমি গুণাদির বিষয়ে যে আপত্তি করিতেছ, তাহাও সঙ্গত হইতেছে না।

অন্যথাখ্যাতিবাদ নামে একটী মত আছে। তন্মতাবলম্বিরা বলেন, এক পদার্থের অন্যরূপে জ্ঞান হয়। জগৎ সদসদ্ভিন্ন বস্তু না হউক, ইহাতে অন্যথা খ্যাতি না হয় কেন? তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

নান্যথাখ্যাতিঃ স্ববচোব্যাঘাতাৎ ॥ ৫৫ ॥

এস্থলে অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ এক বস্তুর অন্যরূপে জ্ঞান হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না কারণ, নিজ বাক্যের ব্যাঘাত হয়।

অন্যথাখ্যাতিবাদিরা নিজেই বলিয়া থাকেন, যে বস্তু নাই তাহার জ্ঞান হয় না, যেমন মনুষ্যশৃঙ্গ। মনুষ্যের শৃঙ্গ নাই, অতএব তাহার জ্ঞান হয় না। এক বস্তুর অন্যরূপে জ্ঞান হয় উপস্থিতস্থলে যদি এ কথা বল, তাহা হইলে নিজ বাক্যেরই ব্যাঘাত জন্মে। কারণ, যে বস্তু আদৌ নাই, তাহার অন্যরূপে জ্ঞান কিরূপে সম্ভবিবে।

এক্ষণে সূত্রকার গুণাদিসম্বন্ধে স্বসিদ্ধান্তের উপসংহার করিতেছেন।

সদসৎখ্যাতির্ব্বাধাবাধাৎ ॥ ৫৬ ॥

গুণাদি সদসৎস্বরূপ। কারণ, তাহার বাধও আছে অবাধও আছে।

গুণাদির স্বরূপতঃ অভাব নাই, কিন্তু চেতন পুরুষে তাহার সংসর্গতঃ অভাব আছে। কারণ, পুরুষ নিঃসঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, গুণাদি সদসৎস্বরূপ।

প্রসঙ্গাগত শব্দ বিচারের আরম্ভ করা হইতেছে।

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রতীতি ও অপ্রতীতি হেতুক শব্দ স্ফোটাত্মক নয়।

স্ফোট শব্দের অর্থ এই, বর্ণসমুদায়ের অতিরিক্ত একটী অর্থ স্ফুট অর্থাৎ ব্যক্ত হয়। সেই অর্থের স্ফুটীকরণের নাম স্ফোট। যথা—কলস বলিলে ক ল স এই তিনটী বর্ণের অতিরিক্ত ঘটরূপ অর্থ স্ফোটবলে বুঝাইয়া যায়। কিন্তু সূত্রকার এ মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহার মতে শব্দ স্ফোটাত্মক নহে। তিনি তাহার দুটী হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম হেতু এই, আনুপূর্ব্বী-বিশিষ্ট বর্ণসমূহের দ্বারা শব্দজ্ঞান হয় কি না? হয় যদি এ কথা বল, স্ফোট স্বীকারে প্রয়োজন কি? শব্দগত কয়টী বর্ণদ্বারাই ত তাহার অর্থবোধ হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় হেতু এই, আনুপূর্ব্বী-বিশিষ্ট বর্ণদ্বারা শব্দ বোধ হয় না যদি এ কথা বল, যে ব্যক্তি স্ফোট কাহাকে বলে জানে না, তাহার সম্বন্ধে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। অর্থজ্ঞান যদি না হইল, তাহা হইলে স্ফোট-কল্পনা বৃথা।

বেদ যে নিত্য নয়, পূর্ব্বে তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, বর্ণ যে নিত্য নয়, এক্ষণে তাহা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ ॥ ৫৮ ॥

শব্দ নিত্য নয়। কারণ, তাহার কার্য্যতার অর্থাৎ উৎপত্তির প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞান হইয়া থাকে।

কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিঘাতে গ উৎপন্ন হয়, যখন এ কথা বলা হইতেছে, তখন বর্ণ নিত্য নয় ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। বর্ণ যদি নিত্য না হইল, শব্দ যে নিত্য নয়, তাহাও সিদ্ধ হইল।

এস্থলে প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন।

পূর্ব্বসিদ্ধসত্ত্বস্যাভিব্যক্তির্দীপেনেব ঘটস্য ॥ ৫৯ ॥

প্রদীপ দ্বারা যেমন ঘটের প্রকাশ হয়, তেমনি পূর্ব্বসিদ্ধ শব্দের ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশের নাম উৎপত্তি এই কথা বলিব।

তুমি বলিলে কণ্ঠ তালু দির অভিঘাতে যখন গ উৎপন্ন হয়, তখন বর্ণ নিত্য নয়। কিন্তু আমি বলি বর্ণ নিত্যসিদ্ধ। প্রদীপ দ্বারা ঘটের ন্যায়

ধ্বনির দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয় এই মাত্র। সেই অভিব্যক্তির নামই উৎপত্তি। বাস্তবিক বর্ণের উৎপত্তি হয় না, বর্ণ নিত্য।

এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনং ॥ ৬০ ॥

যদি সৎকার্য্যের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে সিদ্ধসাধন দোষ ঘটে।

যদি অভিব্যক্তি শব্দের এরূপ অর্থ কর যে, পূর্ব্ব সিদ্ধ বস্তুর পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থালাভের নাম অভিব্যক্তি, তাহা হইলে সৎকার্য্য সিদ্ধান্ত হয়। সকল কার্য্যেই তাদৃশ নিত্যত্ব আছে। সাংখ্যমতে সকল কার্য্যই নিত্য। তাহার উৎপত্তি শব্দে অবস্থান্তর মাত্র বুঝায়। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে যেটী সিদ্ধ আছে, তাহারি সাধন করা হইল। তাহাতে ইষ্টলাভ কি?

সাংখ্য মতে আত্মা অর্থাৎ পুরুষ এক নয় বহু। প্রথম অধ্যায়ে একবার ইহার বিচার করা হইয়াছে। এবিষয়ে প্রতিবাদিদিগের যে সমস্ত বিপ্রতিপত্তি আছে, তাহার নিরাকরণার্থ সেই বিচারের পুনরারম্ভ করা হইতেছে।

নাদ্বৈতমাত্মনোলিঙ্গাৎ তদ্ভেদপ্রতীতেঃ ॥ ৬১ ॥

আত্মার অর্থাৎ পুরুষের অদ্বৈত অর্থাৎ একত্ব নাই। কারণ, অজ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে লিঙ্গ অর্থাৎ প্রমাণ আছে, তাহাতে তাহার অর্থাৎ আত্মার ভেদপ্রতীতি হইতেছে।

আত্মার ভেদবোধক বাক্যের ন্যায় অভেদবোধক বাক্যও অনেক আছে বটে; কিন্তু আত্মার অদ্বৈত অর্থাৎ অভেদ নাই। কারণ "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজোহ্যেকোজুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইত্যাদি। এক পুরুষ সমানরূপ বহু প্রজার জনয়িত্রী লোহিতশুক্লকৃষ্ণা অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী [illegible] আশ্রয় করিয়া ভোগ করিয়া অনুশয়ন করেন এবং অন্য পুরুষ ভুক্তভোগা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন। পুরুষ ভেদ না থাকিলে এরূপ অভিধান শ্রুতিতে থাকিত না।

[illegible] অভিধায়িকা "আত্মৈব বহুং সর্ব্বম্ ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতি

অবলম্বন করিয়া ভোগ্য প্রপঞ্চের সহিত আত্মার অদ্বৈতভাবের আপত্তি করিতেছেন। সূত্রকার তাহার খণ্ডনার্থ কহিতেছেন।

নানাত্মনাপি প্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ৬২ ॥

অনাত্মা অর্থাৎ ভোগ্য প্রপঞ্চের সহিতও আত্মার অদ্বৈতভাব অর্থাৎ অভেদ নাই। কারণ, প্রত্যক্ষে তাহার বাধ দেখিতে পাওয়া যায়। ভোগ্য প্রপঞ্চের সহিত আত্মার অভেদ আছে, যদি এ কথা বল তাহা হইলে ঘটপটাদিরও অভেদ হইয়া উঠে। যদি আত্মা ও প্রপঞ্চ সব এক হইল, তাহা হইলে ঘটাদির আত্মাও পটাদির আত্মার সহিত অভিন্ন হইল। কিন্তু প্রত্যক্ষে ইহার বাধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটাদির আত্মা ও পটাদির আত্মা এক নহে।

শিষ্যবুদ্ধির বৈশদ্যের নিমিত্ত ঐ বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বলা হইতেছে।

নোভাভ্যাং তেনৈব ॥ ৬৩ ॥

উপরে যে দুটী কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই হেতুকই উভয়ের সহিত অর্থাৎ আত্মার সহিত আত্মার এবং অনাত্মা অর্থাৎ ভোগ্য প্রপঞ্চের সহিত আত্মার অভেদ নাই।

তুমি কহিতেছ, প্রপঞ্চ জগতের সহিত আত্মার অভেদ নাই, কিন্তু "আত্মৈবেদং" এই জগৎ আত্মস্বরূপ, ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহার গতি কি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

অন্যপরত্বমবিবেকানাং তত্র ॥ ৬৪ ॥

অবিবেকী পুরুষের প্রতি সেই অদ্বৈত বিষয়ে অন্যপরত্ব অর্থাৎ উপাসনার্থের অনুবাদ।

দেখিতে পাওয়া যায়, অবিবেক হেতুক আমি গৌর আমি কৃষ্ণ ইত্যাদিরূপে লোকে শরীর ও শরীরী উভয়ের অভেদরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই ব্যবহারের অনুকরণ করিয়াই শ্রুতি অবিবেকী পুরুষের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত জগতের সহিত আত্মার অভেদ বিধান করিয়াছেন। বাস্তবিক জগতের সহিত আত্মার অভেদ নাই। জগতের সহিত আত্মার অভিন্নরূপে উপাসনা করিলে অবিবেকী পুরুষের সহজে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে।

যাহারা আত্মাকে জগতের উপাদান কারণ বলেন, সূত্রকার তাঁহাদিগের মতখণ্ডনার্থ কহিতেছেন।

নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥

আত্মা বা অবিদ্যা অর্থাৎ অ আশ্রিত অবিদ্যা অথবা উভয় অর্থাৎ মিলিত আত্মা ও অবিদ্যা উভয় জগতের উপাদান কারণ নহেন। কারণ, পুরুষ নিঃসঙ্গ।

পুরুষ নিঃসঙ্গ। অতএব অবিদ্যা তাহাতে থাকিতে পারে না, পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে। অবিদ্যা যখন পুরুষনিষ্ঠ না হইল, তখন পুরুষাশ্রিত অবিদ্যা জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না। নিঃসঙ্গ বলিয়া পুরুষের স্বয়ং অথবা অবিদ্যা ও পুরুষ উভয়ের মিলিত হইয়াও জগতের উপাদান কারণ হওয়া সম্ভাবিত নহে।

সূত্রকার স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আত্মা প্রকাশস্বরূপ। প্রতিবাদী এস্থলে এই পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, "সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি আছে। ইহাতে আত্মার আনন্দস্বরূপ বুঝাইতেছে। তাহা হইলে এই স্থির হইল, আত্মার প্রকাশ ও আনন্দ উভয়ই স্বরূপ। সূত্রকার এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাকরণার্থ নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ ॥ ৬৬ ॥

একের আনন্দ ও চৈতন্য উভয়রূপ হইতে পারে না। কারণ, দুয়ের ভেদ আছে।

যখন দুঃখ জ্ঞান হয়, তখন সুখানুভব হয় না। তবেই প্রমাণ হইতেছে, সুখে ও জ্ঞানে ভেদ আছে। উভয়ের যদি ভেদ রহিল, তাহা হইলে যিনি সুখ অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ, তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ, ইহা ঘটিতে পারে না।

তবে আত্মা আনন্দময় বলিয়া যে শ্রুতি আছে, তাহার কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে।

দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ ॥ ৬৭ ॥

দুঃখ-নিবৃত্তি হেতুক আত্মাতে আনন্দ শব্দ প্রয়োগ গৌণ।

আত্মা বাস্তবিক আনন্দময় নন। তাঁহাতে দুঃখ নাই বলিয়া তাঁহাকে আনন্দময় বলা হইয়া থাকে। তাঁহাতে আনন্দ-শব্দ-প্রয়োগ গৌণ; মুখ্য নহে।

গৌণ আনন্দ শব্দ প্রয়োগের হেতু বলা হইতেছে।

বিমুক্তিপ্রশংসা মন্দানাং ॥ ৬৮ ॥

মন্দ অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে মুক্তিপ্রশংসাই গৌণ প্রয়োগের কারণ।

অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্ররোচনার্থই শ্রুতিতে দুঃখনিবৃত্তিরূপ আত্মস্বরূপ মুক্তিঃ সুখরূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে প্রশংসা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার আনন্দ রূপ নয়।

শ্রুতিবাদিরা মনকে বিভু অর্থাৎ ব্যাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সূত্রকার তাহার খণ্ডনার্থ নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ন ব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাৎ বা ॥ ৬৯ ॥

মন ব্যাপক নয়। কারণ, ইহা করণ, অথবা ইন্দ্রিয়।

মন রূপরসাদিবিষয় জ্ঞানের করণ। অতএব ইহা ব্যাপক নহে। যে করণ হয়, সে ব্যাপক হয় না, যেমন দাত্র প্রভৃতি। দাত্র প্রভৃতি ছেদন ক্রিয়ার করণ। মনশব্দে এস্থলে সামান্যতঃ অন্তঃকরণমাত্রকে বুঝাইবে। অন্তঃকরণবিশেষও ব্যাপক নহে। কারণ, উহা ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানের করণ। করণ ব্যাপক হইতে পারে না।

মন যে বিভু নয়, তাহার বিশেষ কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সক্রিয়ত্বাৎ গতিশ্রুতেঃ ॥ ৭০ ॥

গতির শ্রুতি আছে, অর্থাৎ আত্মা লোকান্তরে যে গমন করেন, এই শ্রুতি আছে। অতএব আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণের যে ক্রিয়া আছে, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। যাহার ক্রিয়া থাকে, সে বিভু অর্থাৎ ব্যাপক হয় না।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, মনের অবয়ব নাই। সাংখ্যকার সেই মতের খণ্ডনার্থ কহিতেছেন।

ন নির্ভাগত্বং তদেযাগাৎ ঘটবৎ ॥ ৭১ ॥

মনের নির্ভাগত্ব অর্থাৎ নিরবয়বত্ব নয়। কারণ, তাহাতে অর্থাৎ অনেক ইন্দ্রিয়ে মনের যুগপৎ যোগ হয়। ঘটের ন্যায় অর্থাৎ ঘটের ন্যায় অবয়ব বিশিষ্ট।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, মনের যুগপৎ বহু বিষয়ের জ্ঞান হয় না। কিন্তু সাংখ্যকারের সে মত নয়। তিনি বলেন, অবস্থাবিশেষে মনের যুগপৎ বহু বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব মনের অবয়ব আছে।

যাঁহারা মন ও কাল প্রভৃতিকে নিত্য বলেন, তাঁহাদের মতখণ্ডনার্থ বলা হইতেছে।

প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যং ॥ ৭২ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ কেবল নিত্য, তদ্ভিন্ন সমুদায় অনিত্য।

প্রকৃতি ও পুরুষের অবয়ব আছে কি না ? এই প্রশ্নে বলা হইতেছে।

ন ভাগলাভোভোগিনোনির্ভাগত্বশ্রুতেঃ ॥ ৭৩ ॥

ভোগী অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি, এ দুয়ের ভাগলাভ অর্থাৎ অবয়ব নাই। এ উভয়ের যে অবয়ব নাই, তদ্বোধক শ্রুতি আছে। উহাদের যদি অবয়ব থাকিত, তাহা হইলে উহারা অনিত্য হইত।

সাংখ্যসূত্রকারের মতে দুঃখনিবৃত্তির নাম মোক্ষ, অন্য অন্য পণ্ডিতগণ মোক্ষের যে সমস্ত লক্ষণ করিয়াছেন, সূত্রকার ক্রমশঃ তাহার খণ্ডন করিতেছেন।

নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্ধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥

আনন্দাভিব্যক্তি মুক্তি নয়। কারণ, আত্মা আনন্দরূপ ও অভিব্যক্তিরূপ-ধর্ম্ম-শূন্য।

আত্মাতে আনন্দরূপ ও অভিব্যক্তিরূপ ধর্ম্ম নাই। অতএব আনন্দাভিব্যক্তি মোক্ষের লক্ষণ হইতে পারে না। মোক্ষ শব্দের প্রকৃত অর্থ মুক্তিলাভ। আত্মাতে যদি আদৌ আনন্দ না রহিল, তাহা হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কি ?

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ ॥ ৭৫ ॥

বিশেষ গুণের উচ্ছেদও মোক্ষ নয়। তদ্বৎ পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ আত্মা নির্ধর্ম্ম অর্থাৎ গুণধর্ম্মশূন্য।

আত্মার আনন্দ নাই, অতএব আনন্দাভিব্যক্তি যেমন মুক্তির লক্ষণ হয় না, তেমনি বিশেষ গুণের উচ্ছেদও মুক্তির লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ, আত্মা নির্গুণ। তাহাতে গুণসম্বন্ধ নাই। তাহাতে যদি গুণ না রহিল, তাহা হইতে মুক্তিলাভরূপ মোক্ষের সম্ভবনা কি ?

ন বিশেষগতির্নিষ্ক্রিয়স্য ॥ ৭৬ ॥

বিশেষ গতি অর্থাৎ আত্মার ব্রহ্মাদি লোক প্রাপ্তিও মোক্ষ নয়। কারণ, আত্মা নিষ্ক্রিয়, তাহার ক্রিয়া অর্থাৎ গতি নাই।

অত্মার ক্রিয়া অর্থাৎ লোকান্তর গমন হয় না। অতএব ব্রহ্মাদি-লোক-প্রাপ্তি মোক্ষ হইতে পারে না। যাহার গতি নাই, তাহার কিরূপে ব্রহ্মাদি লোক প্রাপ্তি হইবে? ফলতঃ যাঁহারা ব্রহ্মাদি লোক প্রাপ্তিকে মোক্ষ বলেন, কাজেই তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল।

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ ॥ ৭৭ ॥

আকারোপরাগের উচ্ছেদ মোক্ষ নয়। কারণ, তাহাতে ক্ষণিকত্বাদি দোষ আছে।

কোন কোন নাস্তিকের মত এই, ক্ষণিক জ্ঞানই আত্মা। বিষয়ের আকারধারণ তাহার বন্ধ। সেই বিষয়বাসনারূপ যে উপরাগ, তাহার যে নাশ, তাহার নাম মোক্ষ। সূত্রকার বলেন, মোক্ষের এ লক্ষণ হওয়া সঙ্গত নয়। কারণ, ক্ষণিক জ্ঞান যদি আত্মা হইল তাহা হইলে, তাহার বিষয় বন্ধ হইতে মুক্তিলাভও ক্ষণিক হইল। যেটী ক্ষণিক, সেটী পুরুষার্থ হইতে পারে না।

মুক্তিসম্বন্ধে অপর নাস্তিকমত দূষিত হইতেছে।

ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ ॥ ৭৮ ॥

সর্ব্বোচ্ছিত্তি অর্থাৎ জ্ঞানরূপ আত্মার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ মোক্ষ নয়। কারণ আত্মনাশকে কেহ পুরুষার্থ বলিয়া গণনা করেন না।

কোন কোন নাস্তিকের মত এই, আত্মা জ্ঞানময়। সম্পূর্ণরূপে তাহার উচ্ছেদের নাম মুক্তি। সূত্রকার এই বলিয়া সে মতের খণ্ডন করিতেছেন যে আত্মনাশ লোকে পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

এবং শূন্যমপি ॥ ৭৯ ॥

শূন্য অর্থাৎ জ্ঞানে জ্ঞেয়াত্মক অখিল প্রপঞ্চ নাশও এইরূপ অর্থাৎ আত্ম-নাশ অপুরুষার্থ বলিয়া মোক্ষ হইতে পারে না।

কোন কোন নাস্তিক বলেন শূন্যই মোক্ষ। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, জ্ঞানে, জ্ঞেয়রূপ অখিল প্রপঞ্চের বিনাশ হয়। সেই বিনাশের নাম মোক্ষ। সূত্রকার এই বলিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন যে অখিল নাশের সঙ্গে আত্মনাশ হয়, আত্মনাশ পুরুষার্থ নয়।

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদিলাভোঽপি ॥ ৮০ ॥

প্রকৃষ্টদেশধনাঙ্গনাদিলাভও মোক্ষ নয়। কারণ, সংযোগ হইলেই

তাহার বিয়োগ আছে। বিয়োগে দুঃখ হয়। দুঃখ পুরুষার্থ নহে। দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষার্থ।

ন ভাগিযোগোভাগস্য ॥ ৮১ ॥

ভাগের অর্থাৎ জীবের ভাগী অর্থাৎ পরমাত্মাতে যে যোগ, তাহা মোক্ষ নহে। কারণ, যোগ হইলেই তাহার বিয়োগ আছে। বিশেষতঃ সাংখ্যকার ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তিনি যখন ঈশ্বর স্বীকার করিলেন না, তখন তাঁহার মতে ঈশ্বরে জীবাত্মার লয় হইবার সম্ভাবনা কি?

নাণিমাদিযোগোঽপ্যবশ্যং ভাবিত্বাৎ তদুচ্ছিত্তেরিতর যোগবৎ ॥ ৮২ ॥

অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধও মুক্তি নয়। কারণ, অন্য ঐশ্বর্য্যযোগের ন্যায় তাহার অবশ্য উচ্ছেদ হইয়া থাকে।

অন্য অন্য ঐশ্বর্য্যের যেমন ক্ষয় আছে, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যেরও তেমন ক্ষয় হইয়া থাকে। যাহার ক্ষয় হয়, তাহা মোক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

নেন্দ্রাদিপদযোগোঽপি তদ্বৎ ॥ ৮৩ ॥

ইন্দ্রাদি পদলাভও মুক্তি নয়, তদ্বৎ অর্থাৎ অন্য ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ক্ষয়শীল; মোক্ষ ক্ষয়শীল নহে।

সাংখ্যকারের মতে ইন্দ্রিয়সকল অহঙ্কারজাত। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়কে ভৌতিক পদার্থ বলেন, তাঁহাদের মত খণ্ডনার্থ নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

ন ভূতাপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ ॥ ৮৪ ॥

ইন্দ্রিয়গণ ভূতপ্রকৃতিক অর্থাৎ ভৌতিক নহে। কারণ, ইন্দ্রিয় আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহঙ্কারজাত। উহা যে অহঙ্কারজাত, তদ্বোধক শ্রুতি আছে।

বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কতকগুলি পদার্থের নিয়ম করিয়াছেন, এবং তাঁহারা বলেন সেই সেই পদার্থ জ্ঞানহেতুক মুক্তি হয়। ক্রমে সেই সেই মতের খণ্ডন করা হইতেছে।

ন * ষট্‌পদার্থনিয়মস্তদ্বোধাৎ মুক্তিঃ ॥ ৮৫ ॥

বৈশেষিকেরা দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় এই যে ছয় পদার্থের কথা বলেন, তাহার নিয়ম নাই। সেই পদার্থ জ্ঞান হেতুক মুক্তি হয় না।

(* ষট্‌পদার্থের অর্থ কি? ইহা ষট্‌পদার্থ হইতে ষট্‌শব্দের অর্থ হয়।)

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, এই ষট্‌পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ আছে। ইহার প্রমাণ এই, পৃথিব্যাদি নয়টী দ্রব্য বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি তাহার অতিরিক্ত। প্রকৃতি যদি অতিরিক্ত পদার্থ হইল, তুমি যে ষটপদার্থের নিয়ম করিতেছ, তাহা স্থির রহিল না। পদার্থ যদি স্থির না রহিল, সেই পদার্থ জ্ঞানহেতুক যে মুক্তি হয় বলিতেছ তাহাও স্থির রহিল না।

ষোড়শাদিষ্বপ্যেবং ॥ ৮৬ ॥

ষোড়শ পদার্থাদিতেও এইরূপ। অর্থাৎ ষোড়শ পদার্থভিন্ন পদার্থ নাই তাহা নহে। তদতিরিক্ত আরও পদার্থ আছে। ঐ ষোড়শ পদার্থ হইতে যে মুক্তি হয় তাহাও নহে।

ন্যায় ও পাশুপত-মতাবলম্বিরা বলেন, পদার্থ ষোড়শ। ঐ ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানহেতুক মুক্তি হয়। কিন্তু উহা সাংখ্যকারের অনুমোদিত নহে। তাঁহার মতে পদার্থ পঞ্চবিংশতি। প্রকৃতি ও পুরুষ, দুই নিত্য পদার্থ। তদ্ভিন্ন নিত্যানিত্য পদার্থ পঞ্চবিংশতি। যখন ষোড়শ পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ দেখা যাইতেছে, তখন ষোড়শ পদার্থের নিয়ম করা ও তাহার জ্ঞান হেতুক মুক্তি হয়, এ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়।

যাঁহারা পরমাণুকে নিত্য বলেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করা হইতেছে।

নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৮৭ ॥

অণুর অর্থাৎ পরমাণুর নিত্যতা নাই। যে হেতু তাহার অর্থাৎ সেই অণুর কার্য্যত্বের শ্রুতি আছে।

পরমাণু যে কার্য্য, তদ্বোধক শ্রুতি আছে। কার্য্য কখন নিত্য হয় না। অতএব পৃথিব্যাদির পরমাণুসকল নিত্য নয়। যদি বল অণুশব্দে পরমাণু না বুঝাইয়া দ্ব্যণুক বুঝাইবে। দ্ব্যণুক অনিত্য বটে, কিন্তু পরমাণু অনিত্য নয়, নিত্য। অণু শব্দে পরমাণু না বুঝাইয়া যে দ্ব্যণুক বুঝাইবে, এরূপ সঙ্কোচ করিবার কোন কারণ ও প্রমাণ নাই।

পরমাণু নিরবয়ব। যে নিরবয়ব, সে কিরূপে কার্য্য হয়? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ ॥ ৮৮ ॥

নির্ভাগত্ব অর্থাৎ পরমাণুর নিরবয়বত্ব নয়। যে হেতু উহা কার্য্য।

শ্রুতিতে পৃথিব্যাদির পরমাণুকে কার্য্য বলিয়াছে। উহা যখন তখন উহা নিরবয়ব নহে। উহার অবয়ব আছে।

এ স্থলে নাস্তিকদিগের একটি মত তুলিয়া তাহার খণ্ডন করা হইতেছে। সে মতটী এই, দ্রব্যের যে দর্শন হয়, রূপ তাহার প্রতি কারণ। প্রকৃতি ও পুরুষের রূপ নাই। অতএব তাহার সাক্ষাৎকার সম্ভবে না। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ ॥ ৮৯ ॥

রূপনিবন্ধন প্রত্যক্ষের নিয়ম নয়।

রূপ না থাকিলে যে প্রত্যক্ষ হয় না এরূপ নিয়ম নাই। ধর্ম্মাদিদ্বারাও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, প্রকৃতি ও পুরুষের রূপ না থাকিলেও ধর্ম্মাদি দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

অণুপরিমাণ বস্তু আছে কি না? এই আকাঙ্ক্ষায় পরিমাণ নির্ণয় করা হইতেছে।

ন পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্যোগাৎ ॥ ৯০ ॥

অণু মহৎ হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই চারি প্রকার পরিমাণ নয়। দুয়ের দ্বারা অর্থাৎ অণু ও মহৎ এই দুই পরিমাণ দ্বারা তদ্যোগ অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ পরিমাণ সিদ্ধি হয়।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ এ দুটী মহৎ পরিমাণের অবান্তর ভেদ। মহৎ পরিমাণ স্বীকার করিলেই এ দুটী স্বীকার করা হয়। অতএব পরিমাণ চারি প্রকার নয়। হ্রস্ব ও দীর্ঘকে যদি স্বতন্ত্র পরিমাণ বল, তাহা হইলে বক্রাদি ভেদে পরিমাণ অসংখ্য হইয়া পড়ে।

সাংখ্যমতে পুরুষ বহু; কিন্তু পুরুষের একতা-বোধক অনেক শ্রুতি আছে। তাহার সমন্বয়ার্থ সূত্রকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একতা-বোধক শ্রুতিগুলি সামান্য অর্থাৎ জাতিপর। তাঁহার মতে সজাতীয় পুরুষের একরূপতা আছে। নাস্তিকেরা সেই সামান্যের প্রতি বিপ্রতিপত্তি করিয়া থাকেন। এক্ষণে সেই বিপ্রতিপত্তির নিরাকরণ করা হইতেছে।

অনিত্যত্বেঽপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য ॥ ৯১ ॥

প্রতি ব্যক্তি অনিত্য হইলেও এই দেখ সেই ঘট, এ কথা বলিলে যে জ্ঞান হয়, সেটী স্থির। সেই স্থিরতা হেতুক সামান্যের প্রত্যভি জ্ঞান অর্থাৎ সামান্য বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে।

ক্ষণিকতাবাদ একটী মত আছে। ক্ষণিকতাবাদিরা বলেন, সকল পদার্থই ক্ষণিক। প্রথমাধ্যায়ে সূত্রকার এই বলিয়া এ মতের খণ্ডন করিয়াছেন যে যখন পদার্থের প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তখন কোন পদার্থই ক্ষণিক নহে। এস্থলে সেই নাস্তিক মত স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, পদার্থ অনিত্য হইলেও এই সেই ঘট বলিলে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটকে সামান্যতঃ, পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটজাতীয় বলিয়া যে বোধ হয়, সে জ্ঞানটী স্থির। সেই স্থিরতাহেতুক যে প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে, সেটী ঘট-সামান্য বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান। অতএব, সামান্য যে আছে, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

নাপলাপস্তস্মাৎ ॥ ৯২ ॥

সেই হেতু অর্থাৎ সামান্যবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়া অপলাপ অর্থাৎ সামান্যের অপলাপ হইতে পারে না।

তুমি প্রত্যভিজ্ঞাহেতুক সামান্যসত্তা প্রতিপাদন করিতেছ। আমি বলি, প্রত্যভিজ্ঞা সামান্য শব্দের অর্থ, সামান্য অতিরিক্ত পদার্থ নহে। অন্যব্যাবৃত্তিরূপ অভাব দ্বারা সেই প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হইতে পারে। এই আভাসে বলা হইতেছে।

নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥ ৯৩ ॥

অন্যনিবৃত্তিরূপত্ব অর্থাৎ সেই এই ঘট এ কথা বলিলে ঘটসামান্যের অন্যনিবৃত্তি অর্থাৎ ভাবজ্ঞানের নিবৃত্তি অর্থাৎ অভাবরূপতা বুঝায় না। কারণ ভাবজ্ঞান হইয়া থাকে।

অন্যনিবৃত্তি শব্দে অঘট ব্যাবৃত্তি এই অর্থ করিতে হইবে। অঘট বলিলে ঘট সামান্য ভিন্ন বুঝায়। ইহাতে সামান্য শব্দ আসিয়া পড়িতেছে। সামান্য যদি অভাবরূপ হইত, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে সেই এই ঘট এরূপ জ্ঞান না হইয়া অঘট ইত্যাকার জ্ঞানই হইত। বাস্তবিক তাহা হয় না। অতএব, সামান্য অভাবরূপ নহে।

সেই এই ঘট, এ কথা বলিলে এই ঘটটী পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটের সদৃশ, এরূপ বুঝাইতে পারে। অতএব, প্রত্যভিজ্ঞান সাদৃশ্যনিবন্ধন হয়, সামান্যবিষয়ক নয়, আমি এই কথা বলিব। প্রতিবাদির এই আপত্তির খণ্ডনার্থ বলা হইতেছে।

ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ ॥ ৯৪ ॥

সাদৃশ্য তত্ত্বান্তর অর্থাৎ পদার্থান্তর নয়। কারণ, প্রত্যক্ষতঃ সামান্যরূপেই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে।

সেই এই ঘট বলিলে ঘটের অবয়বাদি-সামান্যের অতিরিক্ত সাদৃশ্য নামে যে একটি পদার্থ আছে তাহা বোধ হয় না। ঘটসামান্যরূপেই ঘট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

প্রতিবাদী পুনরায় এই আপত্তি করিতেছেন, বস্তুর স্বাভাবিক শক্তিই সাদৃশ্য, তাহা সামান্য নয় এই কথা বলিব। সূত্রকার নিম্নলিখিত সূত্রে এই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন।

ন নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্ব্বা বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধেঃ ॥ ৯৫ ॥

বস্তুর স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ সাদৃশ্য নয়। কারণ, বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্যভাবে সেই দুয়ের উপলব্ধি হয়।

শক্তিজ্ঞান ও সাদৃশ্য জ্ঞান, উভয়ের বৈলক্ষণ্য আছে। প্রতিযোগিজ্ঞান ব্যতিরেকে সাদৃশ্য জ্ঞান হয় না, কিন্তু বস্তুর শক্তিজ্ঞানে প্রতিযোগিজ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। অতএব, শক্তি ও সাদৃশ্য উভয় জ্ঞান যে এক নয়, তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে।

ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধোঽপি ॥ ৯৬ ॥

সংজ্ঞাসংজ্ঞির সম্বন্ধও সাদৃশ্য নয়। কারণ, উভয়ের বৈলক্ষণ্য আছে।

সংজ্ঞাশব্দের অর্থ নাম। সংজ্ঞাবিশিষ্টকে সংজ্ঞী বলে। সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী উভয়ের একটী সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধকে তুমি সাদৃশ্য বলিতে পার না। কারণ, সেই সম্বন্ধজ্ঞান ও সাদৃশ্যজ্ঞান উভয়ের বৈলক্ষণ্য আছে। যে ব্যক্তি সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ না জানে, তাহারও সাদৃশ্যজ্ঞান হইয়া থাকে।

আর একটী বিশেষ কারণ এই—

ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ ॥ ৯৭ ॥

সম্বন্ধের নিত্যতা নাই। কারণ, সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী উভয়ই অনিত্য।

সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী উভয় যখন অনিত্য, তখন উভয়ের সম্বন্ধও অনিত্য। সম্বন্ধ যদি অনিত্য হইল, তাহা হইলে সম্বন্ধকে তুমি সাদৃশ্য বলিতে পার না। কারণ, বর্ত্তমান বস্তুতে অতীত বস্তুর সাদৃশ্য আছে। সম্বন্ধরূপ সাদৃশ্য অনিত্য হইলে এ ঘটনা হয় না। যেহেতু সম্বন্ধধ্বংস হওয়াতে সাদৃশ্যেরও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

সম্বন্ধিবিশিষ্ট অনিত্য হইলেও সম্বন্ধ নিত্য, এই কথা বলিব। সম্বন্ধ যে নিত্য নয়, তাহার বাধক প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

নাতঃ সম্বন্ধোধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৯৮ ॥

যে বস্তুর সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে, যদি কদাচিৎ তাহার সহিত তাহার বিভাগ বা বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। কিন্তু সম্বন্ধ নিত্য হইলে এ বিভাগ বা বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব, সম্বন্ধ নিত্য নয়। কারণ, সম্বন্ধের গ্রাহক প্রমাণ যে কদাচিৎ বিভাগ, তাহার দ্বারাই সম্বন্ধের নিত্যতার বাধা জন্মিতেছে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, আমার বস্ত্র এ কথা বলিলে আমার সহিত বস্ত্রের সম্বন্ধ আছে বুঝা যায়। বস্ত্র যদি আমি কাহাকে দান করি, আমার সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইয়া গেল। কিন্তু সম্বন্ধ নিত্য হইলে এ বিচ্ছেদ ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে, সম্বন্ধ নিত্য নয়।

নৈয়ায়িকেরা একটী সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন। গুণবিশিষ্টের সহিত গুণের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। তাঁহাদিগের মতে সম্বন্ধটী নিত্য। প্রতিবাদী এস্থলে এই আপত্তি করিতেছেন, সম্বন্ধ যদি নিত্য না হয়, সমবায় সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ বলা হইতেছে।

ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৯৯ ॥

সমবায় নামে সম্বন্ধ নাই। কারণ প্রমাণের অভাব। অর্থাৎ সমবায় যে আছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

প্রতিবাদী ইহার প্রতি বিপ্রতিপত্তি করিয়া কহিতেছেন, তুমি বলিলে সমবায়ের প্রমাণ নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুই প্রকার প্রমাণ আছে। শুক্ল-ঘট বলিলে ঘট যে শুক্লগুণবিশিষ্ট, তাহার প্রত্যক্ষ হইতেছে। যেস্থলে প্রত্যক্ষ না হয়, সেখানে অনুমান হইয়া থাকে। এই বিপ্রতিপত্তির নিরাকরণার্থ বলা হইতেছে।

উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধের্ন প্রত্যক্ষমনুমানং বা ॥ ১০০ ॥

উভয়ত্র অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান বিষয়েও স্বরূপ সম্বন্ধ বলিলেই অন্যথাসিদ্ধি ঘটে। অতএব, প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান সমবায়ের প্রমাণ নয়।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, গুণগুণিপ্রভৃতির যে বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, সেটী

গুণাদির স্বরূপেই হইয়া থাকে। এই স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই সমবায়ের অবসর থাকে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে। অন্যথা-সিদ্ধ শব্দের অর্থ এই, তাহা না হইলেও চলে। যথা ঘট নির্ম্মাণ-স্থলে গর্দ্দভ অন্যথাসিদ্ধ। ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে মৃত্তিকা, দণ্ড, সূত্র, সলিলাদির প্রয়োজন হয়। গর্দ্দভ মৃত্তিকা বহন করিয়া দেয়। অতএব তাহারও প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু গর্দ্দভ না হইলেও চলে। অন্য উপায় দ্বারা মৃত্তিকা আনয়ন করা যাইতে পারে। এস্থলে গর্দ্দভ অন্যথাসিদ্ধ হইতেছে। সেইরূপ গুণগুণিপ্রভৃতির বিশিষ্ট জ্ঞানকে গুণাদির স্বরূপ বলিলেই প্রত্যক্ষ ও অনুমান অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব তুমি প্রত্যক্ষও অনুমান দ্বারা সমবায়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার যে প্রয়াস পাইতেছিলে,তাহা বিফল হইল।

পুরুষকে দেখিয়া প্রকৃতির ক্ষোভ অর্থাৎ চাঞ্চল্য হয়। সেই ক্ষোভ-হেতুক প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হইয়া থাকে। সেই সংযোগ-হেতুক সৃষ্টি। এই সাংখ্য সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে নাস্তিকদিগের বিপ্রতিপত্তি এই, ক্ষোভ নামে কাহারই ক্রিয়া নাই। সকল বস্তুই ক্ষণিক; যেখানে উৎপন্ন হয়, সেই-খানেই বিনাশ পাইয়া থাকে। অতএব, দেশান্তরে সংযোগ হইয়া ক্রিয়া হয়, এ অনুমান সিদ্ধ হয় না। এই বিপ্রতিপত্তির উত্তরে সূত্রকার কহিতে-ছেন।

নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়ানেদিষ্ঠস্য তত্তদ্বতোরেবাপরোক্ষ-প্রতীতেঃ॥ ১০১॥

ক্রিয়ার অনুমেয়ত্বই নাই, অর্থাৎ ক্রিয়া অনুমানসাধ্য নহে। নেদিষ্ঠ অর্থাৎ নিকটস্থ দর্শনকর্ত্তার ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ উভয়েরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, বৃক্ষ চঞ্চল হইতেছে। এস্থলে যে ব্যক্তি নিকটে আছে,তাহার চাঞ্চল্যক্রিয়া ও চাঞ্চল্যক্রিয়ার আধার যে বৃক্ষ উভয়ই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এখানে আদৌ ক্রিয়ার অনুমানের প্রয়োজন হইতেছে না। অত-এব তুমি সকল বিষয় ক্ষণিক, যেখানে উৎপন্ন হয়, সেইখানেই তাহার নাশ হইয়া থাকে। অতএব দেশান্তর সংযোগদ্বারা ক্রিয়ার অনুমেয়তা সিদ্ধ হয় না বলিয়া যে বিপ্রতিপত্তি করিতেছিলে তাহার অবসর রহিতেছে না। ক্রিয়া আদৌ অনুমেয়ই নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শরীর সম্বন্ধে পাঞ্চভৌতিকাদিরূপে নানা মতভেদের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু বিশেষ অবধারিত হয় নাই। সেই বিষয়ের বিচার পুনরুত্থাপিত করিয়া বিপক্ষ মতের নিরাকরণ করা হইতেছে।

ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানাযোগাৎ ॥ ১০২ ॥

শরীর পাঞ্চভৌতিক নয়। কারণ, বহুর উপাদানের অযোগ আছে।

অনেক শরীর ভিন্নজাতীয় উপাদানে সৃষ্ট নয়, একজাতীয় উপাদানেই হইয়া থাকে। ঘটপটাদিস্থলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শরীর পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ পঞ্চভূতনির্ম্মিত নহে। ঘটপটাদি শরীর এক একভূতে সৃষ্টি হয়।

পাঞ্চভৌতিক শরীরবাদির মত খণ্ডন করা হইল। এক্ষণে স্থূলশরীর-বাদির মত খণ্ডিত হইতেছে।

ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ১০৩ ॥

শরীর যে স্থূল এ নিয়ম নয়। কারণ, আতিবাহিক দেহ বিদ্যমান আছে।

আতিবাহিক শব্দের অর্থ এই, অতিবহন করে, অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরকে এক লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যায়। আতিবাহিক দেহ অতি সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ যখন আছে, তখন সমুদায় শরীরই স্থূল, এ নিয়ম নয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চক্ষুরাদির গোলক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নয়। ইন্দ্রিয় গোলকাতিরিক্ত পদার্থ। এক্ষণে সেই ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বলা হইতেছে।

নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বপ্রাপ্তের্ব্বা ॥ ১০৪ ॥

অপ্রাপ্তি অথবা সর্ব্বপ্রাপ্তি হেতুক ইন্দ্রিয় অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রকাশক হয় না।

প্রদীপের যে দ্রব্যের অপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ যে দ্রব্যে তেজ গিয়া না পড়ে, তাহা প্রকাশ করিয়া দেয় না। ঐরূপ ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না হয়, তাহার প্রকাশ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় অসম্বদ্ধ বস্তুর প্রকাশক হয় যদি এ কথা বল, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়দ্বারা ব্যবহিত-সমস্ত বস্তু প্রকাশের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অতএব, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, দূরস্থ-সূর্য্যাদি সম্বন্ধের নিমিত্ত গোলকাতিরিক্ত স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে। ইন্দ্রিয় জড়পদার্থ। তাহার নিজের প্রকাশকতা শক্তি নাই। যে পুরুষে অর্থ সমর্পণ করে। তদ্দ্বারাই তাহাকে অর্থপ্রকাশক বলা যায়।

অন্য অন্য দর্শনকারের মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ; কিন্তু সাংখ্যকার উহাকে তৈজস বলেন না। এস্থলে প্রতিবাদী এই কথা বলিতেছেন, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তেজোময় পদার্থ হওয়াই উচিত। কারণ; তেজের কিরণরূপে দূরগমনাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন তেজোঽপসর্পণাৎ তৈজসং চক্ষুর্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ॥ ১০৫॥

তেজের অপসর্পণ অর্থাৎ দূরগমন হয় বলিয়াই চক্ষুকে তৈজস পদার্থ বলা যায় না। কারণ, বৃত্তিহেতুক তৎসিদ্ধি অর্থাৎ দূর গমন সিদ্ধি হয়।

যেমন প্রাণ দেহ পরিত্যাগ না করিয়া প্রাণনাখ্য বৃত্তি দ্বারা নাসাগ্রের বাহিরে কিয়দ্দূর গমন করে, তেমনি চক্ষুরিন্দ্রিয় অতৈজস দ্রব্য হইলেও দেহ পরিত্যাগ না করিয়া বৃত্তিনামক পরিণাম বিশেষ দ্বারা দূরস্থ সূর্য্যাদির প্রতি গমন করে।

এইপ্রকার বৃত্তি যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়েছে।

প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাৎ বৃত্তিসিদ্ধিঃ॥ ১০৬॥

প্রাপ্তার্থ প্রকাশ হেতুক বৃত্তিসিদ্ধি হইতেছে।

যে বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হয় তাহার প্রকাশ করিয়া দেয়, এই প্রমাণ হেতুকই বৃত্তি নামে যে পরিণাম বিশেষ আছে, তাহার সিদ্ধি হইতেছে।

চক্ষুরিন্দ্রিয় দেহ পরিত্যাগ না করিয়াও যে দূরগমন করে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বৃত্তির স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি॥ ১০৭॥

সম্বন্ধের নিমিত্ত অর্থাৎ দূরস্থ বস্তু সম্পর্কের নিমিত্ত গমন করে, এই হেতু বৃত্তি ভাগগুণভিন্ন পদার্থ।

বৃত্তি চক্ষুরাদির ভাগ অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিভক্ত অংশ নয় এবং রূপাদির ন্যায় গুণস্বরূপও নয়। বৃত্তি স্ফুলিঙ্গাদির ন্যায় বিভক্ত অংশ হইলে তাহার অতিদূরস্থ সূর্য্যাদির সহিত সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। আর যদি গুণ স্বরূপ বল, তাহা হইলে গমন ক্রিয়া সম্ভবে না। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত

হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তিও প্রদীপ শিখার ন্যায় দ্রব্যরূপ পরিণাম বিশেষ, স্বচ্ছ বলিয়া নির্মল বস্ত্রের ন্যায় তাহাতে দ্রব্যের প্রতিবিম্ব পড়ে।

বৃত্তি যদি দ্রব্যরূপ হইল, তাহা হইলে বুদ্ধির গুণ ইচ্ছাদিতে কিরূপে বৃত্তি ব্যবহার হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্যোগাৎ ॥ ১০৮ ॥

বৃত্তি যে দ্রব্যরূপই হইবে, এরূপ নিয়ম নয়। কারণ, সেই বৃত্তিতে যোগার্থ আছে।

বৃত্তি শব্দের অর্থ বর্ত্তন ও জীবন। এখানে বৃত্তির অর্থ জীবন। বুদ্ধি যেমন দ্রব্যরূপ বৃত্তিদ্বারা জীবিত থাকে, ইচ্ছাদিদ্বারাও তেমনি জীবিত থাকে। জীবন স্বস্থিতি-হেতু-ব্যাপার। যথা বৈশ্যবৃত্তি শূদ্রবৃত্তি ইত্যাদি।

সংখ্যকারের মতে ইন্দ্রিয় ভৌতিক নয়, আহঙ্কারিক। প্রতিবাদী এস্থলে এই আপত্তি করিতেছেন, ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ববোধক শ্রুতি আছে। অতএব ইন্দ্রিয় দেশভেদে ভৌতিক, এই সিদ্ধান্ত করিলে শ্রুতির ব্যবস্থা হইতে পারে। তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানতাঽস্মদাদিবন্নিয়মঃ ॥ ১০৯ ॥

দেশভেদেও ইন্দ্রিয়ের অন্যোপাদানতা নয়; আমাদের ন্যায় সকলেরই নিয়ম।

ভূলোকবাসী আমাদের ইন্দ্রিয় যে অহঙ্কার উপাদান হইতে জাত, ব্রহ্মাদিলোকবাসিদিগের ইন্দ্রিয়ও সেই উপাদানে জাত, দেশভেদে উপাদান ভেদ নাই। ফলতঃ ইন্দ্রিয় সকল স্থানেই আহঙ্কারিক।

তবে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব-বোধক যে শ্রুতি আছে, তাহার গতি কি? প্রতিবাদির এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

নিমিত্তব্যপদেশাৎ তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ১১০ ॥

নিমিত্তের প্রাধান্য হেতুক ব্যপদেশ অর্থাৎ নাম হয়। সেই হেতুক তদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভৌতিক নাম।

ইন্দ্রিয় তেজ আদিভূতের অনুগত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব উহা আহঙ্কারিক হইলেও শ্রুতিতে যে উহাকে ভৌতিক বলিয়াছে তাহার কারণ এই, উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভূতের প্রাধান্য আছে।

প্রসঙ্গাধীন স্থূলশরীরগত কিছু বিশেষ বলা হইতেছে।

উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাঙ্কল্পিকসাংসিদ্ধিকং চেতি ন নিয়মঃ ॥ ১১১ ॥

উষ্মজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক, এই ছয় প্রকার শরীর আছে। অতএব নিয়ম নয়। অর্থাৎ শ্রুতিতে অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ শরীরের যে কথা আছে, তাহা প্রায়িকাভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে, তাহার নিয়ম নয়।

উষ্মজ দংশমশকাদি। অণ্ডজ পক্ষিসর্পাদি। জরায়ুজ মনুষ্যাদি। উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদি। সাঙ্কল্পিক অর্থাৎ সঙ্কল্পজাত। যথা মানসজাত সনকাদি। সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ মন্ত্রতপঃ প্রভৃতি-সিদ্ধিজাত। যথা—রক্তবীজশরীরোৎপন্ন শরীরাদি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শরীর একমাত্র ভূত উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে তাহার বিষয়ে বিশেষ বলা হইতেছে।

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাৎ তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ব-বৎ ॥১১২ ॥

অসাধারণ্য হেতুক অর্থাৎ পৃথিবীর আধিক্য আছে বলিয়া সর্ব্বশরীরের পৃথিবীকেই একমাত্র উপাদান বলা হয়; কিন্তু পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, যে শরীরে পৃথিবী সর্ব্বপ্রধান উপাদান, তাহাতেও পঞ্চচতুরাদিভৌতিক ব্যবহার হইবে।

যেমন ইন্দ্রিয় আহঙ্কারিক হইলেও তেজ আদি ভূতগণের অনুগত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাকে ভৌতিক বলা যায়, তেমনি শরীর পঞ্চচতুরাদি ভূত হইতে উৎপন্ন হইলেও পৃথিবী সর্ব্বপ্রধান বলিয়া তাহাকে একভৌতিক বলা হয়।

প্রাণকেই শরীরের মধ্যে প্রধান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব, প্রাণই দেহারম্ভক এই কথা বলা যাউক। এই আভাসে বলা হইতেছে।

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ১১৩ ॥

প্রাণ দেহারম্ভক নহে। কারণ, ইন্দ্রিয় শক্তি হইতে তাহার অর্থাৎ প্রাণের সিদ্ধি অর্থাৎ উৎপত্তি হয়।

ইহার ভাব এই, প্রাণ করণের বৃত্তিরূপ। করণবিয়োগে প্রাণ থাকে

না। মৃতদেহে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় থাকে না। প্রাণও থাকে না। অতএব প্রাণ দেহারম্ভক নহে। ইন্দ্রিয়ের শক্তিবিশেষ হইতেই প্রাণ সিদ্ধি হয়।

প্রাণ যদি দেহারম্ভক না হইল অর্থাৎ দেহের কারণ না হইল, তাহা হইলে প্রাণ ব্যতিরেকেও দেহ উৎপন্ন হউক, এই অ ভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

ভোক্তুরধিষ্ঠানাৎ ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১১৪ ॥

ভোক্তা অর্থাৎ প্রাণীর অধিষ্ঠান অর্থাৎ কার্য্যকারিতা হেতুক ভোগায়তন যে শরীর, তাহার নির্ম্মাণ হয়। অন্যথা অর্থাৎ প্রাণীর কার্য্যকারিতার অভাবে মৃতদেহের ন্যায় শুক্র-শোণিতের পূতিভাব প্রসঙ্গ হইয়া উঠে।

প্রাণীর কার্য্যকারিতা-নিবন্ধনই দেহনির্ম্মাণ; অন্যথা মৃতদেহ পচিয়া যেমন দুর্গন্ধ হয়, শুক্র-শোণিত পচিয়াও তেমনি দুর্গন্ধ হইয়া উঠে।

তুমি বলিলে প্রাণীর অধিষ্ঠান-হেতুক দেহনির্ম্মাণ। কিন্তু প্রাণী (আত্মা) উদাসীন নির্লেপ। তাঁহার কার্য্যকারিতা নাই। প্রাণেরই কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ক্রিয়া দ্বারা রসসঞ্চয়াদি হইয়া দেহনির্ম্মাণ ও দেহরক্ষা হইয়া থাকে। অতএব, তুমি যে প্রাণীর কথা বলিলে তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়। এই আভাসে বলা হইতেছে।

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতিরৈকান্তাৎ ॥ ১১৫ ॥

স্বামী যে প্রাণী, তাহার যে অধিষ্ঠিতি অর্থাৎ কার্য্যকারিতা, তাহা একান্ততঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়, ভৃত্যদ্বারা অর্থাৎ প্রাণরূপ ভৃত্য দ্বারা হইয়া থাকে।

পুরনির্ম্মাণে রাজার যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্যকারিতা থাকে না, ভৃত্যদ্বারা হয়, তেমনি দেহনির্ম্মাণে পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্যকারিতা নাই, প্রাণসংযোগে হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নিত্যমুক্ত-পুরুষের মোক্ষার্থই প্রকৃতির সৃষ্টিক্রিয়া। এস্থলে প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন, তুমি পুরুষকে নিত্যমুক্ত বলিতেছ, কিন্তু তিনি নিত্যমুক্ত নন, তাঁহার বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তদুত্তরে সূত্রকার পুরুষের বন্ধ হইতে নিত্যমুক্তি প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছেন।

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা ॥ ১১৬ ॥

সমাধি, সুষুপ্ত ও মোক্ষের অবস্থায় পুরুষের ব্রহ্মরূপতা হয়।

পুরুষ স্বভাবতঃ বন্ধমুক্ত নির্লেপ। বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ববশতঃ তাঁহার দুঃখাদিমালিন্যের ন্যায় হয়। সে অবস্থা ঔপাধিক, বাস্তবিক নয়। বৃত্তিগুলি উপাধি। উপাধির লয় হইলে পুরুষ স্বীয় ভাবসম্পন্ন হন। তখন আর তাঁহার ঔপাধিক দুঃখাদি-মালিন্য অথবা অন্য কোন ঔপাধিক বন্ধের অবস্থা থাকে না। সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষের অবস্থাতে ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়া থাকে। তখন বুদ্ধিবৃত্তির লয় হয়। সুতরাং বৃত্তির প্রতি বিম্বাধীন দুঃখাদি-মালিন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। সমাধি শব্দে অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা বুঝায়। সুষুপ্তি শব্দে এখানে সম্পূর্ণ সুষুপ্ত। মোক্ষ শব্দে বিদেহ কৈবল্য। এই কয় অবস্থায় পুরুষ ব্রহ্মরূপ হন অর্থাৎ স্বীয় ভাব প্রাপ্ত হন। ঘটধ্বংস হইলে যেমন যে আকাশ সেই আকাশ হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বরূপ উপাধি-ধ্বংস হইলে যে নির্লেপ পুরুষ সেই নির্লেপ পুরুষই হইয়া থাকেন। পুরুষ যে নিত্য বন্ধমুক্ত, এতদ্দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইল।

সুষুপ্তি ও সমাধির সহিত মোক্ষের বিশেষ কি, তাহা বলা হইতেছে।

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ ॥ ১১৭ ॥

দুই অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্তিতে সবীজ অর্থাৎ বন্ধবীজ সহিত ব্রহ্মত্ব, অন্যত্র অর্থাৎ মোক্ষে তদ্ধতি অর্থাৎ তাহার অভাব।

সমাধি ও সুষুপ্তির অবস্থায় বন্ধবীজ যে কর্ম্মাদি, উপাধিতে তাহার অবস্থান হয়, মোক্ষের অবস্থায় উপাধিতেও তাহা থাকে না। সমাধি ও সুষুপ্তির সহিত মোক্ষের এই বিশেষ।

সমাধি ও সুষুপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়, মোক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব মোক্ষ যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ ॥ ১১৮ ॥

দুয়ের ন্যায় অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্তির ন্যায় ত্রয় অর্থাৎ তৃতীয় যে মোক্ষ তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ অনুমিত হয়। অতএব দুটী অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুটী কেবলমাত্র নয়, মোক্ষও আছে।

সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় যে ব্রহ্মভাব হয়, চিত্তগত রাগাদি-দোষ বশে তাহার ত্যাগ হইয়া যায়। জ্ঞান দ্বারা সেই চিত্তগত রাগাদি দোষের বিনাশ হইলে সুষুপ্তি-সদৃশ যে স্থির অবস্থা হয়, তাহারই নাম মোক্ষ। সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় চিত্তগত রাগাদি দোষ থাকে, মোক্ষের অবস্থায় তাহা থাকে না, জ্ঞানদ্বারা তাহার বিনাশ হইয়া যায়। মোক্ষ যে আছে তদ্দ্বারা তাহার অনুমান হইতেছে।

সমাধির অবস্থায় বৈরাগ্যাদি জন্মিয়া বাসনা কুণ্ঠিত হইয়া যায়, তখন তাহার প্রাবল্য থাকে না। অতএব, তখন বিষয়জ্ঞান না হউক। কিন্তু সুষুপ্তে বাসনা প্রবল থাকে। সুতরাং সে সময়ে বিষয়জ্ঞান থাকিবারই কথা। তবে কিরূপে পুরুষের সুষুপ্তিতে ব্রহ্মরূপতা হয়। এই আভাসে বলা হইতেছে।

বাসনয়ানর্থখ্যাপনং দোষযোগেঽপি ন নিমিত্তস্য প্রধান-বাধকত্বং ॥ ১১৯ ॥

দোষযোগেও অর্থাৎ বৈরাগ্যের ন্যায় সুষুপ্তিস্থলেও নিদ্রাদোষ হেতুক বাসনা কুণ্ঠিত হইয়া যায়। অতএব, অর্থখ্যাপন অর্থাৎ বিষয়স্মরণ হয় না। কারণ, নিমিত্ত অর্থাৎ গুণীভূত বাসনা প্রধান যে নিদ্রাদোষ, তাহার বাধক হইতে পারে না।

সুষুপ্তির অবস্থায় নিদ্রাই প্রধান হয়, বাসনার প্রাধান্য থাকে না। সুতরাং বাসনা প্রধান যে নিদ্রা তাহার বাধা দিতে পারে না। কাজেই সে সময়ে বিষয় জ্ঞান থাকিবার সম্ভাবনা নয়। অতএব তুমি সুষুপ্তির অবস্থায় পুরুষের ব্রহ্মরূপতার ব্যাঘাতের যে আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহার অবসর থাকিতেছে না।

তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, পূর্ব্বসংস্কারের অল্প শেষ থাকাতে জীবন্মুক্তের শরীর ধারণ হয়। এস্থলে প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন, আমাদিগের ন্যায় জীবন্মুক্তিরও বিষয়বিশেষে নিরন্তর ভোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিরূপে ইহা উপপন্ন হয়? কারণ তুমি বলিয়াছ, পূর্ব্ব সংস্কার-বশতঃ জীবন্মুক্তের শরীরধারণ ও বিষয়ভোগ হইয়া থাকে। এস্থলে বিপ্রতিপত্তি এই, পূর্ব্ব সংস্কার ভোগ উৎপন্ন করিয়া দিল, তাহার পর তাহার নাশ হইয়া গেল। সংস্কারান্তর জন্মিবারও সম্ভাবনা নাই। কারণ

জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। অতএব জীবন্মুক্তের বিষয়বিশেষে নিরন্তর ভোগ হইবার সম্ভাবনা কি? এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানিবর্ত্তকোন তু প্রতিক্রিয়ং সংস্কার-ভেদাবহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ ১২০ ॥

এক সংস্কারই ক্রিয়ানিবর্ত্তক অর্থাৎ ক্রিয়ার সমাপক হয়। প্রতিক্রিয়ার সংস্কারভেদ হয় না। কারণ, তাহা হইলে বহুকল্পনা অর্থাৎ বহুসংস্কার কল্পনার প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

কুলালচক্র-ভ্রমণস্থলে যে বেগ প্রথমে উৎপন্ন হয়, তাহা যেমন সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকে, তেমনি যে সংস্কার বশে জীবন্মুক্তের ভোগ উৎপন্ন হয়, সেই এক সংস্কার ভোগের সমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এক বিষয়ের নিরন্তর ভোগার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংস্কার হয় না। অতএব, তুমি যে আপত্তি করিতেছিলে, তাহা নির্ব্বিষয় হইতেছে।

মনুষ্য পশু শরীরাদির ন্যায় উদ্ভিজ্জ শরীরও আছে, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রতিবাদী এই বিপ্রতিপত্তি করিতেছেন, মনুষ্যাদির যেমন বাহ্য বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, বৃক্ষাদির সেরূপ বাহ্য বুদ্ধি নাই। অতএব, উদ্ভিজ্জ শরীর নাই, এই কথা বলিব। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মোবৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদী-নামপি ভোক্তৃ ভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ১২১ ॥

বাহ্যবুদ্ধি নিয়ম নয়, অর্থাৎ যাহার বাহ্যজ্ঞান আছে, তাহারই শরীর আছে, এ নিয়ম নয়। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, ভোক্তার ভোগায়তনের নাম শরীর বৃক্ষগুল্মলতাদির শরীরও সেইরূপ ভোক্তৃ-ভোগায়তন।

জীবের অধিষ্ঠান না থাকিলে যেমন মনুষ্যাদিশরীরের পূতিভাব হয়, তেমনি জীবন না থাকিলে বৃক্ষাদি শরীরও শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব বাহ্যজ্ঞান না থাকিলে যে শরীর হয় না। এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। শ্রুতিতেও আছে"অস্য যদেকাং শাখাং জীবোজহাত্যথ সা শুষ্যতীত্যাদি"বৃক্ষের যে শাখাকে জীব পরিত্যাগ করে, তাহা শুকাইয়া যায়, ইত্যাদি। বৃক্ষাদির বাহ্য বুদ্ধি নাই বটে; কিন্তু অন্তঃসংজ্ঞা আছে।

স্মৃতেশ্চ ॥ ১২২ ॥

স্মৃতি হইতেও অর্থাৎ বৃক্ষাদিশরীর যে ভোক্তৃভোগায়তন, তাহা স্মৃতি হইতেও জানা যাইতেছে। যথাঃ—

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।

বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং॥

মানুষ শারীরিক কর্ম্মদোষে স্থাবরতা অর্থাৎ বৃক্ষাদি-যোনি, বাচিক কর্ম্ম-দোষে পক্ষিমৃগযোনি এবং মানস কর্ম্ম দোষে অন্ত্য জাতিতে জন্ম প্রাপ্ত হয়।

প্রতিবাদী এস্থলে এই বিপ্রতিপত্তি করিতেছেন, তুমি বলিলে বৃক্ষাদির চৈতন্য আছে। যদি চৈতন্য রহিল, তাহা হইলে তাহাতে মনুষ্যশরীরের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; এই কথা বলিব। সূত্রকার এই আভাসে বলিতেছেন।

ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ ॥ ১২৩ ॥

দেহমাত্রে কর্ম্মাধিকারিতা নয়। কারণ, বিশিষ্ট দেহে কর্ম্মাধিকারিতার শ্রুতি আছে।

জীবদেহমাত্রেই যে ধর্ম্ম ধর্ম্মোৎপত্তি যোগ্য হয়, তাহা হয় না। ব্রহ্ম-ণাদি বিশিষ্ট দেহেই ধর্ম্মাধর্ম্মাধিকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব, তুমি বৃক্ষাদিদেহে ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তির যে আপত্তি করিতেছ, তাহা অকিঞ্চিৎ-কর।

দেহভেদে কর্ম্মাধিকারভেদ হয়, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত দেহের প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগদেহোভয়-দেহাঃ ॥ ১২৪ ॥

তিনের অর্থাৎ উত্তম মধ্যম অধম, এই তিনপ্রকার সর্ব্বপ্রাণীর ত্রিধা অর্থাৎ তিনপ্রকার দেহ বিভাগ হয়। যথা—কর্ম্মদেহ, ভোগদেহ ও উভয়-দেহ অর্থাৎ কর্ম্ম ও ভোগাত্মক দেহ।

মহর্ষিদিগের কর্ম্মদেহ, ইন্দ্রাদির ভোগদেহ এবং রাজর্ষিদিগের উভয় দেহ।

এতদ্ভিন্ন আর যে এক শরীর আছে, তাহার কথা বলা হইতেছে।

ন কিঞ্চিদপ্যনুশয়িনঃ ॥ ১২৫ ॥

অনুশয়ী অর্থাৎ বিরক্ত ব্যক্তির শরীর ইহার কিছুই নয়, অর্থাৎ এতদ্ভিন্ন।

এখানে অনুশয় শব্দের অর্থ বৈরাগ্য। যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহার শরীর উক্ত ত্রিবিধ শরীর ভিন্ন, অর্থাৎ চতুর্থপ্রকার। যথা—দত্তাত্রেয় ও জড়ভরতাদির দেহ।

সাংখ্যকার ঈশ্বর স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহার মতে জ্ঞান ইচ্ছাদির নিত্যতা নাই। যাঁহারা জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করা হইতেছে।

ন বুদ্ধ্যাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেঽপি বহ্নিবৎ ॥ ১২৬ ॥

আশ্রয়বিশেষেও বুদ্ধিপ্রভৃতির নিত্যতা নাই, বহ্নির ন্যায়।

আশ্রয়বিশেষেও অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদের অভিমত ঈশ্বরেও জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির নিত্যতা নাই। আমাদের বুদ্ধিপ্রভৃতির দৃষ্টান্তে ঐ সকলের অনিত্যতার অনুমান করিতে হইবে। এখানে বুদ্ধিশব্দে অধ্যবসায় নামে বৃত্তি বুঝাইবে। আদি পদে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি।

যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার জ্ঞানেচ্ছাদির নিত্যতা সম্ভবে। যখন ঈশ্বর নাই, তখন জ্ঞানেচ্ছাদির নিত্যতার সম্ভাবনা কি? এই অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে।

আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ ॥ ১২৭ ॥

আশ্রয়ের অর্থাৎ ঈশ্বরের অসিদ্ধি হেতুক ও জ্ঞানেচ্ছাদির নিত্যতা নাই।

যখন জ্ঞানেচ্ছাদির আশ্রয় নিত্য ঈশ্বরের অসিদ্ধি হইতেছে, তখন কাজেই জ্ঞানেচ্ছাদিরও নিত্যতার অসিদ্ধি হইতেছে।

এস্থলে প্রতিবাদী যোগাদি জন্য অণিমাদিসিদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করাতে সূত্রকার তাহার সংস্থাপন করিতেছেন।

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮ ॥

ঔষধাদি সিদ্ধির ন্যায় যোগজন্য অণিমাদি সিদ্ধিও অপলপনীয় নয়। ঔষধ সেবন করিলে তাহার ফল প্রত্যক্ষ হয়। ঐরূপ যোগ করিলে তাহার ফল দেখিতে পাওয়া যায়। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যোগের ফল। ঐ গুলি সৃষ্টির উপযোগিনী। উহার অপলাপ করা যাইতে পারে না। যোগ করিলে যে অণিমাদি সিদ্ধি হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পঞ্চভূতে চৈতন্য আছে, যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের মতে আত্মা নাই। আত্মা অর্থাৎ পুরুষ অস্বীকার করিলে সাংখ্য মতের ভিত্তি ভগ্ন হইয়া যায়, এই নিমিত্ত তন্মত দূষিত হইতেছে।

ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেঽপি চ সাংহত্যেঽপিচ ॥ ১২৯ ॥

সাংহত্য অর্থাৎ সাংহতভাবের অবস্থাতে ও পঞ্চভূতে চৈতন্য থাকে না। কারণ, বিভাগ করিলে প্রত্যেকে চৈতন্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

মিলিত পঞ্চভূতে যদি চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে পৃথক পৃথক ভূতেও চৈতন্য দৃষ্ট হইত। প্রত্যেকে চৈতন্য না থাকিলে মিলিতে চৈতন্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? অতএব চৈতন্যশালী স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন এই সিদ্ধান্ত হইতেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। এখানে পরমত খণ্ডনার্থ তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল। অতএব পৌনরুক্ত্য দোষের অবসর নাই। অধ্যায় সমাপ্তি হইল বলিয়া সাংহত্যে সাংহত্যে দুইবার বলা হইল।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রস্তাবিত বিষয় এই—যাঁহারা সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী, সাংখ্যকার তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেন।

পঞ্চমঅধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চারি অধ্যায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির বর্ণন এবং পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতিবাদিদিগের মতের নিরাকরণ করা হইয়াছে। এক্ষণে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাংখ্যশাস্ত্রার্থের উপসংহার করা হইতেছে। যে সকল বিষয়ের পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখে পৌনরুক্ত্য দোষের আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু এ পৌনরুক্ত্য দোষের নিমিত্ত নয়। কারণ, ইহাতে শিষ্যগণের দৃঢ়তর বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই, এক্ষণে সে সে যুক্তি প্রদর্শিত হইবে। অযুক্ত যুক্তির উপন্যাস ও শিষ্যগণের দৃঢ়তর বোধ উৎপাদনের নিমিত্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে। অতএব, পুনরুক্তি দোষাবহ নহে।

আস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ ॥ ১ ॥

আত্মা অর্থাৎ পুরুষ আছেন। কারণ, পুরুষের নাস্তিত্বসাধক প্রমাণের অভাব।

আমি জানিতেছি, এ কথা বলিলে আত্মা যে আছেন, সামান্যতঃ তাহা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে আত্মার সদ্ভাব ব্যতিরেকে আমি এ প্রয়োগ সম্ভবে না। আত্মা নাই এমন কোন প্রমাণ নাই।

আত্মা যে আছেন, নিম্নলিখিত দুটী সূত্রে তাহার দুটী প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ ২ ॥

এই আত্মা দেহাদিব্যতিরিক্ত অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন। কারণ, বৈচিত্র্য আছে।

দেহাদির সহিত আত্মার বৈচিত্র্য অর্থাৎ পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদি বৈধর্ম্ম্য আছে। অতএব, দেহাদি আত্মা নহে, আত্মা তদ্ভিন্ন। দেহাদি, এই আদিপদে প্রকৃতিপর্য্যন্ত বুঝাইবে। প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণাম আছে, আত্মার পরিণাম নাই। মহদাদি প্রকৃতির পরিণাম, এক আত্মা অপরিণামী। এ সকল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দেহাদি যে আত্মা নয়, তাহার দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠীর ব্যপদেশ অর্থাৎ প্রয়োগহেতুকও দেহাদি যে আত্মা নয়, আত্মা তদ্ভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

দেহাদি যে আত্মা নয়, তাহার প্রমাণ এই, আমার শরীর, আমার বুদ্ধি ইত্যাদি ষষ্ঠ্যন্ত পদ প্রয়োগ হয়। দেহে ও আত্মায় অভিন্ন হইলে ষষ্ঠ্যন্ত পদপ্রয়োগ করা সঙ্গত হইত না। আমার দেহ বলিলে দেহের সহিত আমার অর্থাৎ আত্মার যে ভিন্নভাব আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

পুরুষের চৈতন্য, রাহুরশির; শিলাপুত্রের শরীর, ইত্যাদি স্থলে যেমন অভেদে ষষ্ঠী, আমার শরীর, আমার বুদ্ধি, ইত্যাদি স্থলেও তেমন অভেদে ষষ্ঠী হউক। অভেদে ষষ্ঠী হইলে ষষ্ঠীপ্রয়োগ হেতুক তুমি যে দেহাদ্যতিরিক্ত আত্মার সাধন প্রয়াস পাইতেছ, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। এই আভাসে বলা হইতেছে।

ন শিলাপুত্রবৎ ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৪ ॥

আমার শরীর, এস্থলে শিলাপুত্রের ন্যায় অভেদে ষষ্ঠী প্রয়োগ নয়। কারণ, শিলাপুত্র স্থলে ধর্ম্মিগ্রাহক অর্থাৎ সম্বন্ধগ্রাহক প্রমাণ দ্বারাই বাধ জন্মিতেছে।

পুরুষের চৈতন্য, রাহুর শির ও শিলাপুত্রের শরীর বলিলে যেমন অভেদ বুঝায়, আমার শরীর বলিলে তেমন অভেদ বুঝায় না। পুরুষের চৈতন্য বলিলে পুরুষে আর চৈতন্যে ভেদ নাই। কারণ, পুরুষ চৈতন্যময়। রাহুর শির বলিলেও ঐরূপ অভিন্ন ভাব বুঝাইতেছে। কারণ, শিরকেই রাহু বলে। শিলাপুত্রের শরীর এস্থলেও ঐরূপ। উক্ত ত্রিবিধ স্থলে সম্বন্ধগ্রাহক প্রমাণ দ্বারাই বাধ জন্মে। সুতরাং অভেদে গৌণ ষষ্ঠী প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু আমার শরীর বলিলে সম্বন্ধগ্রাহক প্রমাণ দ্বারা বাধ নাই। এখানে আমাতে ও দেহেতে ভেদ আছে। সুতরাং সম্বন্ধগ্রাহক প্রমাণ যে মৎস্বামিত্ব তাহার বাধ নাই। অতএব, তুমি অভেদে ষষ্ঠী প্রয়োগের যে আপত্তি করিতেছিলে, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইতেছে।

দেহাদিব্যতিরিক্ত পুরুষ যে আছেন, তাহা অবধারিত হইল, এক্ষণে তাঁহার মুক্তির বিষয় অবধারিত হইতেছে।

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥ ৫ ॥

অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিহেতুক পুরুষের কৃতকৃত্যতা অর্থাৎ কৃতার্থতা হয়।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম মোক্ষ। এখানেও সেই কথা বলা হইতেছে। নিঃশেষে দুঃখ নিবৃত্তি হইলেই পুরুষার্থসিদ্ধি হয়।

এস্থলে প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন, দুঃখের নিবৃত্তি হইলে সুখেরও নিবৃত্তি হইয়া যায়। উভয়ই তুল্য হইল। অতএব সুখনিবৃত্তি পুরুষার্থ নয়। ইহার খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ ॥ ৬ ॥

পুরুষের যেমন দুঃখের প্রতি দ্বেষ, সুখে তেমন অভিলাষ নয়।

ক্লেশ শব্দে এখানে দ্বেষ বুঝাইতেছে। পুরুষের দুঃখের প্রতি দ্বেষ যেরূপ প্রবল, সুখে অভিলাষ সেরূপ প্রবল নয়। দুঃখদ্বেষ এমনি প্রবল যে সে সুখাভিলাষকে বাধা দিয়াও দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয়। অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, তুমি দুঃখনিবৃত্তি ও সুখনিবৃত্তিকে তুল্য করিয়া যে

গণনা করিতেছিলে, তাহা বাস্তবিক নহে। সুখপ্রবৃত্তি ও দুঃখদ্বেষ উভয় সমান নয়।

পরসূত্রে ইহ সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি ॥ ৭ ॥

কোনস্থলে কেহ সুখী।

পশুপক্ষিমনুষ্যাদি মধ্যে প্রায় সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখের ভাগ যখন অধিক, তখন দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা সহজেই জন্মিয়া থাকে। অতএব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া পুরুষের কৃতার্থতা হয়, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গতই হইয়াছে।

কদাচিৎ যে সুখ হয়, তাহা বিবেচক লোকের নিকটে মধুবিষসম্পৃক্ত অন্নের ন্যায় হেয়। নিম্নলিখিত সূত্রে এই কথা বলা হইতেছে।

তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ ॥৮॥

সেই সুখও দুঃখমিশ্রিত বলিয়া বিবেচক লোকেরা সেই সুখকে দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করেন, অর্থাৎ দুঃখ বলিয়া গণনা করেন।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, সুখ অতি বিরল। যদি কদাচিৎ সুখ হয়, সে সুখ দুঃখমিশ্রিত বলিয়া বিবেচক লোকেরা তাহা হেয় জ্ঞান করেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, পুরুষের সুখভোগ সামান্য, পুরুষ নিয়ত ত্রিতাপে তাপিত হইয়া থাকে। তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে সে কৃতকার্য্য হয়।

কোন কোন ব্যক্তির মত এই, কেবল দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ নয়, সুখোপরক্ত দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ। সেই মতের খণ্ডন করা হইতেছে।

সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ ॥ ৯ ॥

সুখলাভের অভাব-হেতুক মোক্ষরূপ দুঃখাভাব পুরুষার্থ নয়, এ কথা বলিতে পার না। কারণ, পুরুষার্থের দ্বৈবিধ্য আছে।

সুখরূপে ও দুঃখাভাবরূপে পুরুষার্থ দুইপ্রকার। সুখলাভ যেমন পুরুষার্থ, দুঃখাভাবও তেমনি পুরুষার্থ। আমি সুখী হইব, এ ইচ্ছার ন্যায় আমি দুঃখী হইব না, এ ইচ্ছাও পুরুষের দেখিতে পাওয়া যায়। যখন সুখলাভের ইচ্ছা ও দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, তখন সুখোপরক্ত দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ, এ কথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না।

এস্থলে প্রতিবাদী এই বিপ্রতিপত্তি করিতেছেন।

নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ ॥ ১০ ॥

আত্মার অর্থাৎ পুরুষের অসঙ্গত্বের শ্রুতি আছে। অতএব, পুরুষ নির্গুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ, প্রভৃতি সকল-গুণ-শূন্য।

পুরুষ নিঃসঙ্গ, অতএব নির্গুণ। তাঁহাতে সুখদুঃখাদি কিছুই নাই। তাঁহাতে যদি সুখদুঃখাদি না রহিল, তাহা হইতে দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না। যাহার আদৌ দুঃখ নাই, তাহার আর দুঃখনিবৃত্তি কি?

সূত্রকার নিম্নলিখিত সূত্রে এই বিপ্রতিপত্তির সমাধান করিতেছেন।

পরধর্ম্মত্বেঽপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ ॥ ১১ ॥

সুখদুঃখাদি পরধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তের ধর্ম্ম হইলেও অবিবেক-হেতুক তৎসিদ্ধি অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদির অবস্থিতি হয়।

সুখদুঃখাদি চিত্তের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নয় সত্য বটে, কিন্তু স্ফটিকে জবালৌহিত্যের ন্যায় পুরুষে অবিবেক হেতুক তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্বিত দুঃখনিবৃত্তির নাম মোক্ষ। তাহা পুরুষার্থ না হইবে কেন! অতএব, তুমি দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ নয় বলিয়া যে আপত্তি করিতেছিলে, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইল।

তুমি বলিলে অবিবেকমূলক পুরুষের প্রতিবিম্বিত দুঃখাদির বন্ধ হয়। সেই অবিবেকের মূল কি? এই প্রশ্নে সূত্রকার কহিতেছেন।

অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ ॥ ১২ ॥

অবিবেক অনাদি অর্থাৎ ইহার মূল নাই। ইহা প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে। তাহা যদি না বল দুটী দোষের প্রসঙ্গ হয়।

অবিবেক চিত্তের ধর্ম্ম। উহা প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে। উহা অনাদি, প্রলয়ে বাসনারূপে থাকে। উহার আদি আছে যদি এ কথা বল, দুটী দোষ ঘটিয়া উঠে। প্রথম দোষ এই, অবিবেকের আদি আছে অর্থাৎ সে আপনা হইতে উৎপন্ন হয় যদি এ কথা বল, তাহা হইলে যে ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছে তাহারও বন্ধের আপত্তি হয়। কারণ, স্বত উৎপন্ন অবিবেক মুক্তামুক্ত উভয় পুরুষকে তুল্যরূপে স্পর্শ করিতে পারে। অবিবেক বন্ধের কারণ। দ্বিতীয় দোষ এই, অবিবেকের আদি আছে, এ কথা বলিলে তাহার আদি কি? এই প্রশ্নের উদয় হয়। কর্ম্মাদিকে তাহার আদি বলিতে হয়। সুতরাং সে কর্ম্মাদিজন্য হইয়া উঠে। কর্ম্মাদির কারণ কি? না, অবিবেক। তাহার কারণ কি? না, অবিবেক। এইরূপ কারণপরম্পরায়

অন্বেষণ করিতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটিয়া উঠে। এই অবিবেক বুত্তিরূপ উহা প্রতিবিম্বরূপে পুরুষধর্ম্মের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া পুরুষের বন্ধের প্রয়োজক হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, পরেও উল্লেখ করা হইবে।

তুমি অবিবেককে অনাদি বলিলে। যদি ইহা অনাদি হইল, তাহা হইলে ইহা নিত্য হউক। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন নিত্যঃ স্যাদাত্মবৎ অন্যথানুচ্ছিত্তিঃ ॥ ১৩ ॥

অবিবেক আত্মার ন্যায় নিত্য নয়। অন্যথা অর্থাৎ ইহা নিত্য হইলে ইহার উচ্ছেদ হয় না।

অবিবেককে প্রবাহরূপে অনাদি না বলিয়া নিত্য অনাদি বলিলে উহার উচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না। অবিবেকের উচ্ছেদ ব্যতিরেকেও পুরুষের ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে না।

পুরুষের বন্ধের কারণ অবিবেক,ইহার বিষয় পশ্চাৎ বলা হইবে। এক্ষণে পুরুষের মোক্ষের কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ ॥ ১৪ ॥

এই অবিবেকের প্রতিনিয়ত-কারণ-নাশ্যত্ব অর্থাৎ ইহার নাশের প্রতি যেটী নিয়ত কারণ, তদ্দ্বারাই ইহার নাশ হয়, অন্ধকারের ন্যায়।

অন্ধকারনাশের নিয়ত কারণ যে আলোক, তদ্দ্বারা তাহার যেমন নাশ হয়, তেমনি অবিবেকনাশের নিয়ত কারণ যে বিবেক, তদ্দ্বারা তাহার নাশ হইয়া থাকে। অবিবেকধ্বংস হইয়া বিবেকের উদয়ই মোক্ষের কারণ।

বিবেক যে অবিবেকনাশের প্রতিনিয়ত কারণ, তাহার গ্রাহক প্রমাণও বলা হইতেছে।

অত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ১৫ ॥

অত্রাপি অর্থাৎ এই বিবেকবিষয়েও অন্বয়-ব্যতিরেক-হেতুক প্রতিনিয়ম।

আলোক-অন্ধকার-স্থলে যেমন অন্বয়-ব্যতিরেক-মূলক প্রতিনিয়ম আছে অর্থাৎ আলোক থাকিলেই অন্ধকারের নাশ হয়, আর আলোক না থাকিলে অন্ধকার থাকে, তেমনি বিবেকস্থলেও অন্বয়ব্যতিরেকমূলক প্রতিনিয়ম এই, বিবেক জন্মিলে অবিবেকের নাশ হয়, আর বিবেক না জন্মিলে অবিবেকের নাশ হয় না।

প্রকারান্তরাসম্ভবাদবিবেক এব বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

প্রকারান্তরের অসম্ভবহেতুক অবিবেকই বন্ধ অর্থাৎ বন্ধের কারণ।

পুরুষের প্রতিবিম্বিত দুঃখ-যোগরূপ যে বন্ধ হয়, অবিবেকই তাহার একমাত্র কারণ। এখানে বন্ধশব্দে দুঃখযোগরূপ বন্ধের কারণ বুঝাইবে। পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রতিবাদী এস্থলে এই বিপ্রতিপত্তি করিতেছেন, তুমি বলিলে বিবেকনিবন্ধন পুরুষের দুঃখবন্ধ হইতে মুক্তি হয়। মোক্ষ যখন হয়, তখন ইহা জন্য হইল। জন্য পদার্থের অবশ্য ধ্বংস আছে। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মোক্ষধ্বংস হইয়া পুরুষের পুনরায় দুঃখবন্ধ উপস্থিত হয়। এই বিপ্রতিপত্তির উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন মুক্তস্য পুনর্ব্বন্ধযোগোঽপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥

মুক্ত ব্যক্তির পুনরায় দুঃখবন্ধ হয় না। কারণ, অনাবৃত্তিবোধক শ্রুতি আছে।

"ন স পুনরাবর্ত্ততে"। যে ব্যক্তি একবার মুক্ত হয়, সে পুনরায় সংসারবন্ধনে আইসে না। এই শ্রুতি থাকাতে যাঁহারা মুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বন্ধের আপত্তি করেন, তাঁহাদের আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

অপুরুষার্থত্বমন্যথা ॥ ১৮ ॥

অন্যথা অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তির যদি পুনরায় দুঃখবন্ধ হয়, তাহা হইলে মোক্ষ পুরুষার্থ হয় না।

মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যদি মুক্ত ব্যক্তির পুনরায় দুঃখবন্ধ হয়, তাহা হইলে মোক্ষ পুরুষার্থ হইল না। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মুক্ত ব্যক্তির পুনরায় দুঃখবন্ধ হয় না।

মুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বন্ধের প্রসক্তি থাকিলে মোক্ষ যে পুরুষার্থ হয় না কেন? সেই কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ ॥ ১৯ ॥

উভয়ের অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্তে দেখা যায় না।

যে পুরুষ দুঃখবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহার যদি পুনরায় দুঃখবন্ধ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি দুঃখবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার সহিত মুক্ত ব্যক্তির কি ইতর বিশেষ রহিল। অতএব দুঃখমুক্ত ব্যক্তির পুনরায় যে দুঃখবন্ধ হয় না, ইহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

বদ্ধে ও মুক্তে যদি বিশেষ করা হইল, তাহা হইলে পুরুষকে কিরূপে নিত্যমুক্ত বল? এই আভাসে বলা হইতেছে।

মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ন পরঃ ॥ ২০ ॥

অন্তরায়ধ্বংস ভিন্ন মুক্তি অন্য পদার্থ নহে।

যেমন স্ফটিক স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ, জবাপুষ্প তাহার নিকটে থাকিলে তাহার রক্তিমা স্ফটিকে গিয়া পড়ে। সেই রক্তিমা স্ফটিকের শুক্লবর্ণের আবরক বিঘ্ন মাত্র। বাস্তবিক স্ফটিকের শুক্লতার বিনাশ হয় না; জবা অপসারিত হইলে তাহার শুক্লতা উৎপন্নও হয় না। সেইরূপ পুরুষ স্বভাবতঃ দুঃখরহিত। ঔপাধিক দুঃখের তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। উহা আবরক বিঘ্নমাত্র। বাস্তবিক বুদ্ধির দুঃখভোগ-নিবন্ধন পুরুষের দুঃখ জন্মে না, আর বুদ্ধির বিনাশে তাহার নাশও হয় না। অতএব, পুরুষ যে নিত্যমুক্ত, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহার বন্ধ ও মোক্ষ ব্যবহারিক মাত্র।

প্রতিবাদী পুনরায় এই আপত্তি করিতেছেন, তুমি পুরুষের নিত্যমুক্তত্বের যেরূপ বর্ণনা করিলে, তাহাতে পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ, উভয়ই ত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তোমার মতে মোক্ষ কিছুই নয়, উহা পুরুষার্থ হইতে পারে না। কিন্তু যে সকল শ্রুতিতে মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

তত্রাপ্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥

তত্রাপি অর্থাৎ অন্তরায়ধ্বংসকে মোক্ষ বলিলেও অবিরোধ অর্থাৎ তাহার পুরুষার্থতার বিরোধ নাই।

পুরুষের বাস্তবিক দুঃখভোগ হয় না। তাহার দুঃখের সহিত যোগ ও বিয়োগ কল্পিত। তবে যে পুরুষের দুঃখভোগের কথা বলা যায়, সে প্রতিবিম্বরূপ দুঃখসম্বন্ধমাত্র। সেই প্রতিবিম্বিত দুঃখনিবৃত্তিই অন্তরায়ধ্বংস। তাহাই মোক্ষ, তাহাই পুরুষার্থ। শ্রুতিতে সেই পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে। অতএব, শ্রুতির সহিত বিরোধ নাই।

অন্তরায়ধ্বংসমাত্র যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে সে মুক্তি শ্রবণমাত্রে সিদ্ধ হইতে পারে, মনননিদিধ্যাসনাদির প্রয়োজন কি? এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ২২ ॥

অধিকারী ত্রিবিধ। অতএব, নিয়ম নয়, অর্থাৎ সকলেরই যে শ্রবণমাত্রে

উত্তম, মধ্যম ও অধম তিনপ্রকার জ্ঞানাধিকারী। সকলেরই শ্রবণানন্তর মানস-সাক্ষাৎকার হয় না। মন্দ অধিকারী বিরোচনাদির তাহা হয় নাই।

জ্ঞানের প্রতি কেবল শ্রবণ নয়, মননাদিও কারণ, নিম্নলিখিত সূত্রে এই কথা বলা হইতেছে।

দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাম্ ॥ ২৩ ॥

দার্ঢ্যার্থ অর্থাৎ অন্তরায়ধ্বংসের দৃঢ়তার নিমিত্ত উত্তর অর্থাৎ শ্রবণোত্তর মননিদিধ্যাসনাদির নিয়ম।

মননিদিধ্যাসনাদি ব্যতিরেকে কেবল শ্রবণমাত্রে, অন্তরায়ধ্বংসের দৃঢ়তা হয় না। অন্তরায়ধ্বংস হইয়া জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্ত শ্রবণমননাদির প্রয়োজন।

জ্ঞানের প্রতি যেগুলি সাধন, ক্রমে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥

স্থির থাকিয়া যাহা সুখজনক হয়, সেই আসন। অতএব, নিয়ম নয়, অর্থাৎ পদ্মাসনাদির নিয়ম নয়।

পদ্মাসনাদি না করিলে যে ধ্যানসিদ্ধি হয় না, তাহা নয়। স্থির সুখজনকমাত্রেই আসন হইতে পারে।

যেটী মুখ্য সাধন, তাহার কথা বলা হইতেছে।

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥ ২৫ ॥

মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ যদি নির্ব্বিষয় অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হয়; তাহা হইলে তাহাকে ধ্যান বলা যায়।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগই ধ্যান।

যোগের অবস্থা আর অযোগের অবস্থা উভয়েই যদি পুরুষের একরূপতা থাকে, তাহা হইলে যোগে প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় সূত্রকার তাহার সমাধান করিতেছেন।

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেৎ নৈবমুপরাগনিরোধাৎ বিশেষঃ ॥ ২৬॥

উভয়থা অর্থাৎ যোগের ও অযোগের অবস্থায় অবিশেষ অর্থাৎ বিশেষ নাই; এ কথা বলিতে পার না। কারণ, যোগের অবস্থায় উপরাগনিরোধ অর্থাৎ বৃত্তিপ্রতিবিম্বের উপশম হয়। অতএব, বিশেষ অর্থাৎ যোগের অবস্থায় পুরুষের বিশেষ আছে।

সাংখ্যমতে বুদ্ধিরই সুখদুঃখভোগ হইয়া থাকে। পুরুষে সেই বুদ্ধিবৃত্তির

প্রতিবিম্ব পড়ে। তাহাতেই পুরুষ সুখী ও দুঃখী বলিয়া প্রতীয়মান হন। এখানে উপরাগ শব্দে সেই প্রতিবিম্ব। যোগের অবস্থায় সেই প্রতিবিম্বের নিরোধ হয়। অতএব, অযোগের অবস্থার সহিত যোগের অবস্থার যে বিশেষ আছে, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

পুরুষ নিঃসঙ্গ। যদি তিনি নিঃসঙ্গ হইলেন, তবে তাঁহার কিরূপে উপরাগ হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ ॥ ২৭ ॥

পুরুষ নিঃসঙ্গ বটেন। যদ্যপি তাঁহার বাস্তবিক উপরাগ নাই, তথাপি উপরাগের ন্যায় হয়। তাহার কারণ অবিবেক।

এখানে প্রতিবিম্বই উপরাগ শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সূত্রকার স্বয়ংও উপরাগ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ ॥ ২৮ ॥

জবাস্ফটিকের ন্যায় বাস্তবিক উপরাগ হয় না, কিন্তু উপরাগের অভিমান অর্থাৎ জ্ঞানমাত্র হয়।

যেমন স্ফটিকে জবাপুষ্পের আভা পড়িলে স্ফটিক বাস্তবিক রক্তবর্ণ হয় না জবাপ্রতিবিম্ববশে তাহাকে লাল বলিয়া বোধ হয় এই মাত্র। তেমনি বুদ্ধি ও পুরুষের বাস্তবিক উপরাগ হয় না। অবিবেক হেতুক বুদ্ধিপ্রতিবিম্ববশে উপরাগের অভিমান মাত্র জন্মে। ইহার পর্য্যবসিত অর্থ এই, উপরাগের তুল্য বলিয়া পুরুষে বৃত্তির প্রতিবিম্বই পুরুষোপরাগ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেই দুঃখময় বৃত্তির যে উপরাগ, তাহাই দুঃখনিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ তাহার অন্তরায়! যোগহেতুক সেই অন্তরায়ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব অযোগের অবস্থার সহিত যোগের অবস্থার যে বিশেষ আছে, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইল।

এক্ষণে উক্ত উপরাগনিরোধের উপায় বলা হইতেছে।

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ ॥ ২৯ ॥

ধ্যানধারণাদির দ্বারা তাহার অর্থাৎ উপরাগের নিরোধ হয়।

ধ্যানে যোগের কারণ। ধারণা ধ্যানের কারণ। ধারণার কারণ অভ্যাস। অভ্যাসের কারণ বিষয়-বৈরাগ্য। ইত্যাদিদ্বারা উপরাগের নিরোধ হইয়া থাকে।

এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের যে মত আছে, তাহার উল্লেখ করা হই-তেছে।

লয়বিক্ষেপয়োর্ব্যাবৃত্ত্যেত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩০ ॥

লয় ও বিপক্ষের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি হেতুক উপরাগনিরোধ হয়, আচার্য্যেরা এই কথা বলেন।

লয়শব্দে চিত্তের নিদ্রাবৃত্তি এবং বিক্ষেপশব্দে ভ্রমণাদিবৃত্তি। ধ্যানাদি-দ্বারা এই উভয়বৃত্তির নিবৃত্তি হয়। তাহা হইতেই পুরুষের উপরাগ নিরোধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বাচার্য্যেরা এই কথা বলিয়া থাকেন।

অনেকের মত এই, পর্ব্বতগুহাদি নিভৃত স্থানে গিয়া ধ্যানাদি করিতে হইবে; সাংখ্যকারের সে মত নহে।

এতৎসম্বন্ধে ইঁহার যে মত তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ ॥ ৩১ ॥

চিত্তপ্রসাদ হেতুক স্থাননিয়ম নাই।

যেখানে চিত্ত প্রসন্ন থাকিবে, সেই স্থানে থাকিয়াই ধ্যানাদি করিবে। অতএব, নিভৃত গিরিগুহাদিতে বাস করিয়া ধ্যানাদি করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নাই।—তবে যে যোগের সম্বন্ধে গিরিগুহাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই, সচরাচর সেখানে চিত্তের প্রসন্নতা থাকে এই অভি-প্রায়েই তাহা বলা হইয়াছে।

মোক্ষের বিষয় পরিসমাপ্ত হইল। এক্ষণে পুরুষের অপরিণামিত্ব সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত জগৎকারণের বিচার করা হইতেছে।

প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতাঽন্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥

অন্য অর্থাৎ মহদাদি যে কার্য্য, তদ্বোধক শ্রুতি আছে, অতএব, প্রকৃ-তির আদ্যোপাদানতা অর্থাৎ প্রকৃতিই জগতের আদি কারণ।

শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, মহদাদি কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের মূলকারণ কে যদি অনুসন্ধান করা যায়, প্রকৃতি মূলকারণ বলিয়া নির্ণীত হইবে।

নিত্যত্বেঽপি নাত্মনো যোগ্যত্বাভাবাৎ ॥ ৭৩ ॥

নিত্যত্ব থাকিলেও যোগ্যত্বের অর্থাৎ উপাদানযোগ্যত্বের অভাবহেতু আত্মার অর্থাৎ পুরুষের আদ্যোপাদানতা নাই।

যাহার গুণ ও সঙ্গ থাকে, তিনিই উপাদানের যোগ্য হন। পুরুষ নির্গুণ ও নিঃসঙ্গ। অতএব, তাঁহার উপাদানযোগ্যতা নাই। উপাদানযোগ্যতা না থাকাতে পুরুষ নিত্য হইলেও জগতের উপাদান কারণ নহেন।

যাঁহারা পুরুষকে জগতের উপাদানকারণ বলেন, তাঁহাদের পুরুষস্বরূপ জ্ঞান নাই, এই অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে।

শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ ॥ ৭৪ ॥

শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। অতএব, কুতর্কাপসদ অর্থাৎ অধম কুতর্কবাদীর আত্মলাভ অর্থাৎ পুরুষস্বরূপজ্ঞান নাই।

প্রকৃতি যে মূলকারণ, তদ্বোধক "অজামেকাং" ইত্যাদি শ্রুতি আছে পুরুষকে মূলকারণ বলিলে সেই শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যাঁহারা পুরুষকে মূলকারণ বলেন, তাঁহাদিগের পুরুষস্বরূপজ্ঞান নাই। তাঁহারা কুতর্কবাদী। তবে যে আত্মকারণতাবোধক যে সকল শ্রুতি আছে, তাহাদের গতি কি? তদুত্তরে বলা হইয়াছে সেগুলি উপাসনার্থক, পূর্ব্বে এ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

পৃথিব্যাদি ভূত ব্যতিরেকে স্থাবরজঙ্গমাদির উৎপত্তি হয় না। পৃথিব্যাদিকে তাহাদের কারণ দেখিতে পাই। তবে তুমি কিরূপে প্রকৃতিকে কারণ কহিতেছ? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

পারম্পর্য্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ ॥ ৭৫ ॥

পারম্পর্য্য থাকিলেও অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পরম্পরাসম্বন্ধে স্থাবরজঙ্গমাদির কারণ হইলেও প্রধানানুবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃতি যে মূল কারণ, তাহার যে অনুমান, তাহার ব্যাঘাত নাই, পরমাণুর ন্যায়।

বীজ হইতে অঙ্কুরাদি জন্মিয়া বৃক্ষাদি জন্মে। পরম্পরাসম্বন্ধে বৃক্ষাদির প্রতি অঙ্কুরাদি কারণ হইলেও যেমন পার্থিব পরমাণু তাহার মূল কারণ হয়, তেমনি স্থাবরজঙ্গমাদির প্রতি পৃথিব্যাদি পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ হইলেও প্রকৃতি মূল কারণ।

প্রকৃতি কার্য নয়, অতএব, উহা ব্যাপ্য নয় ব্যাপক। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রকারান্তরে তাহার পুনরায় উল্লেখ করা হইতেছে।

সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

সকল স্থলেই কার্য্যদর্শন অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার দর্শন হয়। অতএব, বিভুত্ব অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যাপকত্ব আছে।

প্রকৃতি ব্যাপ্য নয়, ব্যাপক। তাহার প্রমাণ এই, সকল আর কারণ ব্যাপক হয়। প্রকৃতি সমস্তের কারণ, অতএব, উহা ব্যাপক।

তুমি প্রকৃতিকে আদ্য কারণ বলিলে, যেখানে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই স্থানেই ইহার পুরুষসংযোগার্থ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, তুমি তাকে কিরূপে আদ্যকারণ বলিতে পার? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

ন গতিযোগেঽপ্যাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ ॥ ৩৭ ॥

গতি স্বীকার করিলেও প্রকৃতির আদ্যকারণতার হানি হয় না। পরমাণুর ন্যায়।

কার্য্যোৎপাদনকালে পরমাণুর পরস্পর সংযোগার্থ গতি হয়। গতি হওয়াতে তাহার মূলকারণতার যেমন হানি নাই তেমনি কার্য্যোৎপাদন কালে প্রকৃতির পুরুষসংযোগার্থ গতি হওয়াতে মূলকারণতার হানি হয় না। *

ক্ষিত্যাদি নয়টী দ্রব্য, প্রকৃতি তাহার অন্তর্গত নয়। তবে কিরূপে প্রকৃতির দ্রব্যত্ব ঘটনা হয়। এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন

প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিব প্রসিদ্ধের আধিক্য অর্থাৎ যে নয়টী দ্রব্য প্রসিদ্ধ আছে, প্রকৃতি তাহার অতিরিক্ত, নিয়ম নয়, অর্থাৎ নয়টী ভিন্ন আর দ্রব্য নাই এরূপ নিয়ম নয়।

পৃথিবী আদি করিয়া যে নয়টী দ্রব্য প্রসিদ্ধ আছে তদতিরিক্ত আরো দ্রব্য আছে। অতএব, প্রকৃতির দ্রব্যত্বের হানি নাই।

সত্ত্বাদি গুণই প্রকৃতি অথবা দ্রব্যরূপ গুণত্রয়ের আধারভূত প্রকৃতির এই সংশয়ে অবধারণ কর[illegible]তেছে।

সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥

সত্ত্বাদিগুণ তদ্রূপ অর্থাৎ প্রকৃতির স্বরূপ, অতএব তদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম নয়।

অন্য অন্য দর্শনকারের মতে সত্ত্বরজঃ প্রভৃতি গুণ দ্রব্যবৃত্তি দ্রব্যের ধর্ম্ম, সাংখ্যকারের মতে তাহা নহে। ইনি বলেন, সত্ত্বাদিগুণ দ্রব্যরূপ, উহা প্রকৃতির স্বরূপ। উহা যদি প্রকৃতির স্বরূপ হইল, উহা প্রকৃতিবৃত্তি প্রকৃতিই ধর্ম্ম হইতে পারে না।

প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাহারই কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণ অবধারিত হইতেছে।

অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুম বহনবৎ॥ ৪০ ॥

প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির অনুপভোগেও অর্থাৎ তাহার নিজে উপভোগ না থাকিলেও পুরুষের নিমিত্ত তাহার সৃষ্টিকার্য্য, উষ্ট্রের কুঙ্কুমবহনের ন্যায়।

উষ্ট্র কুঙ্কুম বহন করে, তাহার যেমন নিজের কোন ভোগ হয় না, তেমনি প্রকৃতির। সৃষ্টিকার্য্য নিজের ভোগার্থ নয়, পুরুষের ভোগাপবর্গ নিমিত্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে একথা বলা হইয়াছে। (৫৮ সূত্র দেখ

সৃষ্টি একরূপ নয়, বিচিত্র। সেই বিচিত্রতার কারণ বলা হইতেছে।

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্ ॥ ৪১ ॥

কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচিত্রতাহেতু সৃষ্টির বিচিত্রতা হয়।

এখানে কর্ম্মশব্দে ধর্ম্মাধর্ম্ম,—পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্মহেতুক নানাপ্রকার সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃতি হইতে যেন সৃষ্টি হয়, প্রলয় কাহা হইতে হয়? এক কারণ হইতে দুটী বিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ং ॥ ৪২ ॥

সাম্য ও বৈষম্যহেতুক এক প্রকৃতিরূপ কারণ হইতে দুটী কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে।

প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণস্বরূপ। ঐ গুণত্রয়ের যখন ন্যূনাতিরেক হয়, তখন তাহার বৈষম্যদশা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ বৈষম্যদশাই প্রলয়ের কারণ। আর যখন গুণত্রয়ের সমভাব থাকে, তখনই সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান" ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে—। স্থিতি সৃষ্টিরই অন্তর্গত। এই নিমিত্ত তাহার কথা

আর পৃথক করিয়া বলা হইল না। এক কারণ হইতে বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয়ের যে ঘটনা হয়, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইল। বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয় সৃষ্টি ও প্রলয়।

সৃষ্টিকরণ প্রকৃতির স্বভাব। যে পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতি পুনবায় সৃষ্টি করেন কি না? অর্থাৎ পুনর্ব্বার সংসারবন্ধন হয় কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে।

বিমুক্তবোধান্ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ ॥ ৪৩ ॥

বিমুক্ত বোধহেতুক অর্থাৎ যে পুরুষকে বিমুক্ত বলিয়া বোধ হয়, প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির তাহার সম্বন্ধে পুনরায় সৃষ্টি করা হয় না। লোকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়।

লোকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, অমাত্যাদি রাজার কার্য্য সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হয়, তাহারা আর তৎকার্য্যসাধনার্থ পুনরায় প্রবৃত্ত হয় না, তেমনি প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষ সম্পাদন করিয়া চরিতার্থ হইলে সেই পুরুষের নিমিত্ত পুনরায় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।

প্রকারান্তরে এই বিষয়ের সমর্থন করা হইতেছে।

নান্যোপসর্পণেঽপি মুক্তোপভোগোনিমিত্তাভাবাৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্যোপসর্পণ অর্থাৎ অমুক্ত পুরুষের প্রতি প্রকৃতির উপভোগময় সৃষ্ট্যাদি প্রবৃত্তি থাকিলেও মুক্ত পুরুষের উপভোগ থাকে না। কারণ, নিমিত্ত যে অবিবেকাদি, তাহার অভাব।

অবিবেক নিবন্ধনই পুরুষের সাংসারিক দুঃখাদি উপভোগ হয়। উপভোগের প্রতি অবিবেকই নিমিত্ত। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া যে পুরুষ মুক্ত হইয়াছে, তাহার উপভোগের নিমিত্ত যে অবিবেক তাহার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার আর উপভোগ হয় না। এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, উপরের সূত্রে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছিল, এই সূত্রদ্বারা প্রকারান্তরে তাহারই সমর্থন করা হইতেছে।

অমুক্ত পুরুষের উপভোগ হয় আর মুক্ত পুরুষের উপভোগ হয় না এ ব্যবস্থা পুরুষ বহু না [illegible] ঘটিতে পারে না। এ আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥ ৪৫ ॥

"যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি" যে সকল পুরুষ

সেই তত্ত্ব জানিয়াছে, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর যাহারা জানে নাই, তাহারা দুঃখ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদিগের সংসারবন্ধনদশা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইত্যাদি শ্রুতি আছে। এতদ্দ্বারায় পুরুষের মোক্ষ ও সংসার বন্ধনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পুরুষ বহু না হইলে এ ব্যবস্থা ঘটিতে পারে না। এক পুরুষের যুগপৎ বন্ধ ও মোক্ষ হওয়া অসম্ভাবিত। শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের কথা বলা হইতেছে। অতএব, পুরুষবহুত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

তুমি বলিলে বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থাহেতুক পুরুষ যে বহু, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। আমি বলি পুরুষ এক, উপাধিভেদে তাহার বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা হয়। প্রতিবাদীর এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলা হইতেছে।

উপাধিশ্চেৎ তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্ ॥ ৪৬ ॥

উপাধি যদি স্বীকার করা হয়, তাহার সিদ্ধিতে পুনরায় দ্বৈতাপত্তি হয়।

অদ্বৈতবাদিরা এক ভিন্ন দ্বিতীয় স্বীকার করেন না, কিন্তু উপাধিকে যদি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেই দ্বিতীয় স্বীকার করা হইল, দ্বৈতাপত্তি হইয়া উঠিল। প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিস্তারিতরূপে বিচার করা হইয়াছে। সেখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, এক পুরুষের উপাধিভেদে জন্মমরণাদি ব্যবস্থা সম্ভবে না।

প্রতিবাদী পুনরায় এই বিপ্রতিপত্তি করিতেছেন, ভাল আমি এই কথা বলিব, উপাধি যদি অবিদ্যাঘটিত হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতভঙ্গ হয় না। এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ ॥ ৪৭ ॥

দুয়ের দ্বারাও অর্থাৎ পুরুষ ও অবিদ্যা উভয় স্বীকার দ্বারায় প্রমাণবিরোধ অর্থাৎ অদ্বৈতপ্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি আছে, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

উপরে যেমন বলা হইয়াছে, পুরুষ ও উপাধি দুটী স্বতন্ত্র স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদের ভঙ্গ হইয়া যায়, এখানেও তেমনি বলা হইতেছে অবিদ্যা ও পুরুষ এই দুইয়ের স্বীকার করিলে অদ্বৈতবোধক শ্রুতির প্রমাণ সকলের বিরোধ উপস্থিত হয়।

অন্য দোষও দেখান হইতেছে।

দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন* পূর্ব্বমুত্তরঞ্চ সাধকাভাবাৎ ॥ ৪৮ ॥

এ অংশে আমাদের সহিত অবিরোধ আছে। উত্তর অর্থাৎ উত্তর পক্ষ, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পক্ষও ঘটিতেছে না। কারণ, সাধকের অর্থাৎ আত্মসাধক প্রমাণের অভাব।

পূর্ব্বপক্ষ ঘটিতেছে না। তাহার কারণ এই, আমরা প্রকৃতি ও পুরুষ দুটী স্বীকার করি, তোমরাও অবিদ্যা ও পুরুষ দুটী স্বীকার করিতেছ। এ অংশে উভয়ের তুল্যতা আছে। সিদ্ধান্তপক্ষও যে ঘটিতেছে না, তাহার কারণ এই, আত্মা যে আছেন, তাহার সাধক কোন প্রমাণ নাই। তোমরা আত্মার অদ্বৈতবাদী, প্রথমতঃ যদি আত্মসত্তা সপ্রমাণ না হইল, তোমাদের অদ্বৈতবাদ কাজেই নির্ম্মূল হইয়া গেল।

এস্থলে প্রতিবাদী কহিতেছেন, আত্মা স্বপ্রকাশ; স্বপ্রকাশ হইতেই আত্মসত্তা সিদ্ধ হইবে। এই আভাসে বলা হইতেছে।

প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ ॥ ৪৯ ॥

প্রকাশ হইতে তৎসিদ্ধি অর্থাৎ আত্মসিদ্ধি করিতে গেলে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ উপস্থিত হয়।

আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। তাহার সত্তা সিদ্ধ করিতে হইলে চৈতন্য প্রকাশ দ্বারা করিতে হইবে। চৈতন্যরূপ প্রকাশ দ্বারা চৈতন্যরূপ আত্মসত্তা সিদ্ধি করিতে গেলেই কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ ঘটিয়া উঠিল। চৈতন্য চৈতন্যকে প্রকাশ করিতেছে, এ কথা বলিলে চৈতন্য কর্ত্তা ও কর্ম্ম দুইই হইল। সুতরাং যে কর্ত্তা, সেই কর্ম্ম, এই বিরোধ ঘটিল।

প্রতিবাদী পুনরায় এই বিপ্রতিপত্তি করিতেছেন, বৈশেষিকেরা বলিয়া থাকেন, আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান দ্বারা আপনি আপনার বিষয় হয়। অতএব, নিজের প্রকাশরূপ ধর্ম্ম দ্বারা নিজের নিজসম্বন্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। তাহা যদি রহিল, কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ নাই। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

---

* একটী ন অক্ষরের ভ্রম হওয়াতে ভাষ্যকার এই সূত্রটী অর্থে বড় গোলযোগ করিয়াছেন। তিনি প্রথম কল্পে যে অর্থ [illegible]রিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ হয় না। দ্বিতীয় কল্পে আদ্যকারণতার যে হানি এই অর্থ করেন। বহুজ্ঞসূত্রকার কিঞ্চিৎজ্ঞের ন্যায় যে সূত্র রচনা করিবেন, তাহাতে বিশ্বাস হয় না। বোধ হইতেছে ভাষ্যকার যে গ্রন্থ দেখিয়া সূত্রের ভাষ্য করিতেছিলেন, তাহাতে একটী ন পতিত থাকাতেই এই প্রমাদ ঘটিয়াছে।

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ ॥ ৫০ ॥

জড়ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ জড়স্বরূপ নয়, এমন যে চিদ্রূপ, তিনি জড়কে প্রকাশিত করেন।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, সূর্য্যাদিতে যেমন প্রকাশরূপ ধর্ম্ম আছে, চেতন পুরুষে সেরূপ নাই। কারণ, তিনি নির্গুণ নির্ম্মক। তবে যে তিনি জড় পদার্থ প্রকাশ করেন, তাহা চিৎস্বরূপ পদার্থ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। তিনি জড়ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ জড়ভিন্ন। জড়ব্যাবৃত্ত শব্দে জড়বিলক্ষণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট, এ অর্থ নয়। কারণ, পুরুষে কোন ধর্ম্ম নাই। যদি পুরুষে কোন ধর্ম্ম না রহিল তুমি প্রকাশরূপ ধর্ম্মদ্বারা কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ খণ্ডনের যে চেষ্টা পাইতেছিলে, তাহা বিফল হইল।

প্রতিবাদী পুনরায় কহিতেছেন, ভাল প্রমাণাদির অনুরোধে দ্বৈতবাদ যেন স্বীকার করা গেল, কিন্তু অদ্বৈতপ্রতিপাদক যে শ্রুতি আছে, তাহার গতি কি হইবে? এই আভাসে বলা হইতেছে।

ন শ্রুতিবিরোধোরাগিণাং বৈরাগ্যায় তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫১ ॥

রাগী অর্থাৎ বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিদিগের বৈরাগ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ তৎসিদ্ধি অর্থাৎ অদ্বৈতসিদ্ধি হয়। অতএব, শ্রুতিবিরোধ নাই।

পুরুষাতিরিক্ত যাবতীয় পদার্থ মিথ্যা। বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিরা সেই মিথ্যা-পদার্থ হইতে বিরক্ত হইয়া যাহাতে পুরুষে অনুরক্ত হয়, এইরূপ উপদেশ দেওয়াই অদ্বৈতপ্রতিবাদক শ্রুতির অভিপ্রেত, পুরুষ বহু নয় এরূপ উপদেশ দেওয়া অভিপ্রেত নহে। অতএব পুরুষবহুত্বস্বীকারে অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির সহিত যে বিরোধ দেখাইতেছিলে তাহা অকিঞ্চিৎকর হইল।

অদ্বৈতবাদিরা কেবল যে উক্ত যুক্তিতেই হেয় হইতেছেন, তাহা নয় তাঁহারা জগৎকে অসত্য বলেন কিন্তু তাহার প্রমাণ দিতে পারেন না ইহা-তেও হেয় হইতেছেন। নিম্নলিখিত সূত্রে জগতের সত্যতা প্রতিপাদন করা হইতেছে।

জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাৎ বাধকাভাবাৎ ॥৫২ ॥

জগৎ সত্য। কারণ অদুষ্টকারণ হইতে জন্মিয়াছে। কোন দুষ্ট কারণ হইতে জন্মিয়াছে এ কথা বলিতে পার না। কারণ অদুষ্টকারণ হইতে উৎপত্তির বাধক প্রমাণের অভাব।

যাহা দুষ্টকারণ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই অসত্য হইয়া থাকে। যেমন চক্ষুর রোগ জন্মিলে শুক্ল শঙ্খকে পীতবর্ণ দেখায়। শঙ্খের পীতিমা দুষ্টকারণ জন্য। অতএব তাহা সত্য নহে। কিন্তু জগৎ সেরূপ কোন দুষ্টকারণ হইতে জন্মে নাই। উহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি দুষ্টকারণ নয়, কারণ উহার অদুষ্টতার বাধক কোন প্রমাণ নাই। তবে বলিবে জগতের অসত্যতা-প্রতিপাদক "নেহ না নাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি আছে তাহার তাৎপর্য্যার্থ স্বতন্ত্র। উহা বিভাগপ্রতিষেধক, জগতের অসত্যতা-প্রতিপাদক নহে। ব্রহ্মবিভক্ত কিছুই নাই, এই কথা বলাই উহার উদ্দেশ্য। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ" ইত্যাদি স্মৃতির সহিত একবাক্য করিয়া লইলে সকলই ব্রহ্মময় ইহাই বুঝা যায়। "বাচারম্ভনং বিকার-নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ইত্যাদি শ্রুতিও জগতের অসত্যতা-প্রতিপাদক নহে। জগৎ যে পরমার্থতঃ নিত্য নয়, এতৎপ্রতিপাদন করাই উহার অভিপ্রেত। এ অর্থ না করিলে মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্তিকা হইতে যে যে দ্রব্য নির্ম্মিত হয় সেগুলি নিত্য নয় বটে; কিন্তু বাস্তবিক অসত্য নহে।

জগৎ যে বর্ত্তমান দশাতেই কেবল বিদ্যমান, তাহা নহে, ইহা ধারা-বাহিকরূপে বরাবর আছে। নিম্নলিখিত সূত্রদ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে।

প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ সদুৎপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রকারান্তরের অসম্ভব অর্থাৎ অসতের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, অতএব, সতেরই উৎপত্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয়।

সাংখ্যকারের মতে কার্য্য ধারাবাহিকরূপে বিদ্যমান। তাহার ধ্বংস বলিলে তিরোভাব আর উৎপত্তি বলিলে অভিব্যক্তির, এই অর্থ বুঝায়, বাস্তবিক যে বস্তু নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না। পূর্ব্বে বিচার করিয়া এ বিষয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। জগৎ অসৎ নয়, সৎ তাহার উৎপত্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয় এই মাত্র। এতদ্দ্বারাও জগৎ যে অসত্য নয়, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ফলতঃ বৈদান্তিকেরা জগৎকে যেমন মিথ্যা ভ্রমমাত্র বলিয়া থাকেন, সাংখ্যকার সেরূপ বলেন না। ইহার অভিপ্রায় এই, যে জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা

কিছু নয়, কিরূপে বলা যাইবে। তবে জগৎ যে পরমার্থতঃ নিত্য নয়, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, পরমার্থতঃ নিত্য হইলে তিরোভাব ও অভিব্যক্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

কর্ত্তাই বা কে? ভোক্তাইবা কে? নিম্নলিখিত দুটীসূত্র দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ। ৫৪।

অহঙ্কার কর্ত্তা, পুরুষ কর্ত্তা নন।

অভিমানবৃত্তিক অন্তঃকরণকে অহঙ্কার বলা যায়। কার্য্যকর্ত্তৃত্ব তাহারই, পুরুষের নয়। কারণ, অন্তঃকরণে অভিমান জন্মিলেই প্রায় কার্য্যপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। পুরুষ অপরিণামী। তাহার কার্য্যপ্রবৃত্তি নাই। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, ধর্ম্মাদি বুদ্ধির হয়, তাহার অভিপ্রায় এই, বুদ্ধি অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদমাত্র। বুদ্ধির ধর্ম্মাদি হওয়া আর অভিমানবৃত্তিক অহঙ্কারের ধর্ম্মাদি হওয়া একই কথা।

চিদবসানা ভুক্তিস্তৎ কর্ম্মার্জ্জিতাত্বৎ ॥ ৫৫ ॥

ভুক্তি অর্থাৎ ভোগ চিদবসান অর্থাৎ চেতন পুরুষে পর্য্যবসন্ন হয়। কারণ, ভোগ তৎকর্ম্মার্জ্জিত অর্থাৎ যে অহঙ্কারে পুরুষকে গ্রহণ করিয়া আমি ও আমার ইত্যাকার জ্ঞান জন্মাইয় দেয়, সেই অহঙ্কারের কৃতকর্ম্মকে সেই পুরুষের কর্ম্ম বলা যায়। ভোগ সেই কর্ম্মজন্য হইয়া থাকে।

অহঙ্কার কার্য্যকর্ত্তা, আর পুরুষ ভোগকর্ত্তা, উপরি লিখিত সূত্র দুটী দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করা হইল। কিন্তু এই ভোগ সাক্ষাৎসম্বন্ধে পুরুষের হয় না। ভোগ বুদ্ধির হয়, পুরুষে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে। ইহাই সাংখ্য সিদ্ধান্ত। এই নিমিত্তই সূত্রে বলা হইয়াছে "ভুক্তি চিদবসানা" অর্থাৎ ভোগ পুরুষে পর্য্যবসন্ন হয়।

সাংখ্য সিদ্ধান্ত এই, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে পুরুষের ত্রিতাপনিবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মাদিলোকগমনেও নিষ্কৃতি নাই। পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

চন্দ্রাদিলোকেহপ্যাবৃত্তিনিমিত্তসদ্ভাবাৎ ॥ ৫৬ ॥

চন্দ্রাদিলোকেও আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরাগমন হয়। কারণ, নিমিত্তযে অবিবেক ও কর্ম্মাদি তাহার সদ্ভাবই আছে।

যে পর্য্যন্ত বিবেক না জন্মিবে ও ভোগ্য কর্ম্মাদি থাকিবে, তাবৎ পুরুষ ব্রহ্মাদি লোকেও যাবে, আর চন্দ্রাদিলোকেই যাউক সংসারে পুনরাগমন করিয়া ত্রিতাপে তাপিত হইবে। অতএব বিবেকবহ্নি দ্বারা অবিবেক ও কর্ম্মাদির ক্ষয়করা আবশ্যক। সেই উপদেশ দিবার অভিপ্রায়েই এ সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি না হইলে কর্ম্মবশে ব্রহ্মলোক হইতে চন্দ্রাদিলোকে আগমন হইতেপারে।

প্রতিবাদী এস্থলে এই বিপ্রতিপত্তি করিতেছেন,—ব্রহ্মাদিলোকগত পুরুষের তত্তল্লোকবাসীদিগের উপদেশ হেতুক জ্ঞাননিষ্পত্তি হয়, তাহার আর পুনরুৎপত্তি হয় না। এই বিপ্রতিপত্তির নিরাসার্থ বলা হইতেছে।

লোকস্য সোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ৫৭ ॥

লোকের উপদেশ মাত্র সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্পত্তি পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ মনুষ্যলোকের ন্যায়।

মনুষ্য লোকে যেমন কেবল উপদেশ মাত্র জ্ঞাননিষ্পত্তি হয় না, তেমনি ব্রহ্মাদিলোকগত পুরুষের তত্তল্লোকবাসীদিগের উপদেশমাত্রে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। তত্ত্বজ্ঞানের যে যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তদবলম্বন আবশ্যক। তদর্থ এই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

তুমি বলিলে ব্রহ্মাদিলোকগত পুরুষের পুনরাগমন হয়, কিন্তু তথা হইতে অনাবৃত্তিবোধক যে শ্রুতি আছে, তাহার গতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

পারম্পর্য্যেণ তৎসিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥ ৫৮ ॥

পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাৎ শ্রবণমননাদি দ্বারা তৎসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান সিদ্ধি হয়। তাহাতেই বিমুক্তি অর্থাৎ অনাবৃত্তির কথা শুনিতে পাওয়াযায়।

ব্রহ্মাদিলোকগত পুরুষের সহজে শ্রবণমননাদির দ্বারা যেমন জ্ঞাননিষ্পত্তি হয়, অন্যলোকগত পুরুষের সেরূপ হয় না। এ অংশে ব্রহ্মাদি

লোকের বিশেষ আছে। তাহার প্রশংসার্থই তথা হইতে অনাবৃত্তি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক ব্রহ্মাদি লোকে গতিমাত্রে মুক্তি হয় না। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে কোন লোকেই মুক্তি হইবে না।

আত্মা ব্যাপক। যে ব্যাপক হয়, তাহার আর একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু আত্মার গতি শ্রুতি আছে। সূত্রকার তাহার উপপাদন করিতেছেন।

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাৎ ভোগদেশ-কাললাভোব্যোমবৎ ॥ ৫৯ ॥

আত্মা ব্যাপক হইলেও তাহার গতিশ্রুতি আছে বলিয়া ভোগ-দেশ কালবশে লাভ হইয়া থাকে। ব্যোমবৎ অর্থাৎ আকাশের ন্যায়।

আকাশ ব্যাপক হইলেও যেমন ঘটাদি উপাধি যোগে তাহার দেশ বিশেষে গমন ব্যবহার হয়, তেমনি ব্যাপক আত্মগত উপাধি বশেও দেশ বিশেষে গমনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গমন ঔপাধিক বাস্তবিক নয়; শ্রুতি যথা

ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটোনীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবোনভোপমঃ ॥

ঘটাচ্ছন্ন আকাশ। ঘটকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলে ঘটই নীত হইল আকাশ নীত হইল না, আকাশসদৃশ জীবও সেইরূপ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রাণীর অধিষ্ঠান হেতুক ভোগায়তন দেহের নির্ম্মাণ হয়। নিম্নলিখিত দুটী সূত্রে তাহাই বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছে।

অনধিষ্ঠিতস্য পূতিভাবপ্রসঙ্গান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৬০ ॥

অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ শুক্রাদি প্রাণিকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে তাহার পূতিভাব হয় অর্থাৎ তাহা পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া যায়। অতএব ভোগায়তন ভোক্তার (প্রাণীর) অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ভোগায়তন দেহ নির্ম্মাণ হয় না। প্রাণী না থাকিলে শুক্রাদি প[illegible] দুর্গন্ধ হইয়া যায়। মৃত দেহে তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মসত্তা সপ্রমাণ করা হইতেছে।

প্রতিবাদী এস্থলে এই কথা বলিতেছেন. ভাল আমি বলিব, অধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও অদৃষ্ট দ্বারা ভোক্তা হইতে ভোগায়তন নির্ম্মাণ হউক। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছে।

অদৃষ্টদ্বারা চেদসম্বন্ধস্য তদসম্ভবাৎ জলাদিবদঙ্কুরে ॥৬১॥

যদি অদৃষ্ট দ্বারা বল, তাহাতে আপত্তি এই, অসম্বন্ধ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শুক্রাদিতে অসম্বন্ধ যে অদৃষ্ট, তাহার ভোক্তার দ্বারা তদসম্ভব অর্থাৎ শরীরাদিনির্ম্মাণকর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। অঙ্কুরে জলাদিব ন্যায়।

যেমন বীজের সহিত জলাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলে কৃষক হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, তেমনি অদৃষ্টের শুক্রাদির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলে ভোক্তা হইতে শরীরাদি নির্ম্মাণ হয় না। শুক্রাদির সহিত অদৃষ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযোগ নাই। অতএব তুমি অদৃষ্ট দ্বারা ভোক্তা হইতে শরীরাদি নির্ম্মাণের যে প্রস্তাব করিতেছিলে, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইল।

বৈশেষিকাদিমতে অদৃষ্ট সম্বন্ধঘটক বটে কিন্তু সাংখ্যমতে তাহা নয়। এমতে আত্মা নির্গুণ। তাহার অদৃষ্টাদি-সম্বন্ধই নাই। অতএব, ভোক্তার অদৃষ্ট দ্বারা ভোগায়তন দেহ নির্ম্মাণের হেতু হইবারই সম্ভাবনা নাই। এই আভাসে নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

নির্গুণত্বাৎ তদসম্ভবাদহঙ্কারধর্ম্মাহ্যেতে ॥ ৬২ ॥

নির্গুণ অর্থাৎ আত্মা নির্গুণ। অতএব, তাহার তদসম্ভব অর্থাৎ অদৃষ্টাদিসম্বন্ধ ঘটিবার অসম্ভাবনা। যে হেতু এই অদৃষ্টাদি অহঙ্কারের ধর্ম্ম।

অদৃষ্টাদি অহঙ্কারের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নয়, অতএব তুমি অদৃষ্ট দ্বারা ভোক্তা যে আত্মা, তাহাকে শরীরনির্ম্মাণের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, তাহা অসঙ্গত হইতেছে। মূলে যাহার অদৃষ্টসম্বন্ধ নাই, তাহার অদৃষ্ট দ্বারা হেতু হইবার সম্ভাবনা কি?

এস্থলে প্রতিবাদী এই বিপ্রতিপত্তি করিতেছেন, তুমি পুরুষকে ব্যাপক বলিতেছ, কিন্তু শ্রুতিতে জীবকে শতধা কল্পিত কেশাগ্র-

ভাগের এক ভাগ বলিতেছে, ইহা কিরূপে উপপন্ন হয়। এই আশঙ্কার পরিহারজন্য সূত্রকার কহিতেছেন।

বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ৬৩ ॥

বিশিষ্টের জীবত্ব অর্থাৎ পুরুষ যখন অহঙ্কারবিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে জীব বলা যায়, অন্বয় ব্যতিরেক হেতুক।

জীবধাতুর অর্থ বল ও প্রাণধারণ। জীবশব্দের অর্থ প্রাণী। প্রাণিধর্ম্ম অহংকারবিশিষ্ট পুরুষেরই হয়, কেবল পুরুষের হয় না। যেহেতুক অহঙ্কারবিশিষ্টেরই প্রাণধারণ ও সামর্থ্যাতিশয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অহঙ্কারশূন্যের চিত্তবৃত্তিনিরোধ হইয়াযায়। কারণ তখন প্রবৃত্তির হেতু যে রাগ তাহার উৎপাদক অহঙ্কার তাহার থাকে না। ইহারই নাম অন্বয় ব্যতিরেক। পুরুষ অহঙ্কারবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে জীব বলা যায়। অহঙ্কারবিশিষ্ট না হইলে জীব বলা যায় না। ফলতঃ অন্তঃকরণোপাধিক পুরুষই জীব নামে অভিহিত হয়। জীব পরিচ্ছিন্ন। উহা পর পুরুষ হইতে ভিন্ন। সাংখ্যমতে অহঙ্কার আর অন্তঃকরণ এক।

এক্ষণে অহঙ্কার ও মহৎ উভয়ের কার্য্যবিশেষ বলা যাইতেছে।

অহঙ্কার কর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধির্নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৬৪ ॥

কার্য্যসিদ্ধি অর্থাৎ সৃষ্টি সংহারাদি রূপ কার্য্য নিষ্পত্তি অহঙ্কাররূপ কর্ত্তার অধীন, ঈশ্বরের অধীন নয়। যদি বল ঈশ্বরের অধীন, তাহার প্রমাণ নাই।

সৃষ্টিসংহারাদি-কার্য্যকারিতার ক্ষমতা অহঙ্কারেরই আছে, অনহঙ্কৃতের সে ক্ষমতা নাই। অতএব তত্তৎকার্য্য সিদ্ধি অহঙ্কারেরই অধীন। বৈশেষিকেরা বলেন, সৃষ্টিসংহারাদি কার্য্য অনহঙ্কৃত পরমেশ্বরের অধীন সাংখ্যকার তৎপ্রতিবাদার্থ কহিতেছেন, তাহার প্রমাণ নাই।

প্রতিবাদী কহিতেছেন, ভাল অহঙ্কার সৃষ্টিসংহারাদিকার্য্যের কারণ হউক, কিন্তু অহঙ্কারের কারণ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বং ॥ ৬৫ ॥

অদৃষ্ট যে প্রকৃতির ক্ষোভ তাহার উদ্ভূতি অর্থাৎ কালক্রমে গ্রন্থ প্রকাশের ন্যায় অহঙ্কারেরও অদৃষ্টবশে উদ্ভূতি হয়, তাহার কারণান্তর নাই। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষই সমান।

সৃষ্টির প্রথমে পুরুষদর্শনে কালবশে যেমন প্রকৃতির চাঞ্চল্য হয়, তেমনি অহঙ্কারের উদ্ভূতি কালবশে হইয়া থাকে। একমাত্র কালই তাহার উদ্ভূতির নিমিত্ত, অন্য নিমিত্ত নাই।

মহতোঽন্যৎ ॥ ৬৬ ॥

অন্য অর্থাৎ সৃষ্টিসংহারাদি ভিন্ন যে পালনাদি কার্য্য, তাহা মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে হইয়া থাকে।

মহত্তত্ত্ব বিশুদ্ধ সত্ত্ব। সত্ত্ব গুণ প্রধান বলিয়া উহার অভিমান ও রাগাদি নাই। অভিমানপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টিসংহারাদি যে কার্য্য মহত্তত্ত্বের কার্য্য তদ্ভিন্ন। সে কার্য্য পালনাদি। পরের প্রতি অনুগ্রহ করা পরের উপকার করা সত্ত্বগুণের প্রধান কার্য্য এই নিমিত্ত মহ-তত্ত্বোপাধিক বিষ্ণুর পালনাদির কার্য্য এবং অহঙ্কারোপাধিক ব্রহ্মাও রুদ্রের সৃষ্টি সংহারাদি কার্য্য শ্রুতি স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি ও পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাব অবিবেক নিবন্ধন হইয়া থাকে। ঐ ভোগ্যভোক্তৃভাব অনাদি একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহারা অনিমিত্তক বলেন, তাহাদের মতেও ঐ ভোগ্যভোক্তৃভাব অনাদি। নিম্ন লিখিত সূত্রে ইহা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্যনাদিবীজাঙ্কুর-বৎ ॥ ৬৭ ॥

প্রকৃতির কর্ম্ম নিমিত্ত স্বস্বামিভাব ও অনাদি বীজাঙ্কুরের ন্যায়।

সাংখ্যদিগেও সম্প্রদায়ভেদ আছে। যে সম্প্রদায় বলেন প্রকৃতি ও পুরুষের স্বস্বামিভাব অর্থাৎ ভোগ্যভোক্তৃভাব কর্ম্ম নিমিত্তক তাঁহাদিগের মতেও [illegible] বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রবাহরূপে অনাদি। প্রকৃতি পুরুষ দ্বারা সৃষ্টি [illegible]ধারাবাহিকরূপে বরাবর চলিয়া আসিতেছে, এ সূত্রে দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইল।

এতৎ সম্বন্ধে অন্য অন্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত হইতেছে।

অবিবেকনিমিত্তোবা পঞ্চশিখঃ ॥ ৬৮ ॥

পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধবিভাগ অবিবেক নিমিত্তক। তাঁহার মতেও উহা অনাদি।

লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্যঃ ॥ ৬৯ ॥

সনন্দনাচার্য্য বলেন প্রকৃতি ও পুরুষের ভোগ ভোক্তৃভাব লিঙ্গশরীর নিমিত্তক। কারণ, লিঙ্গশরীর দ্বারা ভোগ হইয়া থাকে। মতেও ঐ ভোগ্যভোক্তৃভাব অনাদি।

এক্ষণে শাস্ত্রার্থের শেষ উপসংহার করা হইতেছে।

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ॥ ৭০ ॥

যাহা তাহা হউক, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাব অবিবেক নিমিত্তক হউক আর কর্ম্মনিমিত্তক হউক, তাহার উচ্ছেদ পুরুষার্থ। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রেও ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম পরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভ ও উপসংহার একরূপেই করা হইল। প্রথম প্রতিজ্ঞাই এইরূপ ছিল। প্রথম সূত্রে কেবল দুঃখনিবৃত্তির কথা আছে, এখানে প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উচ্ছেদের কথা বলা হইল। প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তৃভাবে সুখ ও দুঃখ উভয়েই মিশ্রিত আছে। তাহার উচ্ছেদে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উচ্ছেদ বুঝাইতেছে। অতএব আরম্ভ ও উপসংহারের ঠিক তুল্যতা রহিতেছে না এ আপত্তি হইতে পারে। উহা অকিঞ্চিৎকর। সাংখ্যকার সুখকেও দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। অধ্যায় সমাপ্ত হইল বলিয়া তদুচ্ছিত্তি তদুচ্ছিত্তি দুই বার বলা হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা অনুবাদ সহিত সাংখ্যসূত্র সমাপ্ত।